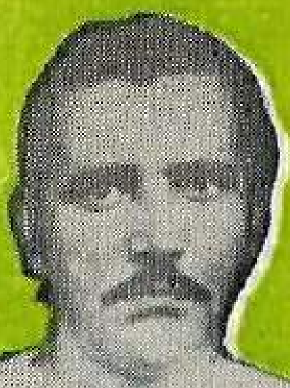
শ্রী ভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ের কোল শূন্য





মায়ের কোল শূন্য

[সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক পালা]

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী ও

দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য পড়ুন

নাচমহল, একটি পয়সা, পদধ্বনি, অরুণ বরুণ কিরণমালা, পরশ পাথর, জানোয়ার, পাগলা গারদ, মা মাটি মানুষ, অচল পয়সা, দেবী সুলতানা, গান্ধারী জননী, সাত টাকার সন্তান, মা যশোদা কাঁদে, ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, সেলাই করা সংসার, জীবন এক জংশন, সত্যযুগ আসছে, শান্তি তুমি কোথায়, মাইনে করা মা, নরক দেখে এলাম, দুর্গা বৌদি অঞ্চল প্রধান প্রভৃতি জনপ্রিয় পালা রচয়িতা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)
রচিত/পরিচালিত

কলিকাতার সুবিখ্যাত

ভৈরব অপেরা পরিবেশিত

[১৩৯৭ সাল]

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

অমৃতবিন্দু প্রকাশনী ফোন—(৯৫৩৩)
৫৭৭-৮৬১৯

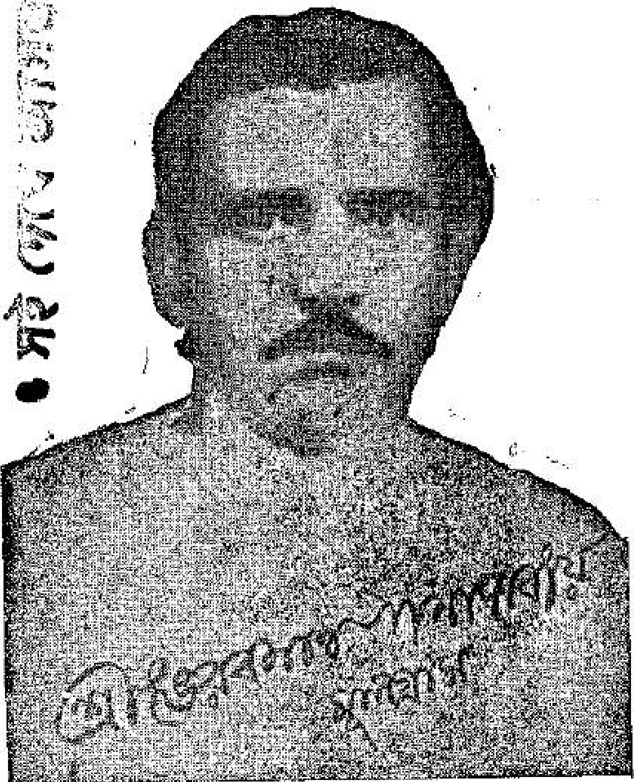
১১/১, কার্তিক চন্দ্র নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৫ হইতে প্রকাশিত

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাত্রা জগতের বলিষ্ঠ অভিনেতা তরুণ কুমার ও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সুদেষ্ণা রায়ের হাতে তুলে দিলাম—'মায়ের কোল শূন্য'

দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)



শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম) এর
ছবি ও স্বাক্ষর দেখে বই কিনুন।

জন্ম : ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সাল (ইং ২৫।১১।১৯৩৪) রবিবার
মৃত্যু : ১২ই পৌষ ১৪০৫ সাল (ইং ২৮।১২।১৯৯৮) সোমবার

প্রকাশিকা—শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায়।

মুদ্রক—মদন চন্দ্র প্রধান, সারদামাতা প্রেস, ১৬, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

△ সাবধান △

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম) এর বক্তব্য

যাত্রামোদী জনগণের উদ্দেশ্যে (পূর্ব-লিখিত)

যাত্রামোদী ভাই/বন্ধুগণ!

আমার নাটকের বই কেনবার সময় প্রথমেই দেখে নেবেন আমার ছবি ও স্বাক্ষর। বর্ধমান জেলার মূলগ্রামে আমার জন্ম, তাই আমার ছবি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে মূলগ্রাম লেখা আছে। এ ব্যাপারে লেখার কারণ স্বরূপ বলি; বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করছি—কয়েকজন অ'সাধু প্রকাশক আমার নাম (যেমন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, ভৈরববাবু) যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করে এবং পেশাদারী নাট্যসংস্থায় আমার নামে বিজ্ঞাপিত নাটকের নাম যথেচ্ছ-ভাবে ব্যবহার করে নকল বই প্রকাশ করে আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে। ঐ সব অসাধু প্রকাশক 'সাধু' সেজে নিজেদের নাম ঠিকানা গোপন রেখে চৌর্যবৃত্তির পথ বেছে নিয়েছে, আসল ব্যক্তিকে নকল প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। ঐ সব অ'সাধু (শীল) গুণসম্পন্ন প্রকাশকদের জুয়াচুরি বন্ধ করতে আপনাদের সাহায্য চাই—তাই এ বক্তব্যের অবতারণা। আমার নাটক বর্তমানে 'অমৃতবিন্দু প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত। কাজেই, আমার নামে অন্য যেকোন প্রকাশনীর নতুন বই নকল। আপনাদের সাহায্য পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ ইতি

১লা বৈশাখ ১৪০১ সাল।

বিনীত—

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [মূলগ্রাম]

ভূমিকা

পিনাকি চৌধুরী আর লক্ষ্মীকান্ত দুই বন্ধু। লক্ষ্মীকান্ত ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর পিনাকি ছিল বেকার। সামান্য কাজের জন্য পিনাকি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহৃদয় লক্ষ্মীকান্ত বন্ধু পিনাকিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল। শুধু তাই নয়, পিনাকিকে সংসার সুখী করবার জন্য লক্ষ্মীকান্ত আর তার স্ত্রী মায়াবতী পিনাকির বিয়ে দিল, পিনাকিকে নিজের ব্যবসার পার্টনার করে নিল। পিনাকি জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল। লক্ষ্মীকান্তর এক ছেলে এক মেয়ে, পিনাকিরও এক ছেলে এক মেয়ে। দুই বন্ধুতে বেশ সুখেই ছিল কিন্তু পিনাকির বৌ অরুণা ছিল খুবই লোভী, লক্ষ্মীকান্ত আর মায়াবতীর সুখ সে সহ্য করতে পারলো না, সে পিনাকির কাছে ওদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে পিনাকিকে উত্তেজিত করে তুললো। পিনাকি তার অতীত জীবনের কথা, বন্ধুর উপকারের কথা ভুলে গিয়ে বন্ধুর সর্বনাশের কথা ভাবতে শুরু করলো। পিনাকির চোখে লোভের আগুন জ্বলে উঠলো—সে লক্ষ্মীকান্তর সব কিছু দখল করার স্বপ্ন দেখলো। শুরু হলো ষড়যন্ত্র—অনেক অঘটন ঘটে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিনাকি কি লক্ষ্মীকান্তর সব কিছু দখল করতে পেরেছিল? অরুনা কি পেরেছিল মায়াবতীর সন্তানকে মেরে মায়ের কোল শূন্য করে দিতে? শেষ পর্যন্ত কে জিতলো—সত্যাশ্রয়ী লক্ষ্মীকান্ত না মিথ্যাচারী শঠ প্রবঞ্চক পিনাকি? সব প্রশ্নের আছে এ পালায়।

ভৈরব অপেরা নিবেদিত এ পালাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আমার বাবা, শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বাবার অপ্রকাশিত পালাগুলি এ্যামেচার ক্লাবের জন্য অভিনয় উপযোগী করার কঠিন দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছি। আমাকে একাজে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন আমার স্ত্রী, প্রকাশিকা শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রদ্ধেয়া মীরা দে। আশাকরি পালাটি আপনাদের ভাল লাগবে। যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে দয়া করে আমাকে জানাবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ ইতি।

বিনীত—

১৫ই আষাঢ় ১৪০৯ সাল

দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্র পরিচয়

—পুরুষ—

লক্ষ্মীকান্ত রায়	শিল্পপতি
পিনাকি চৌধুরী	ঐ বন্ধু
দীপক	ঐ পুত্র
নীলাদ্রি	ক্যাসেট কোম্পানির মালিক
যুধিষ্টির	লক্ষ্মীকান্তর বিশ্বস্ত কর্মচারী
প্রহ্লাদ	?
বানেশ্বর	পিনাকির বিশ্বস্ত কর্মচারী
নিতাই	দাস পাড়ার যুবক
কামাক্ষা	ছদ্মবেশী গোয়েন্দা
বাদল	ঐ সহকারী
সুবীর	র‍্যাশন ডিলার
আবীর	ঐ ভ্রাতা
অংশুমান	ঐ প্রতিবেশী

অরুণা	পিনাকির স্ত্রী
সহকারী	ঐ পিনাকির কন্যা
দু'আনি	বানেশ্বরের নাতনী
অন্তরা*	লক্ষ্মীকান্তর কন্যা

[* যিনি মায়াবতীর চরিত্রে অভিনয় করবেন মায়াবতীর মৃত্যুর পর তিনিই অন্তরার ভূমিকায় অভিনয় করবেন]

যাত্রামোদী বন্ধুগণ !　　　　১৯শে ভাদ্র, ১৪০৮ সাল (05 09. 01)

প্রতিষ্ঠিত পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় যে পালা কখনও লেখেননি, (অন্য পালাকারের লেখা) অথচ সেগুলি ভৈরববাবু, বা ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত বলে ছেপে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ঐ নকল বইগুলিতে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ও সই কিছুই থাকে না। একজন অসাধু প্রকাশক তাই মিথ্যা প্রচার করছেন—ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল বইতে ইতিপূর্বে ছবি ও সই ছিল না, এখনও থাকে না। আসল বইগুলির ভিতর শ্রীভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'মূলগ্রাম' এই সইটি ছাপা কাগজের স্টিকার দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছেন। ছবির পাশে রবার স্ট্যাম্প মেরে লিখে দিচ্ছেন—ছবি ও সই দেখে ঠগ জোচ্চর ও প্রতারককে চিনে নিন। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল বইগুলিতে ছবি ও সই, কিছু বইয়ে শুধু সই (শ্রীভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মূলগ্রাম) আছে। কয়েকটি বইয়ে ছবি ও সই নেই। আপনারা যাতে আসল বই কিনতে পারেন তারজন্য একটি তালিকা প্রকাশ করলাম। বই কেনার সময় দয়া করে ঐ তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। ৭।৯।২০০১ তারিখ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রকাশনী থেকে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার নাম দিলাম। অপ্রকাশিত পালাগুলি কেবলমাত্র 'অমৃতবিন্দু' প্রকাশনী থেকে ছবি ও সইসহ প্রকাশিত হবে। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় লেখেননি অথচ ভৈরববাবু রচিত বলে চলছে—রক্ত দিয়ে গড়া, রক্তখাগীর ঘাট, খুনের জবাব। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত বলে চলছে—সিঁদুরে ভিক্ষা দাও, সিঁথিতে সিঁদুর দিলাম, ভালবাসার সিঁদুর, অন্যায় অবিচার, অভাগীর সংসার, গরীব হয়ে কি পেলাম, ভুল সবই ভুল, অচল পয়সা চলছে, অগ্নি সাক্ষী স্ত্রী, অসহায় পশ্চিমবঙ্গ, ভাঙলো শাঁখা মুছলো সিঁদুর। আসল বই থাকতেও নকল প্রকাশিত হয়েছে—ধান কাটছে নতুন বৌ, সাদা সিঁথির বধূ, স্বামী স্ত্রীর শেষ দেখা, সেলাই করা সংসার প্রভৃতি।

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পালার নামকরণগুলি ব্যবহার করে অন্য পালাকারের লেখা পালা ঐ পালাকারের নাম দিয়ে চলছে যেমন—বৌ হয়েছে রঙের বিবি, শ্বশুরের ভিটে স্বর্গ, গান্ধারী জননী, পুত্রহারার কান্না, নরক দেখে এলাম, কশাইখানার মা, বধূর চিতা জ্বলছে প্রভৃতি। নকল বইগুলিতে প্রকাশকের নাম দেওয়া আছে। ঐ প্রকাশক ও প্রকাশনীকে আমার বাবা কোনদিন কোন বই ছাপতে দেননি। বইগুলি কেনবার আগে ভেবে দেখবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ ইতি—　　　　বিনীত—

'অমৃতবিন্দু' ১১।১ কে নি নিয়োগী　　　　আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী

লেন। কলিকাতা-৩৫, ফোন ঃ ৫৭৭-৮৬৯৯　　　　দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায়



ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বই কেনার সময় এই তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নেবেন (৭ ০৯ ২০০১ পর্যন্ত)

ছবি ও সই আছে—ইউনাইটেড পাবলিশার্স প্রকাশিত—পদধ্বনি, রক্তে রোওয়া ধান, কান্নাঘাম রক্ত, পাঁচ পয়সার পৃথিবী, জানোয়ার মাটির কেল্লা, বেগম আসমান তারা, অরুণ বরুণ কিরণমালা, বাঁদী লালবাঈ পরশ পাথর, মা মাটি মানুষ, ঘুম নেই, ময়লা কাগজ, এক পয়সার মা, ভগবানবাবু, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন, দেবী মালিনী, ফেরারী বান্দা, স্বর্গ হতে বিদায়, শাপমুক্তি।

অমৃতবিন্দু প্রকাশনী প্রকাশিত—দুটুকরো মা, বন্দী মুসাফির, শ্মশান হলো বাসর, ঘরের লক্ষী কাঁদছে, স্বর্গের পরের ষ্টেশন, বৌমা তোমার পায়ে নমস্কার, থানায় যাচ্ছে ছোট বৌ, বড় লোকের বিটিলো, মাতৃঋণ শোধ, বৌ হয়েছে রঙের বিবি, পুত্রবধূর সিঁদুর চুরি, পালকি ভাঙা বৌ, সেলাই করা সংসার, জীবন এক জংশন, ধান কাটছে নতুন বৌ, স্বামী আগে না সিঁদুর আগে অচেনা মায়ের সন্তান কলিযুগের বৌ, স্বামী স্ত্রীর শেষ দেখা, গঙ্গা তুমি ময়লা কেন, সত্যযুগ আসছে জন্মার সংসার, শান্তি তুমি কোথায়, জেল খাটছে যশোদা, মাইনে করা মা, নরক দেখে এলাম, ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, দুর্গা বৌদি অঞ্চল প্রধান, দেবশিশুর কান্না। ভৈরব পুস্তকালয় প্রকাশিত—ময়না-মতির মাঠ। **শুধু ছবি আছে**—রূপলেখা প্রকাশিত—দেবী সুলতানা, কলুষিত হারেম, চিতিতনের বিবি, কুবেরের পাশা, ভাগশেষ শূন্য। সাহিত্য-মালা প্রকাশিত—মা যশোদা কাঁদে। **শুধু সই আছে**—অক্ষয় লাইব্রেরী প্রকাশিত—ধন্যি মেয়ে। রূপলেখা প্রকাশিত—বেলোয়ারী ঝাড়।

ছবি ও সই নেই—অনুপ কুমার আঢ্য বা সমর কুমার দে প্রকাশিত—চুয়াচন্দন। সমর কুমার দে প্রকাশিত—নাচমহল, যাযাবরী। নিমাই গড়াই প্রকাশিত—রাজবন্দী। নির্মল সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত—খুনী। সাহিত্য-মালা প্রকাশিত—অশ্রু দিয়ে লেখা, পাগলাগারদ, চিড়িয়াখানা, বর্ণপরিচয়, মেহেরুন্নিসা, তাজমহল, অচল পয়সা, বাদশা আলমগীর, মীনা বাজার, ভিখারী ঈশ্বর, সাত টাকার সন্তান। ভৈরব পুস্তকালয় প্রকাশিত—দিল্লী অনেক দূরে, বিবি আনন্দময়ী, সংসার কারাগার। অক্ষয় লাইব্রেরী প্রকাশিত—অগ্নি সংকেত। মায়া লাইব্রেরী প্রকাশিত—সম্রাট অন্ধকাসুর। মণ্ডল এ্যান্ড সন্স প্রকাশিত—পঙ্গপাল। রূপলেখা প্রকাশিত—গণদেবতা, শ্রীচরণেষু মা, শান্তি বেগম, মায়ের আঁচল। কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী প্রকাশিত—একটি পয়সা, পদধ্বনি কান্নাঘাম রক্ত রক্তে রোওয়া ধান, অরুণ বরুণ কিরণমালা, পাঁচ পয়সার পৃথিবী, মাটির কেল্লা, বেগম আসমান তারা, জানোয়ার, কবি বিদ্যাপতি।

রূপসজ্জা

লক্ষ্মীকান্ত—সৎ ভাল মানুষ। দামী প্যান্ট শার্ট পরে বিভৎস মেকাপ।

পিনাকি—খল, লোভী। প্রথমে সাধারণ প্যান্ট শার্ট পরে দামী পোষাক ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

দীপক—বকাটে, চরিত্রহীন। দামী প্যান্ট শার্ট. জিনস, গেঞ্জি' সানগ্লাস।

নীলাদ্রি—লোভী, বচন সর্বস্ব। দামী প্যান্ট পার্ট সাফারী, চোস্ত পাঞ্জাবী।

সুবীর—লোভী, মাতাল। পাজামা পাঞ্জাবী, ধুতি পাঞ্জাবী।

আবীর—সুদর্শন প্রতিবাদী সৎচরিত্র। চোস্ত পাঞ্জাবী।

অংশুমান—সৎ সত্যবাদী। চোস্ত পাঞ্জাবী, প্যান্ট শার্ট।

যুধিষ্ঠির—সৎ, ভালমানুষ। খাটো ধুতি বাংলা শার্ট, পরে চুল সব পাকা।

বানেশ্বর—ভীতু অথচ লোভী। ধুতি, রঙীন বাংলা শার্ট, চুল কাঁচা পাকা।

নিতাই—বোকা, প্রেমিক। ধুতি বাংলা শার্ট।

কামাক্ষা—গোয়েন্দা, তাই দৃশ্য অনুযায়ী সাজবে।

বাদল—গোয়েন্দা, তাই দৃশ্য অনুযায়ী সাজবে।

প্রহ্লাদ—সুদর্শন, গৌরার গোবিন্দ। ধুতি বাংলা শার্ট, কাঁধে গামছা।

অরুণা—অহংকারী, পরশ্রীকাতর। দামী শাড়ী গহনা, পরে চুল কাঁচা পাকা।

সঞ্চারী—সুন্দরী, শান্তময়ী, প্রতিবাদী। সাধারণ শাড়ী ও চুড়িদার।

দু'আনি—প্রহ্লাদের জন্য পাগল। ডুরেল বা ছাপা শাড়ী।

অন্তরা—সুন্দরী, লজ্জিতা। মাঝে বোবা হয়ে যাবে। সাধারণ শাড়ী, চুড়িদার। অন্তরা মায়াবতীর মেয়ে, দুজনে একই রকম দেখতে, তাই মায়াবতী ও অন্তরা একজনকেই সাজতে হবে। সম্ভব হলে দ্বিতীয় দৃশ্যে চুড়িদারের ওপর শাড়ী পরে প্রবেশ করবে।

মায়ের কোল শূন্য

প্রথম দৃশ্য

রায়-চৌধুরী ভবন

[রায় চৌধুরী বাড়িতে আজ জন্মদিনের উৎসব, তাই দামী শাড়ী গহনা পরে আগে মায়াবতী ও পিছনে দামী শাড়ী গহনা পরে অরুণা আসে। মায়াবতী অরুণাকে বলে]

মায়াবতী। না—না—না অরুণা, আজ আমার স্বামীকে বাড়ী থেকে কোথাও যেতে দেবো না। আজ আমার ছেলে মেঘমল্লারের জন্মদিন, একটু পরেই আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই এসে পড়বে। আমার তিন বছরের মেয়ে অন্তরা, ভাইয়ের জন্মদিন বলে সেও সুন্দর করে সাজবে। আমিও ফুল দিয়ে ঘর সাজাচ্ছিলাম হঠাৎ তোর বর পিনাকি ঠাকুরপো এসে বলল—মায়া বৌদি, আজ হয়তো আপনার স্বামীকে কারখানার ঝামেলা মেটাতে আসানসোল যেতে হবে। আমি বললাম—তোমার বন্ধুর আজ আসানসোল যাওয়া হবে না— যদি যেতে হয় তুমি যাও—

অরুণা। কেন যাবে! আমার স্বামীই বা আজ আসানসোল কেন যাবে! তুই কি জানিস না মায়া—আজ আমার মেয়ে সঞ্চারীর জন্মদিন!

মায়াবতী। এই তো এক মাস আগে তুই তোর ছেলে দীপকের জন্মদিন পালন করলি অরুণা। পিনাকি ঠাকুরপো নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ধুম ধাম করে পাঁচ বছরের দীপকের জন্মদিনে কত হৈ চৈ করল। কিন্তু আমার স্বামী—

অরুণা। তোর স্বামী—

মায়াবতী। আমার মেয়ে অন্তরার জন্মদিনে উপস্থিত থাকতে পারেনি সেবারও আসানসোলের কারখানায় হঠাৎ ঝামেলা হয়েছিল—সেই ঝামে মেটাবার জন্য মেয়ের জন্মদিনের উৎসব ছেড়ে তাকে আসানসোল চলে যে হয়েছিল। বল্ তোর স্বামীও তো কারখানার অংশীদার, তাহলে সে কারখানার ঝামেলা মেটাতে যাবে না ?

অরুণা। কারখানার চার আনা শেয়ারের মালিক আমার স্বামী—অ বারো আনা শেয়ারের মালিক তোর স্বামী। কাজেই বড় শরীক হিসা কারখানার বা ব্যবসার ঝামেলা তোর স্বামীরই মেটানো উচিত।

মায়াবতী। কি বললি অরুণা—সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুই আমার স হিসাবের কথা বললি! কই, আমি তো হিসাব মতো তোর সঙ্গে ব্যবহ করিনি! আমার স্বামী নিজের বাড়ীর অর্দ্ধেক তোর স্বামীর নামে লিখে দিয়েছে— কই সে তো কোন হিসাব করেনি!

অরুণা। শুধু দিয়েছি—দিয়েছি আর দিয়েছি—ভিক্ষে দিয়েছিস। তো স্বামীর যেমন টাকা ছিল, আমার স্বামীর তেমনি বুদ্ধি ছিল—আমার স্বামী বুদ্ধিতেই ব্যবসার এত বাড় বাড়ন্ত—সে কথা তুই ভুলে গেলি কি করে!

মায়াবতী। ভুলিনি—আমি অতীতের কথা কিছুই ভুলিনি। তবে তু যেমন বলতে পারলি—সে রকম আমি বলতে পারি না। সেটাই আমার ভুল— তবে আমি আর ভুল করবো না, তোর সঙ্গে হিসাব মতই কথা বলব।

অরুণা। কি বলবি—আমাকে তুই কি বলবি মায়া ?

মায়াবতী। পুরণো দিনের কথা তোকে মনে পড়িয়ে দিয়ে অনেক কথ বলতে পারতাম কিন্তু সেটা বলার মত মানসিকতা আমার নেই। তবে একট কথা আমি জানিয়ে দিচ্ছি—আমার স্বামীকে আজ কোন মূল্যে আসানসো যেতে দেবো না—এটা আমার প্রতিজ্ঞা। [চলে যায়

অরুণা। তোর প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ হতে দেবো না রে মায়াবতী। রায়চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানীর বারো আনার অংশীদার লক্ষ্মীকান্ত রায়ের বৌ বলে তোর এত দর্প এত অহংকার! তোর দর্প অহংকার আমি আজ ভেঙে চুরমার করে দেবো। তুই যে কথাগুলো আমাকে বলে গেলি, আমি সেই কথাগুলোই দশগুণ বাড়িয়ে যদি আমার স্বামীকে না বলেছি তো আমার নাম অরুণা নয়! [প্রস্থানোদ্যত]

[সিগারেট খেতে খেতে পিনাকি এসে বলে]

পিনাকি। কি হলো অরুণা—এত তর্জন গর্জন করছো কেন ?

অরুণা। তুমি যদি আমাকে বাঁচাতে চাও—তাহলে আজই একটা বিহিত করবে।

পিনাকি। কি ব্যাপার ?

অরুণা। তোমার বন্ধুর আসানসোল যাওয়ার কথা বলেছিলাম বলে তোমার বন্ধুর বৌ মায়া আমাকে যা মন তাই বলে অপমান করে গেল।

পিনাকি। কি বলেছে—মায়া বৌদি তোমাকে কি বলেছে ?

অরুণা। আমার গায়ের গয়না গুলো তুমি নাকি ব্যবসার টাকা চুরি করে কিনে দিয়েছো।

পিনাকি। তাই নাকি!

অরুণা। তুমি যে নতুন গাড়িটা কিনেছো—তাও নাকি ব্যবসার টাকা চুরি করে—

পিনাকি। অরুণা!

অরুণা। অরুণাকে তোমার বন্ধুর বৌ করুণা করতে চায়। ওদের খেয়ে পড়ে আমরা বেঁচে আছি—নাহলে কোন সাহসে বলে তুমি নাকি—

পিনাকি। আমি নাকি—

অরুণা। ভিখারীর মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে আর তোমার বন্ধু—কলির দাতাকর্ণ লক্ষীকান্ত রায় তোমাকে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে এসে বিজনেসের পার্টনার করে নিয়েছিল—

পিনাকি। মায়াবতীর বড্ড অহংকার হয়েছে। বন্ধুর বৌ বলে আমি অনেক কিছুই হজম করে গেছি—কিন্তু আর না—একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

অরুণা। তুমি কিছুই করতে পারবে না, মুখেই তোমার ফুটুনি। বৌয়ের কাছে যত তর্জন গর্জন—বন্ধু আর বন্ধুর বৌয়ের সামনে গেলেই ফণা গুটিয়ে যায়—অক্ষম পুরুষ কোথাকার।

পিনাকি। আঃ অরুণা। উল্টো কথা বলবে না—আমি কি করতে পারি—আর আর কি করেছি—বুঝতে পারবে খুব শিগ্রি।

অরুণা। তারমানে ?

পিনাকি। লক্ষীকান্ত রায়ের জীবনের ভিত আমি একটু একটু করে নড়িয়ে দিয়েছি অরুণা। সন্তান গরবে গরবিনী মায়াবতী জানে না যে তার স্বামী তাসের ঘরে বাস করছে এবং আজ রাত্রেই সেই তাসের ঘরটাও আমি ভেঙে চুরমার করে দেবো।

অরুণা। কি বলছো ?

পিনাকি। কাছে এসো, কানে কানে বলবো—

[দুজনে কানে কানে কথা বলে]

অরুণা। তাই নাকি—ও বাবা—এত ঘটনা। কিন্তু যদি কোন ঝামেলা হয় ?

পিনাকি। কোন ভয় নেই, আমি আট-ঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছি। এখন

শুধু লক্ষীকান্তকে আসানসোল পাঠাবার ব্যবস্থা করলেই ব্যাস। কিন্তু তার আগে তোমাকে মায়াবতীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

অরুণা। কি বললে—

পিনাকি। সত্যি করে নয়, অভিনয়।

অরুণা। অভিনয়—

পিনাকি। হ্যাঁ—ওদের সামনে আমি তোমাকে অপমান করবো—তুমি কিন্তু মনে করবে না—শুধু চোখের জল ফেলে প্রমাণ করবে—আমি তোমাকে কতখানি শাসন করি। আর সেটা প্রমাণ হলেই আমার বন্ধু আর বন্ধুর বৌ খুব খুশী হবে—আর তখনই আসবে সর্বনাশা ফোন—যে ফোন পেয়ে লক্ষীকান্ত সব ছেড়ে আসানসোল যেতে বাধ্য হবে। বল—তুমি রাজী ?

অরুণা। আমি—

পিনাকি। মায়াবতীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে হলে, সারাজীবন সুখে থাকতে হলে তোমাকে রাজী হতেই হবে। বল—তুমি কি করবে।

অরুণা। আমি রাজী—

পিনাকি। চল—কাজ শুরু করি—শুভস্য শিঘ্রম, অশুভস্য কাল হরনম—হাঃ হাঃ হাঃ—

[দুজনে চলে যায়]

বইয়ের মধ্যে শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী ও দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য পড়ুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মায়াবতীর ঘর

[আগে বাচ্ছা কোলে মায়াবতী ও পিছনে লক্ষ্মীকান্ত
বলতে বলতে আসে]

লক্ষ্মীকান্ত। আমার আসানসোল যাওয়া নিয়ে পিনাকির বৌ অরুণা তোমাকে এত কথা বলেছে! ঠিক আছে, মেঘমল্লারের জন্মদিনটা মিটে যাক তারপর দেখছি—পিনাকির বৌ অরুণা এত কথা বলার সাহস পায় কোথা থেকে।

মায়াবতী। তোমার বন্ধু পিনাকি চৌধুরীই ওর মন্ত্রদাতা।

লক্ষ্মীকান্ত। না—না মায়াবতী পিনাকী এসব কিছুই জানে না। পিনাকিকে আমি খুব ভাল করে চিনি। পিনাকি যদি জানতে পারে অরুণা তোমাকে এসব কথা বলেছে—তাহলে নিশ্চয়ই সে অরুণাকে শাসন করবে।

মায়াবতী। তোমার ভাবনাটা ভুল—

লক্ষ্মীকান্ত। কি বললে মায়াবতী—আমার ভাবনা ভুল!

মায়াবতী। তুমি কি পিনাকি ঠাকুরপোর পরিবর্তন লক্ষ্য করনি?

লক্ষ্মীকান্ত। কই, তেমন তো কিছুই আমার চোখে পড়েনি—

মায়াবতী। কিন্তু আমার চোখে অনেক কিছুই লক্ষ্য পড়েছে। তুমি যখন তোমার বন্ধুকে এতই বিশ্বাস কর তখন আমি আগে থেকে কিছুই আর বলবো না, সময় হলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে। কিন্তু বুঝতে পেরেও তোমার তখন কিছুই করার থাকবে না।

লক্ষ্মীকান্ত। না—না—তুমি পিনাকি সম্বন্ধে অহেতুক ভুল বুঝে বসে আছো। পিনাকিকে আমি রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসে রায়চৌধুরী এ্যাণ্ড

কোম্পানীর চার আনা শেয়ার দিয়ে আমার ব্যবসার পার্টনার করে নিয়েছি—নিজে যোগাযোগ করে অরুণার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছি—আমার বাড়ীর অর্দ্ধেক ওর নামে লিখে দিয়েছি—কাজেই এত বড় উপকার ভুলে আমার সঙ্গে কোনদিন বেইমানী করবে না।

মায়াবতী। মানুষের ওপর বিশ্বাস ভাল কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস ভাল নয়।

লক্ষ্মীকান্ত। মায়াবতী!

মায়াবতী। যাক, ওসব কথা বাদ দাও। আজ আমাদের ছেলে মেঘমল্লারের জন্মদিন, একটু পরেই অতিথিরা এসে পড়বে—তাদের কিভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে নাও।

লক্ষ্মীকান্ত। ওই দেখ, মেঘমল্লারের ঘুম ভেঙে গেছে।

মায়াবতী। ওমা! তাইতো। আমার সোনা, আমার মানিক।

লক্ষ্মীকান্ত। কি রে মেঘ, ড্যাব ড্যাব করে মায়ের দিকে চেয়ে কি দেখছিস?

মায়াবতী। শুধু দেখছে না—ভাবছে।

লক্ষ্মীকান্ত। কি ভাবছে বলতো?

[মায়াবতী গেয়ে ওঠে]

গান

কি ছায়া, কি মায়া
মাথা আছে এই মায়ের কোলে ॥

লক্ষ্মীকান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওই দেখ, তোমার কথা বুঝতে পেরেছে—তাই ও কেমন হাসছে দেখ।

মায়াবতী। আমার মনটা সোনা—চাঁদের কোণা—

[ওরা দুজন বসে বাচ্চাকে আদর করছিল—সঞ্চারীকে কোলে নিয়ে আগে অরুণার হাত ধরে পিনাকি এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে।]

পিনাকি। যাও, মানে মানে গিয়ে মায়াবৌদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও—

মায়াবতী। পিনাকি ঠাকুরপো!

অরুনা। তুই আমায় ক্ষমা কর মায়া, আমি না জেনে না বুঝে তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছি, আমার ভুল হয়ে গেছে।

মায়াবতী। আরে এরজন্য ক্ষমা চাওয়ার কি আছে! ঠিক আছে, ও আমি কিছু মনে করিনি।

পিনাকি। দেখলে, কত বড় মন মায়াবৌদির—কত সহজে তোমাকে ক্ষমা করে দিল! এমন মানুষের সঙ্গে তুমি ঝগড়া করেছো—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

মায়াবতী। পিনাকি ঠাকুরপো, ছেড়ে দাও।

লক্ষ্মীকান্ত। কি হলো মায়াবতী—আমার কথা গুলো মিলছে কিনা?

পিনাকি। কেন মিলবে না লক্ষ্মীকান্ত! আমি যে কখনও ভুলতে পারিনা তোর দয়ার কথা। তুই যদি আমাকে রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে এসে ব্যবসার পার্টনার করে না নিতিস তাহলে আমি কি এই জায়গার আজ আসতে পারতাম—নাকি অরুণা আমার বৌ হয়ে আসতে পারতো?

অরুণা। আমি—

পিনাকি। চুপ, একটা কথাও তুমি বলবে না। তোমাকে লাষ্ট ওয়ারনিং দিচ্ছি—ব্যাবসার ব্যাপারে কোনদিন তুমি নাক গলাবে না। ব্যবসাটা আমাদের দুই বন্ধুর, ব্যবসায় ভালো মন্দ আমরা বুঝবো, তুমি কোনদিন কোন কথা বলে আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলতে চেষ্টা করবে না।

অরুণা। [কান্না] তোমাকে আমি কতবার বলেছি—আমার ভুল হয়ে গেছে—আমি আর কোনদিন ব্যবসার ব্যাপারে কোন কথা বলবো না—তবু কেন বার বার আমাকে অপমান করছো?

পিনাকি। বেশ করেছি—একশোবার করবো—হাজার বার অপমান করবো—

লক্ষ্মীকান্ত। আঃ পিনাকি—কি হচ্ছেটা কি?

পিনাকি। তুই জানিস না লক্ষ্মীকান্ত, ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার মাথায় আগুন জ্বলছে—

মায়াবতী। পিনাকি ঠাকুরপো—সব কিছুই ভাল কিন্তু বাড়াবাড়িটা ভাল নয়—

পিনাকি। মায়াবৌদি!

মায়াবতী। আজ তোমার মেয়ে সঞ্চারী আর আমার ছেলে মেঘমল্লারের জন্মদিন—সেই জন্মদিনের আনন্দ অনুষ্ঠান তুমি কি ঝগড়া অশান্তি করে নষ্ট করে দিতে চাও?

পিনাকি। না—না মায়াবৌদি—আমি আর কিছু বলছি না। আপনারা আনন্দ করুন—আনন্দ—হাঃ হাঃ হাঃ—

মায়াবতী। চুপ কর অরুণা, চোখের জল মোছ।

লক্ষ্মীকান্ত। কি রে পিনাকি, আসানসোল থেকে কোন খবর এসেছিল?

পিনাকি। হ্যাঁ—একটু আগে একটা ফোন এসেছিল—ব্যাপারটা শুনে আমি ম্যানেজারকে কি করতে হবে বলে দিয়েছি।

লক্ষ্মীকান্ত। তাহলে এখন আর কারখানায় কোন ঝামেলা নেই তো?

পিনাকি। না—না বন্ধু, কারখানা ঠিক ঠাক চলছে।

মায়াবতী। তাহলে আসানসোল যেতে হচ্ছে না তো?

পিনাকি। না মায়াবৌদি, আমাদের আসানসোল যাওয়ার কোন দরকার নেই—আজ আমরা ছেলে মেয়ের জন্মদিনে সবাই মিলে আনন্দ করবো।

লক্ষ্মীকান্ত। যাক বাবা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

[হঠাৎ পিনাকির মোবাইল ফোন বেজে ওঠে, পিনাকি ফোন ধরে বলে]

পিনাকি। হ্যালো—হ্যালো—

লক্ষ্মীকান্ত। কার ফোন ?

পিনাকি। আসানসোল থেকে ম্যানেজার বাবু ফোন করেছে—হ্যাঁ আমি পিনাকি চৌধুরী বলছি—আবার কি হলো, কি বললেন—কারখানায় নতুন করে ঝামেলা শুরু হয়েছে—শ্রমিকরা তাদের দাবি না মেটা পর্যন্ত কাজ করবে না—

লক্ষ্মীকান্ত। আমাকে দে পিনাকি।

পিনাকি। ম্যানেজারবাবু লক্ষ্মীকান্তকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন—নে কথা বল—[ফোন দেয়]

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যালো—আমি লক্ষ্মীকান্ত রায় বলছি—বলুন কি ব্যাপার—কি বললেন—শ্রমিকরা কারখানার অফিস ভাঙচুর করেছে—আপনি কি করছেন—পুলিশ ডাকতে পারেন নি—কারখানার সিকিউরিটি গার্ডগুলো কি করছিল ? এ্যাঁ—সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে শ্রমিকদের মারামারি লেগে গিয়েছিল—থানা থেকে পুলিশ এসে থামিয়ে দিয়েছে—কি বললেন—শ্রমিকরা মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চায়—তাই আমাকে আজই আসানসোল যেতে হবে ?

পিনাকী। না—না আজ তোর আসানসোল যাওয়া হবে না। আজ তোর ছেলে মেঘমল্লার আর আমার মেয়ে সঞ্চারীর জন্মদিন—সে সব ফেলে যাওয়া যায় নাকি! কাল সকালে কিছু একটা করা যাবে।

লক্ষ্মীকান্ত। কি বললেন, শ্রমিকরা ক্ষেপে গেছে—আজ রাত্রেই ওদের সঙ্গে মিটিংএ না বসলে কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেবে—আপনাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে—দেওয়াচ্ছি হুমকি—আমি তিল তিল করে সন্তানের মত যে কারখানাটা বড় বড় করে তুলেছি সেটা পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে—না—

আমি বেঁচে থাকতে তা ওরা পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ম্যানেজার, আমি যাচ্ছি—আজ রাত্রেই ওদের সঙ্গে মিটিংএ বসতে চাই। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি যাচ্ছি—

সকলে। কি হলো—

লক্ষ্মীকান্ত। এখুনি আসানসোল যেতে হবে নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মায়াবতী। কি বলছো ?

পিনাকি। জন্মদিনের উৎসব আজ হবে না মায়াবৌদি, আগে আমরা কারখানার ঝামেলা মিটিয়ে আসি তারপর উৎসব।

লক্ষ্মীকান্ত। তোর যাওয়ার কোন দরকার নেই পিনাকি।

পিনাকি। কি বলছিস লক্ষ্মীকান্ত—কারখানার এত বড় বিপদ আর আমি তোকে একলা বিপদের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে মেয়ে মানুষের মত চুপ চাপ ঘরে বসে থাকবো !

লক্ষ্মীকান্ত। শ্রমিকরা ক্ষেপে আছে। তোরও মাথা গরম। কাজেই এই অবস্থায় তুই ওখানে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

পিনাকি। তাই বলে তুই একা যাবি ?

লক্ষ্মীকান্ত। কোন চিন্তা নেই বন্ধু—আমি সব ম্যানেজ করে নেবো।

মায়াবতী। কি গো, তুমি সত্যিই এখুনি বেরুবে।

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যাঁ মায়াবতী, তোমরা সাবধানে থাকবে। অন্তরা কোথায় অন্তরা ?

মায়াবতী। দীপক আর অন্তরা বাগানে খেলা করছে।

লক্ষ্মীকান্ত। পিনাকি, ওদের খেয়াল রাখবি !

পিনাকি। তুই সাবধানে যাবি লক্ষ্মীকান্ত। আজ সারারাত আমি দুঃশ্চিন্তায় ঘুমতে পারবো না।

লক্ষীকান্ত। কোন চিন্তা নেই, আমি আসছি মায়া।

মায়াবতী। দুর্গা—দুর্গা—

[আগে লক্ষীকান্ত পিছনে মায়া বাচ্ছাকে নিয়ে চলে যায়]

অরুণা। আহারে! বাড়ীতে এত আনন্দ হৈ চৈ ছেড়ে লক্ষীকান্ত বাবুকে কারখানার ঝামেলা মেটাতে আসানসোল চলে যেতে হলো—আমার খুব খারাপ লাগছে গো—খুব খারাপ। [চোখের জল মোছে]

পিনাকি। আহারে—তাহলে আমি যাই বন্ধুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি—

অরুণা। যাও—হাঃ হাঃ হাঃ—

পিনাকি। হাঃ হাঃ হাঃ—

অরুণা। কি হলো রে মায়াবতী—প্রতিজ্ঞা তোর পূর্ণ হলো? আমাদের বুদ্ধির জালে তোর স্বামীকে ধরা পড়তেই হলো কিনা।

পিনাকি। সত্যি অরুণা—তুমি যা অভিনয় করলে না—ইচ্ছা করছে তোমাকে এখুনি আদর করে জড়িয়ে ধরে—

অরুণা। [সরে গিয়ে] না—এখুনি আনন্দে ঘটি হারিয়ে ফেলো না—

পিনাকি। অরুণা।

অরুণা। আগে শত্রু শেষ হোক, পথের কাঁটা তুলে ফেলে দাও। সন্তান গরবে গরবিনী মায়াবতীর—মায়ের কোল শূন্য করে দাও—তারপর। বুঝতে পেরেছো—হাঃ হাঃ হাঃ। [চলে যায়।]

পিনাকি। হাঃ হাঃ হাঃ—রায় এ্যাণ্ড চৌধুরী কোম্পানীর বারো আনার মালিক! তুমি কি জানো—আজ তুমি কোথায় যাচ্ছো? আসানসোল? না—না—পৃথিবীর বাইরে। আমার লরি ড্রাইভারকে বলা আছে—সে ঠিক সময়ে তার লরিটা তোমার কণ্টেসার ওপর চাপিয়ে দিয়ে একটু কোণঠাসা করে

দেবে। তারপর রায় চৌধুরী কোম্পানী হবে দুই চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানী। এই রায় চৌধুরী কুটীরটা হয়ে যাবে চৌধুরী কটেজ। তার আগে আজ নিশুতি রাতের অন্ধকারে, তোমার সন্তানের মায়ের কোল থেকে বাচ্ছাটাকে কেড়ে নিয়ে তাকে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে এই পিনাকী চৌধুরী অবশ্যই করে দেবে মায়ের কোল শূন্য। হাঃ হাঃ হাঃ—

[অদূরে দাঁড়িয়ে সন্তান কোলে মায়া কথাগুলো শুনছিল। পিনাকি চলে গেলে মায়া এসে আর্তনাদ করে বলে]

মায়াবতী। না—তা তুই পারবি নারে জানোয়ার—মায়ের কোল শূন্য করতে পারবি না। মাথার ওপর ভগবান আছে—তুই আমার স্বামীরও কোন ক্ষতি করতে পারবি না। কিন্তু এই মেঘকে আমি কি করে রক্ষা করব? ঠিক এই মুহূর্তে এখানে যে আমার কেউ নেই। আছে—একজন আছে, সে আমাদের যুধিষ্ঠির, আমার স্বামীর বিশ্বস্ত কাজের লোক। সে আজ কাজে আসেনি। শুনেছি, তার নাতীর নাকি খুব অসুখ। তবু আমি মেঘকে নিয়ে তার বাড়ীতেই যাব—তার কাছেই যাব—যুধিষ্ঠির—

[মায়াবতী ছুটতে থাকে। আলো নেভে]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্মশান ঘাটের পথ

[কাঁথা চাপা দেওয়া মরা নাতীকে বাঁ হাতে বুকে চেপে ধরে, ডান হাতে কোদাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঝাকড়া চুল, হাঁটু অবধি ধুতি,ছেঁড়া জামা গায়ে যুধিষ্ঠির বলতে বলতে আসে]

যুধিষ্ঠির। যাচ্ছি—যাচ্ছি গো বৌমালক্ষ্মী—আমি এখনি ছুটতে ছুটতে তোমার কাছে যাচ্ছি—[থমকে দাঁড়িয়ে] একি—আমি কোথায় এলাম ! আমি কি পাগল হয়ে গেছি—নাহলে আমি কি করে ভুলে গেলাম যে মরা নাতী পেল্লাদকে বুকে নিয়ে আমি শ্মশান ঘাটে যাচ্ছি ! কিন্তু হঠাৎ বৌমালক্ষ্মীর ডাকই বা আমি শুনতে পেলাম কেন ! আসলে বাবুদের বাড়ী কাজ করি তো—এটা সেটা পাঁচ রকম পাঁচটা কাজ করবার জন্যে সারাদিন বৌমালক্ষ্মী কতবারই তো আমার নাম ধরে ডাকে—হয়তো সেই ডাক এখনও আমার কানে বাজছে—

[শেয়াল ডাকে, প্যাঁচা ডাকে, যুধিষ্ঠির মরা নাতীকে কাঁদতে-২ বলে]

যুধিষ্ঠির। শেয়াল ডাকছে, প্যাঁচা ডাকছে, শ্মশান ঘাটে শুয়ে থাকতে তোর ভয় করবে না পেল্লাদ ? চার মাস আগে তোর বাবা মা একসঙ্গে কলেরায় মারা গেছে—চার মাস পরে তুইও তাদের কাছে চলে গেলি ! কেন, এই বুড়ো আদর যত্ন ভালো লাগলো না বুঝি ? উত্তর দে রে পেল্লাদ—

[আবার শেয়াল ডাকে, প্যাঁচা ডাকে শকুন ডাকে, যুধিষ্ঠির বলে]

যুধিষ্ঠির। বাঃ-বাঃ-বাঃ—শেয়াল শকুনি গুলোর কি আনন্দ—যুধিষ্ঠির দাসের এক বছরের মরা নাতীর কচি নরম মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবি তাই

না ? না—খেতে আমি দেব না। এই দেখ কোদাল নিয়ে এসেছি—নিজের হাতে এই কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাটির নীচে আমি আমার নাতীকে শুইয়ে দেব, তোরা উপোস করে ফিরে যাবি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[দূর থেকে মায়াবতী ডাকে]

মায়াবতী। যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির। আবার সেই ডাক ! কাক জ্যোৎস্না রাতের ভোরবেলায় এই শ্মশান ঘাটের পথে কি কারণে বৌমালক্ষ্মী আমাকে ডাকছে—

[কালো চাদর মুড়ি দিয়ে মেঘকে কোলে নিয়ে মায়াবতী এসে বলে]

মায়াবতী। যুধিষ্ঠির—কই যুধিষ্ঠির—কোথায় যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির। একি বৌমালক্ষ্মী, আপনি !

মায়াবতী। হ্যাঁ যুধিষ্ঠির আমি—আমি ভীষণ একটা বিপদে পরে তোমার বাড়ীর দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম—কিন্তু পথেই শুনতে পেলাম একদল লোক বলা কওয়া করছে—যুধিষ্ঠিরের নাতী মারা গেছে—

যুধিষ্ঠির। আপনি ঠিকই শুনেছেন বৌমালক্ষ্মী। এই দেখুন—এই পোড়া কপাল যুধিষ্ঠিরের কোলে কেমন করে চির ঘুমে ঘুমিয়ে আছে তার বাপমরা, মা, মরা, আদরের নাতী পেল্লাদ।

মায়াবতী। ঈশ্বর যাকে রক্ষা করে তাকে কে মারতে পারে ?

যুধিষ্ঠির। এ আপনি কি কথা বলছেন বৌমালক্ষ্মী !

মায়াবতী। তোমার নাতী মারা যায়নি যুধিষ্ঠির—মারা গেছে আমার মেঘমল্লার।

যুধিষ্ঠির। কি বললেন—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন !

মায়াবতী। এখনও হইনি। তবে তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর

আমার স্বামী তো বিপদের মুখে পড়েছেই—আজ রাত শেষ হবার আগেই শয়তান পিনাকি চৌধুরী আমার মেঘকে মেরে এই হতভাগিনী মায়ের কোল শূন্য করে দিয়ে আমাকে পাগল করে দেবে।

যুধিষ্ঠির। না—এই যুধিষ্ঠির দাস বেঁচে থাকতে বেইমান পিনাকি চৌধুরী আমার এই দাদুভাইয়ের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না।

মায়াবতী। যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠিরের এই মরা নাতী আর একবার মরবে। ওই খোকাবাবু আমার কোলে বেঁচে উঠবে যুধিষ্ঠির চাকরের নাতী পেল্লাদ হয়ে।

মায়াবতী। পেল্লাদ!

যুধিষ্ঠির। দিন আপনার ছেলের জামা কাপড় খুলে আমার মরা নাতির গায়ে পরিয়ে দিন—

মায়াবতী। ঠিক বলেছো যুধিষ্ঠির, ঠিক বলেছো—

[মায়াবতী মেঘের জামাকাপড় খুলে সেই জামা প্যান্ট মৃত বাচ্চার গায়ে পরিয়ে কোলে তুলে নেয়।]

মায়াবতী। এই ঘটনা যেন কেউ জানতে না পারে।

যুধিষ্ঠির। কেউ জানতে পারবে না।

মায়াবতী। তোমার পাড়ার লোক, বাড়ীর আশেপাশের লোক যদি এই ঘটনাটা জানতে পারে?

যুধিষ্ঠির। আমি পাড়াতেও যাব না, এখানকার বাড়ীতেও যাব না। আজ এখনি এখান থেকেই আমি এই পেল্লাদকে নিয়ে গাঁয়ের সেই ভাঙা বাড়ীতে ফিরে যাব।

মায়াবতী। আমার মেঘমল্লারকে নিয়ে কবে তুমি ফিরে আসবে?

যুধিষ্ঠির। যেদিন আপনি আর বড়বাবু আমাকে ফিরে আসতে বলবেন।

মায়াবতী। লোভে পড়ে বেইমানি করবে নাতো?

যুধিষ্ঠির। বৌমালক্ষ্মী—ঈশ্বর বেইমানি করলেও করতে পারে—কিন্তু এই চাকর যুধিষ্ঠির কোনদিন বেইমানি করবে না—কোনদিন না—কোনদিন না।

মায়াবতী। আঃ কি শান্তি! শয়তান পিনাকি চৌধুরী—তুই আর মায়ের কোল শূন্য করতে পারবি না।

[যুধিষ্ঠির মেঘমল্লারকে নিয়ে ও মায়াবতী মৃত প্রহ্লাদকে নিয়ে দু' পথে যাবার ভঙ্গিতে ছবি হয়, আলো নেভে]

চতুর্থ দৃশ্য

রায় চৌধুরী বাগান

[মাতাল পিনাকি চৌধুরী বাচ্চা সহ মায়াবতীকে টানতে টানতে নিয়ে আসে]

মায়াবতী। ছেড়ে দে আমার হাত ছেড়ে দে জানোয়ার—

পিনাকি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মায়াবতী। হাসতে তোর লজ্জা করছে না জানোয়ার, একটু আগেও তুই আমার স্বামীর কাছে ভালো মানুষের অভিনয় করে কত ভাল ভাল কথা বলে তাকে আসানসোল পাঠিয়ে দিলি—

পিনাকি। আসানসোল নয় সুন্দরী, আমার লড়ির ড্রাইভার এতক্ষণ তাকে পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মায়াবতী। আঃ—না—আমি ভাবতে পারছি না—যে তোর এত উপকা[illegible] করেছিল তুই তাকে প্রাণে মেরে ফেললি!

পিনাকি। প্রাণে না মারলে যে আমি সব কিছুর একমাত্র মালিক হতে পারতাম না সুন্দরী, তোমার দর্প অহংকারও আমি চুর্ণ করতে পারতাম না।

মায়াবতী। সর্বনাশ হবে—তোর মাথায় বাজ পড়বে। ভগবান এত পাপ সহ্য করবে না রে জানোয়ার—

পিনাকি। তাহলে জানোয়ারের থাবায় তোর বাচ্ছাটাই প্রথমে শেষ হয়ে যাক। [বাচ্ছাটা কেড়ে নেয়]

মায়াবতী। [মিথ্যে কান্নার ভঙ্গিমা] না—

[বাচ্ছাটা যে মেঘমল্লার নয় এবং বাচ্ছাটা মৃত—সেটা নেশার ঘোরে পিনাকি বুঝতে পারে না তাই বাচ্ছাটার গলা টিপে ধরে]

পিনাকি। আহারে····আমার বন্ধুর বড় আদরের সন্তান এই মেঘমল্লার—এখন সে মল্লার রাগে খেয়াল গাইছে। এবার আমি মেঘ রাগ আলাপ করে তোর যৌবনের দীঘিতে বর্ষা নামাব। [মৃত বাচ্ছাটা নামিয়ে রাখে]

মায়াবতী। পারবি না—পারবি নারে জানোয়ার—আমি নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।

পিনাকি। তার চেয়ে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়—এই বুকে আছে কামনার সাগর—অথৈ পানি—শুধু উথাল পাথাল ঢেউ—

মায়াবতী। কে আছো বাঁচাও—

পিনাকি। কি—চিৎকার করে লোক ডাকবি—আমার সব কথা বলে দিবি—তাহলে তোর বাচ্ছাটা তো মরেছেই—এবার তুইও মর—

[পিনাকি মায়ার গলা টিপে ধরে, মায়াবতী মারা যায়।
চাকর বানেশ্বর এসে বিভৎস দৃশ্য দেখে বলে]

বানেশ্বর। ছোটবাবু! আপনি বৌদিমণিকে গলাটিপে—

পিনাকি। না—সাপে কেটে—

বানেশ্বর। সাপে কেটে!

পিনাকি। [এক গোছা নোট বানেশ্বরের মুখে চেপে ধরে বলে] হ্যাঁ—সাপে কেটে একসঙ্গে মারা গেছে মায়াবতী এবং তার ছেলে মেঘমল্লার।

বানেশ্বর। ছোটবাবু!

পিনাকি। ঠিক এই কথাটাই সবাই শুনবে, সবাই জানবে। এ ছাড়া যদি [illegible] কথা আমি কারও মুখে শুনতে পাই তাহলে—[রিভলবার বার করে [illegible]নেশ্বরের মাথায় ঠেকায়] হাঃ-হাঃ-হাঃ—বুঝতে পারছো?

বানেশ্বর। আজ্ঞে—হ্যাঁ ছোট বাবু, বুঝতে পেরেছি।

পিনাকি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমার প্রিয় বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত আগেই লরির [illegible]লায় চলে গেছে—মায়াবতীও মায়া কাটালো—মেঘমল্লার রাগ আমি তেহাই [illegible]য়ে থামিয়ে দিলাম। বাকী থাকলো তিন বছরের বাচ্ছা মেয়ে অন্তরা—[illegible]বয়তে আমি আমার ছেলে দীপকের সঙ্গে অন্তরার বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তির [illegible]চ্ছত্র মালিক হব। তাছাড়া সবাইকে একসঙ্গে মারলে লোকেই বা বলবে [illegible]! যে যাই বলে বলুক—আসল আমি তো—

বানেশ্বর। ধর্মভীরু লোক ছোটবাবু।

পিনাকি। হ্যাঁ—ভীষণ ধর্মভীরু।

পিনাকি। [আবার দু'গোছা টাকা বানেশ্বরের মুখে চেপে ধরে বলে] শোন [illegible]নেশ্বর—এই বাচ্ছাটাকে আমি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছি—এই মায়াবতীর [illegible]টাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাগান বাড়ীতে পুঁতে দিবি।

তারপর সেই লাস পোঁতা জায়গাটার ওপর লাগিয়ে দেবে একটা শিউলী গাছে চারা। আহারে মেঘমল্লার—তোর মা যে শিউলী ফুল বড্ড ভালবাসতো—

বানেশ্বর। ছোটবাবু!

পিনাকি। সেই শিউলী গাছটা একদিন বড় হবে, থোকা থোকা ফুল ধরবে তারপর সেই ফুল টুপটাপ করে ঝরে পড়বে মাটির বুকে—হাঃ হাঃ হাঃ—

[বানেশ্বর মৃত মায়াবতীর হাত দুটো ধরে নিয়ে যাবার ভঙ্গিতে এবং পিনাকি মৃত বাচ্ছাটাকে নিয়ে যাবার ভঙ্গিতে ছবি হয়, আলো নেভে]

কুড়ি বছর পর

পঞ্চম দৃশ্য

চৌধুরী বাগান

[কুড়ি বছর পার হয়ে গেছে, তাই কুড়ি বছর আগের মানুষ গুলোর চেহারায় বয়স বাড়ার ছাপ। চোরের মত কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে এক পা খোঁড়া লক্ষ্মীকান্ত আসে তার চোখ মুখ বিভৎস জামা কাপড় ছেঁড়া চুল, উস্কো খুস্কো সে এদিক ওদিক চেয়ে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি মরিনি—আমাকে তুই মেরে ফেল পারিস নিয়ে শয়তান পিনাকি চৌধুরী। আজ থেকে কুড়ি বছর আ

আসানসোল যাবার পথে আমার কনটেসা গাড়ীটার ওপর লড়ি চাপিয়ে দিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল শয়তান পিনাকি চৌধুরী। এ্যাক্সিডেন্টের পর আমি মরে গেছি ভেবে লড়ির ড্রাইভার আমার মৃতপ্রায় শরীরটা নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় একজন মাঝির সহৃদয়তায় আমি বেঁচে যাই। সেই মাঝি আমার চিকিৎসা করেছিল—জ্ঞান ফিরে আসার পর আমি আমার নাম ঠিকানা পরিচয় সব ভুলে গিয়েছিলাম। মাঝিদের সঙ্গে নৌকায় নৌকায় কত জায়গা ঘুরতাম—হঠাৎ একদিন ঝড় উঠলো, আমার চোখের সামনে একটা নৌকা নদীতে ডুবে গেল—সেই দৃশ্য দেখে আমি মাথা ঘুরে নৌকার মধ্যে পড়ে গেলাম—মাঝিরা তীরে নৌকা ভিড়িয়ে আমার চোখে মুখে জল দিল—আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে আশ্চর্য্য হলাম—আমার নাম ঠিকানা পরিচয় সব মনে পড়ে গেল। আমি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করলাম—আমি লক্ষ্মীকান্ত রায়, আমি এখানে কি ভাবে এলাম। মাঝিরা আমার সব ঘটনা খুলে বলল। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু কোথায় আমার বাড়ি! আমার রায়চৌধুরী ভবন আজ শুধু চৌধুরী কটেজ হয়ে গেছে, রায় চৌধুরী কোম্পানী হয়ে গেছে চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পানী। তাহলে আমি এখন কোথায় যাব? বাড়ি ফিরে গেলে শয়তান পিনাকি আমাকে খুন করবে। তাহলে—হ্যাঁ, আমি লুকিয়ে থাকবো।

[নেপথ্যে অন্তরার হাসি শোনা যায়]

লক্ষ্মীকান্ত। কার হাসির শব্দ পেলাম, তবে কি ভোরবেলায় বাগানে কেউ ফুল তুলতে আসছে? কে আসছে? না না আমার এখানে থাকা ঠিক হবে না, আমি পালাই না হলে এখুনি ধরা পড়ে যাব— [কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে চলে যায়।

[দু'হাতে শিউলী ফুল নিয়ে চুড়িদার পরে অন্তরা আসে। মায়াবতী ও অন্তরা একই রকম দেখতে তাই দুটি চরিত্রে একজন অভিনেত্রীই অভিনয় করবেন]

অন্তরা। আঃ—বাগানের শিউলী গাছের তলায় কত শিউলী ফুল পড়ে ছিল আমি ফুল গুলো কুড়িয়ে নিলাম—আঃ কি সুন্দর গন্ধ।

[অন্তরা গেয়ে ওঠে]

গান

শিশির ভেজা শিউলি ফুলের
মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে
কাঁপন লাগে
বুকে কাঁপন লাগে।

[চোস্ত পাঞ্জাবী পরে আবীর এসে বলে]

আবীর। অন্তরা, এ তুমি কি গান গাইছো!

অন্তরা। না—মানে—আবীরদা! ভোরবেলায় আপনি এখানে!

আবীর। নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার গান শুনতে পেয়ে এদিকেই চলে এলাম।

অন্তরা। কিন্তু—

আবীর। না অন্তরা—কিন্তুর আড়াল দিয়ে তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চেও না।

অন্তরা। না মানে—

আবীর। না—না কোন কারণেই তুমি কখনও এ গান গাইবে না। পিনাকি বাবুকে লুকিয়ে আজ প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল, তুমি আমার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখছো। বিভিন্ন রাগ রাগিনীর ওপর তোমাকে তালিম দিচ্ছি। সেই তুমি কিনা—না—না—আমি ভাবতেই পারছি না।

অন্তরা। আমি সহজ সস্তা গান গেয়েছি বলে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে তাই না?

আবীর। তা হবে না কষ্ট! তুমি আর পিনাকি বাবুর মেয়ে সঞ্চারি যে আমার প্রিয় ছাত্রী। বিশেষ করে তোমাকে নিয়ে যে আমি অনেক স্বপ্ন দেখি।

অন্তরা। কি স্বপ্ন দেখেন আবীরদা?

আবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—সে কথা এখানে বলা যাবে না।

অন্তরা। আবীরদা!

আবীর। আজ তুমি একটু আগেই আমাদের বাড়ী যাবে। এতদিন তোমাকে আমি যে কথা বলব বলব করে বলতে পারিনি, আজ সেই কথাটা বলব। [প্রস্থানোদ্যত]

[একই পথে নীলাদ্রি আসে ধাক্কা লাগে, নীলাদ্রি বলে]

নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—স্যরি, আপনার সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগে গেল। অন্তরা, কে এই ভদ্রলোক?

অন্তরা। সেই যে—তোমাকে আমি যে গানের মাষ্টার মশাইয়ের কথা বলেছিলাম, উনিই তিনি।

নীলাদ্রি। আরে, আপনিই আবীর বাবু! হ্যালো—গুড মর্ণিং আবীর বাবু।

আবীর। মর্ণিং। অন্তরা, ওনার সঙ্গে তো আমার পরিচয় করিয়ে দিলে না।

অন্তরা। না—মানে—উনি—

নীলাদ্রি। থাক, থাক অন্তরা। অমন লজ্জা জড়িত কণ্ঠে তোমাকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজেই আমার পরিচয় দিচ্ছি আবীর বাবু। আমার নাম নীলাদ্রি ব্যানার্জী, রেকর্ড এ্যাণ্ড ক্যাসেট কোম্পানীর প্রোপাইটার।

আবীর। ও—আপনিই সেই বিখ্যাত বিজনেসম্যান মিষ্টার ব্যানার্জী।

নীলাদ্রি। সেই সঙ্গে আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই। কথাটা শুনলে আপনি খুব খুশি হবেন। আগামী বছরে আমি অন্তরাকে বিয়ে করছি। আপাততঃ আমি আপনার ছাত্রী অন্তরা রায়ের ভাবী স্বামী। কি খুশি হয়েছেন তো ?

আবীর। এ্যাঁ—হ্যাঁ—দারুণ খুশি হয়েছি, এত খুশী হয়েছি যে মুখের ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারছি না। নীলাদ্রি বাবু ! আমি চলি। নমস্কার।

[আবীর চলে যায়

নীলাদ্রি। নমস্কার।

অন্তরা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আবীরদা একটা পাগল।

নীলাদ্রি। অন্তরা !

[নীলাদ্রি অন্তরাকে কাছে টানে অন্তরা ছিটকে গিয়ে নাচের ছন্দে গেয়ে ওঠে।]

গান

শিশির ভেজা শিউলি ফুলের
মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে
কাঁপন লাগে
ঘ্রকে কাঁপন লাগে।

নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কাঁপন তো লাগবেই অন্তরা।

গীতাংশ

ফুল যে টোপা টোপা
এতে সাজাই যদি খোঁপা
তখনই আমেজে আমার
ঘুমে ঘুমে নেশা লাগে।।

অন্তরা ও নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[একে অপরে কাছাকাছি হয়। শাড়ী পরে সঞ্চারি এসে বসে]

সঞ্চারি। এই যে—একেবারে একাকার হয়ে যাবেন না, একটু দূরে দূরে থাকুন। কারণ—

অন্তরা ও নীলাদ্রি। কারণ ?

সঞ্চারি। আমার শ্রদ্ধেয় বাবা পিনাকি চৌধুরী, আদর্শ গুণবতী মা অরুণা দেবী এবং আমার ভাস্কোডাগামা মার্কা দাদা দীপক চৌধুরী যদি হঠাৎ আপনাদের এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে কেসটা একেবারে কালিকট বন্দর হয়ে যাবে।

অন্তরা ও নীলাদ্রি। সঞ্চারি !

সঞ্চারি। অন্তরাদি, তুই তাড়াতাড়ি বাগান থেকে বাড়ী চলে যা। রাণী রাসমণি মা আমার বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলছে—কই রে অন্তরা—আমাকে চা দিয়ে যা।

অন্তরা। সর্বনাশ ! কাকীমার ঘুম ভেঙে গেছে ! আমি যাচ্ছি নীল। বিছানায় বসে চা না পেলে কাকীমা আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দেবেন।

নীলাদ্রি। তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন অন্তরা ?

অন্তরা। নীল, ভয়ে ভয়ে যার জীবনের এত গুলো দিন কেটে গেছে সেকি আর এত সহজেই নির্ভয় হতে পারে। যদি আমার মা বাবা বেঁচে থাকতো বেঁচে থাকতো আমার একমাত্র ভাই মেঘমল্লার, তাহলে কি আমাকে ভয় করতে হতো ?

[চলে যায়।

নীলাদ্রি। শোন—শোন অন্তরা—আজ তুমি আবীর বাবুর বন্ধুর কাছে গান শিখতে যাচ্ছো তো—

সঞ্চারি। কেন মশাই—আপনিও কি যাবেন নাকি ?

নীলাদ্রি। কেন, তোমার কি আপত্তি আছে ?

সঞ্চারি। পাগল না মাথা খারাপ! আমি তো জানি।

নীলাদ্রি। কি জানো? [অন্তরার যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে]

সঞ্চারি। ফুল যত গভীর অরণ্যেই ফুটুক না কেন, মৌমাছি ঠিক সেখানে হাজির হয়ে যাবে। কি হলো, ওদিকে তাকিয়ে কেন? এদিকে তাকান। ওদিকে কি নেশা আছে?

নীলাদ্রি। শুধু নেশা নয় আঠা আছে।

সঞ্চারি। কিসের আঠা?

নীলাদ্রি। কাঁঠালের।

সঞ্চারি। সেই জন্যেই বুঝি ভালবাসা কাঁঠালের আঠা বিরহের তেল দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন জামাইবাবু?

নীলাদ্রি। কি বললে!

সঞ্চারি। অন্তরাদির সঙ্গে যখন আপনার বিয়ে হবেই, তখন আগে থেকেই আমি জামাইবাবু বলে ডাকলাম। আমার বাবা মা দাদা মানুষ নয়, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই অমানুষদের অত্যাচারের, লাঞ্ছনার, বঞ্চনার খোঁচা ভেঙে আপনার গানের পাপিয়াকে আপনি বউ করে ঘরে নিয়ে যান। বিয়ের পরে শালীকে মনে রাখবেন তো জামাইবাবু?

নীলাদ্রি। নিশ্চয়ই মনে রাখব।

[সঞ্চারি নৃত্যের ছন্দে গেয়ে ওঠে]

গান

(সদ্য ফোটা) পদ্ম পেলে কেউ কি
কাগজ ফুলের গন্ধ শোঁখে কেউ কি
আয়নায় মুখ দেখে যে
সেঁক আর ভুল করে গো
নদীর জলে ছায়া দেখে কেউ কি?

নীলাদ্রি। সঞ্চারি, আমি চলি— [প্রস্থানোদ্যত]

সঞ্চারি। তাহলে বলি? [বাধা দিয়ে]

নীলাদ্রি। কি?

গীতাংশ

লজ্জা কেন জামাইবাবু
তুমি হবে দিদির বর
বুঝেছো নাকো বাকি কথা
মাথায় কি আছে গোবর?

নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—বুঝেছি—বুঝেছি—

সঞ্চারি। কি বুঝেছো?

নীলাদ্রি। তোমার অন্তরাদিকে বলব। এখন চা খেতে চললাম।

[সঞ্চারি গেয়ে ওঠে]

গান

ও জামাইবাবু জলসাবু
একলা খেও না—

নীলাদ্রি। খেলে কি হবে?

গীতাংশ

জানলা দিয়ে বউ পালাবে
দেখতে পাবে না।

সঞ্চারি। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [চলে যায়]

নীলাদ্রি। অদ্ভুত মেয়ে ওই সঞ্চারি। কত বড়লোকের মেয়ে অথচ কত সাধারণ! দেখলে মনে হয় একেবারে গাঁয়ের মেয়ে—

[নীলাদ্রি চলে যেতে যায়। কলসী কাঁখে ছ'আনি এসে বলে]

ছ'আনি। ও জামাইবাবু—শুনুন।

নীলাদ্রি। আরে ছু'আনি, তুমিও আমাকে জামাই বাবু বলছো!

ছু'আনি। কেন বলব না! আমি যে গাছের আড়াল থেকে শুনলাম ছোটদিমণি আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকছিল। তাই আমিও জামাইবাবু বললাম।

নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু শোন—

ছু'আনি। বলুন জামাইবাবু।

নীলাদ্রি। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তুমি যা দেখেছো শুনেছো সে কথা যেন কাউকে বলো না, কেমন।

[চলে যায়।

ছু'আনি। এমন সুন্দর মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বড়দিমণি শিউলী ফুল কুড়তে এসে কত কাঁদেন আর উনিও এসে কত মজার মজার কথা বলে বড়দিমণিকে আরও হাসান। আর মুখপোড়া পেল্লাদ—নিজেও হাসে না, আমাকেও হাসতে দেয় না। দেখি গেল কোথায় ছোঁড়াটা—

[ছু'আনি যেতে যায়। প্রৌঢ় বানেশ্বর এসে বলে]

বানেশ্বর। এ্যাই—এ্যাই ছু'আনি। কোথায় যাচ্ছিস?

ছু'আনি। আমি—জ—জল আনতে দাদু।

বানেশ্বর। জল আনতে যাচ্ছিস তো রায় বাগান দিয়ে কেন?

ছু'আনি। ওই যে—ফু—ফুল।

বানেশ্বর। ফুল।

ছু'আনি। শি—শিউলী ফুল। দুটো শিউলী ফুল কুড়ব বলে এদিকেই এলাম।

বানেশ্বর। তোকে না কতদিন বলেছি যে ভোরবেলায় রায় বাগানের শিউলী তলায় ফুল কুড়তে যাবি না।

ছু'আনি। গেলে কি হবে দাদু?

বানেশ্বর। তখনই তো সে আসে।

ছু'আনি। কে আসে?

বানেশ্বর। সে তুই বুঝবি না। আজ থেকে পেরায় কুড়ি বছর আগে যাকে আমি নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে মাটির তলায়—

ছু'আনি। দাদু!

বানেশ্বর। সেই তো আসে। ওই ভাঙা মন্দিরের মাথার ওপর যখন পোয়াক তারা ওঠে, চণ্ডী মণ্ডপের ভেতর থেকে কাল প্যাঁচা উড়ে যায়—বকুল গাছের মগ ডালে বসে বাদুর গুলো যখন ডানা ঝাপটায় তখনই তো সে আসে।

ছু'আনি। দাদু!

বানেশ্বর। সে খিলখিল করে হাসে। ধুলোয় লুটোয় লাল পাড় গরদের শাড়ীর আঁচল, সে এলো চুলে সিঁদুর পরে ধোঁয়ার মত কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পাক খেতে খেতে হাসতে হাসতে এসে ওই শিউলী গাছটার সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

ছু'আনি। দাদু!

বানেশ্বর। না—না—আমার কোন দোষ ছিল না—তুমি বানেশ্বরকে ক্ষমা কর বৌমালক্ষী—আমি শুধু মাটি খুঁড়ে তোমাকে শুইয়ে দিয়ে ওই শিউলী গাছটা লাগিয়েছিলাম—আর আমি কিছু জানি না—আর কিছু জানি না—

[চলে যায়।

ছু'আনি। দুর দুর—দাদু যে কি ছাই পাঁস বলে আমি কিছুই বুঝতে পারিনা। আমি কোথায় পেল্লাদের কথা ভাবছিলাম—বুড়োটা এসে দিলে সব মাটি করে। সাতদিন হলো গাঁ থেকে এসেছে যুধিষ্ঠির দাদুর নাতি গোঁয়ার গোবিন্দ পেল্লাদ—আজ যদি দেখা হয় তাহলে এই শিউলী ফুল তার গায়ে ছুড়ে দিয়ে বড়দিমণির মত গাইব—

[ছু'আনি গেয়ে ওঠে]

গান

শিশির ভেজা শিউলী ফুলের
মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে
কাঁপন লাগে।

[গাঁজাখোর নিতাই গানের মধ্যে এসে গাঁজার কলকের টান দিয়ে বলে]

নিতাই। কোথায় লাগে—এ লাগে—কোথায় লাগে—

ছু'আনি। নেতাই, আবার তুই আমার পিছু নিয়েছিস! বলি—তোর কি ছিটে ফোঁটাও লজ্জা নেইরে গাঁজা খোর?

নিতাই। আছে—লজ্জা আছে বলেই তো তোর ঘাড় থেকে পেল্লাদের ভালবাসার ভূত ছাড়াবার জন্তে কামিক্ষে ওস্তাদকে ডেকে নিয়ে এসেছি।

ছু'আনি। কামিক্ষে ওস্তাদ! কোথায় সেই মুখ পোড়া?

[কাপালিকের মত সাজ পোষাক পরে কমণ্ডুল হাতে, কাঁধে ঝোলা, হাতে চিমটে নিয়ে আগে কামাক্ষা পিছনে বাদল আসে]

কামাক্ষা। [ছু'আনির মাথায় জল ছেটায়] ওঁ হ্রীং ক্রিং ক্রিং ওয়িং শ্রীং অল্লায় ফট। কার আজ্ঞে—

বাদল। কামরূপ কামাক্ষার আজ্ঞে।

ছু'আনি। আমোল মুখপোড়া কামিক্ষে ঠাকুর—তুমি আমাকে বশ করতে এসেছো? করাচ্ছি বশ—তুমি এখানে বস—আমি পেহলাদকে খবরটা দিয়ে জল দিয়ে এখনি ফিরে আসছি। হুঁ বশ করবে! [চলে যায়।

কামাক্ষা। অদ্ভুত কাণ্ড—কিম্ভূত কিমাকার কথাবার্তা। তুই জানিস ছুঁড়ী আমি এই অঞ্চলের ডাক সাইটে ওঝা? জলপড়া, তেলপড়া, বালিশপড়া, নুনপড়া, বংশ পরম্পরা আমি এই সব কম্ম করে আসছি।

নিতাই। কামাক্ষা ওস্তাদ, তুমি আমার কথা শোন।

কামাক্ষা। হিং টিং ছট—

নিতাই। এঁ্যা—

কামাক্ষা। ছটফট করিস না। পট পট করে ছাগলের মত কচি পাতা চিবিয়ে খাস না। ঝটপট একটা খোলাং কুচি কুড়িয়ে নিয়ে দু' জায়গায় দুটো গোল গোল ঘর কাট।

নিতাই। ঘর!

বাদল। ঘর গো নেতাইদা ঘর,—ওস্তাদজির হাত চালাবার ঘর।

নিতাই। এঁ্যা—তুমি হাত চালাতে জানো?

কামাক্ষা। বাদলা! আমি কি কি চালাতে জানি বলে দে।

বাদল। ওস্তাদ হাত চালাতে জানে, ঘটি চালাতে জানে, বাটি চালাতে জানে, আর জানে নল চালাতে।

কামাক্ষা। হেঃ-হেঃ-হেঃ—আরও কত কি চালাতে জানি। ঘর কাট—দুটো ঘর। একটা ঘর তোর আর একটা ঘর পেল্লাদের।

নিতাই। তুমি পেল্লাদকে চেনো!

বাদল। চেনে মানে—পেল্লাদকে চেনে, পেল্লাদের দাদুকে চেনে, চৌধুরী কটেজের মালিক পিনাকি চৌধুরীকে চেনে।

কামাক্ষা। কামরূপ কামিক্ষের আজ্ঞে, আমি এখানে নতুন এলেও সব লোককে চিনি। ঘর কেটেছিস?

নিতাই। হ্যাঁ।

কামাক্ষা। এবার আমি হাত চালিয়ে দেখব ছু'আনির ভালবাসা কোন ঘরে গিয়ে ওঠে।

নিতাই। এই ঘরটা আমার, ওই ঘরটা পেল্লাদের।

বাদল। ওস্তাদ! তুমি হাত চালাও।

কামাক্ষা। হাত তো চালাব—কিন্তু তুই রায় বাগান থেকে অনন্ত মূলের শেকড় তুলে নিয়ে এসেছিস ?

বাদল। না ওস্তাদ।

কামাক্ষা। কেন ?

বাদল। আমি শেকড় তুলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম বাগানের মধ্যে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওরে বাবারে বাবা—ভাগ্যিস যাইনি। গেলেই আমার ঘাড় মুটকে ধরতো। রাম রাম রাম রাম। [পুঁটলি রেখে চলে যায়]

নিতাই। ঠাকুর মশাই! সত্যিই ওখানে বাগানে ভূত আছে ?

কামাক্ষা। পং কং জং রং লং বং—ওসব কথা বাদ দে। আমি হাত চালাচ্ছি।

[কামাক্ষা ডান হাত মাটিতে পেতে ফুঁ দিয়ে মন্ত্র বলতে থাকে]

কামাক্ষা। ফুঁ—চল চল হাত চল দিন এলো রাত চল—চলাচল কোলা-হ'ল ফলা ফল সোজা চল—ফুঁ—কার আজ্ঞে কামরূপ কামাক্ষার আজ্ঞে। আবার চল থামিস না, ডাইনে চল এবার বাঁ হরির ঝি চণ্ডীর পা। ফুঁ—

[হাত নিতাইয়ের ঘরে গিয়ে ওঠে। কামাক্ষা বলে]

কামাক্ষা। মার দিয়ে কেল্লা, খুশি হোকে চেল্লা। নাকানি, চোপানি, হাঁপানি, ধোপানি, ছু'আনি ছুড়ী তোর ঘরে ঢুকে পড়েছে।

[নিতাই কামাক্ষাকে জড়িয়ে ধরে বলে]

নিতাই। ছু'আনি—আমার ছু'আনি।

কামাক্ষা। জং রং চং ছং—ছেড়ে দে শালা বিয়ে পাগলা, দেখতে পাচ্ছিস না আমি ব্যাটাছেলে।

নিতাই। তাও তো বটে। একটু আগে এক ছিলিম গাঁজা খেয়ে ছিলাম কিনা।

কামাক্ষা। ঠিক আছে। কাল এসে আমাকে এক পুরিয়া গাঁজা দিয়ে যাবি।

নিতাই। এই নাও টাকা—আমাকে বশ করার মাদুলি দাও।

কামাক্ষা। [অতি বড় একটা মাদুলী দেখিয়ে বলে] এই নে। এই মাদুলিটা কালো কাড়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে ছু'আনির সামনে গিয়ে দাঁড়াবি।

নিতাই। দাঁড়ালে কি হবে কামিক্ষে ঠাকুর ?

কামাক্ষা। জং রং যং বং হং হংস, ছু'আনি মাদি হাঁসের মত তোর সামনে এসে ডাকবে প্যাঁক প্যাঁক—তুই অমনি এই মাদুলিটা দেখিয়ে বলবি—দেখ দেখ। বুঝতে পেরেছিস ? হেঃ—হেঃ—হেঃ— [চলে যায়]

নিতাই। হিঃ—হিঃ—এবার কি হবে ছু'আনি—দাঁড়া মাদুলিটা কালো কাড়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে আসি—তারপর দেখাব মজা।

[ছু'আনি জল নিয়ে ফিরে এসে বলে]

ছু'আনি। কি মজা দেখাবিরে মুখপোড়া নেতাই ?

নিতাই। এখন বলব না—পরে। [চলে যায়]

ছু'আনি। আমরণ গাঁজাখোর ছোঁড়া, বশ করার ওষুধ দিয়ে মেয়ে মানুষকে বশ করবে। কামিক্ষে ঠাকুরটা গেল কোথায় ? সে মুখপোড়া পালিয়েছে। কিন্তু পেল্লাদকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ! ছুটি শিউলী ফুল পাড়ি গাছটা নাড়া দিয়ে।

[ছু'আনি যেতে যায়, খাটো ধুতি, চেক শার্ট, গলায় গামছা দিয়ে টাকনা হাতে প্রহ্লাদ এসে বলে]

প্রহ্লাদ। এ্যাই মেয়েটা! খবর্দ্দার তুই ওই শিউলী গাছটায় হাত দি[illegible] না।

ছু'আনি। হাত দিলে কি করবি রে পেল্লাদ?

প্রহ্লাদ। রায় বাগানের ঘাস চাঁচার মত তোকেও আমি চেঁচে ছু[illegible] ঝুড়িতে ভরে ওই আশ শ্যাওড়ার জঙ্গলে ফেলে দেব।

ছু'আনি। কেন রে পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ। ওই শিউলী গাছটা গাছ নয়। ওটা আমার দাদুর বৌম[illegible] লক্ষ্মী। আমি বলি—তোমার বৌমালক্ষ্মী আমার কে? দাদু বলে—তোর মায়ের মত, তুই রোজ সকালে সন্ধ্যেয় ওই মা গাছটাকে প্রণাম করবি।

ছু'আনি। তুই প্রণাম করিস?

প্রহ্লাদ। হ্যাঁ, রোজ সকাল বেলায় আর সন্ধ্যে বেলায়। শুধু তাই নয়—দাদুর কথা মত রায় বাগানটাকে আমি পরিস্কারপরিচ্ছন্ন করে রাখি, কাউকে আমি শিউলীফুল পারতে দিই না।

ছু'আনি। যদি বড়দিমণি ফুল পাড়তে আসে?

প্রহ্লাদ। বড়দিদিমণি! সে আবার কে?

ছু'আনি। অন্তরা দিদিমণি, অন্তরা দিদিমণি, যার বাবা মা ভাই কুড়ি বছর আগে মারা গেছে।

প্রহ্লাদ। বড়দিমণির বাবা মা দুজনেই মারা গেছে! আমারও তো বাবা মা দুজনেই মারা গেছে। বড়দিমণির সঙ্গে আমার জীবনের খুব মিল। আচ্ছা ছু'আনি—বাবা মায়েরা এমন করে মারা যায় কেন বলতো? তারা অনেকদিন বাঁচতে পারে না?

[দীপক এসে কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে]

দীপক। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওই পাগলা ছেলেটা কে রে ছু'আনি?

[প্রহ্লাদও দীপকের মত দাঁড়িয়ে বলে]

প্রহ্লাদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওই পাগলা ছেলেটা কেরে ছু'আনি?

দীপক। কি—এত সাহস তোর, তুই আমাকে পাগল বললি!

প্রহ্লাদ। তুই বা কোন সাহসে আমাকে পাগল বললি রে! কে তুই?

ছু'আনি। চুপ কর—চুপ কর—পেল্লাদ—ওনার সঙ্গে ওইভাবে কথা [illegible] না। উনি হলেন বাবুর ছেলে ছোটবাবু, দীপক দাদাবাবু।

দীপক। হ্যাঁ—ভালো করে চিনিয়ে দে। রাস্কেলটা যেই হোক যেন [illegible] আমার সঙ্গে টক্কর লাগাতে না আসে।

ছু'আনি। আপনি রাগ করবেন না ছোটবাবু। ও গাঁ থেকে নতুন এসেছে, [ছে]লেটা আপনাদের পুরনো চাকর যুধিষ্ঠির দাদুর নাতি, ওর নাম পেল্লাদ।

[চলে যায়।

দীপক। তোর নাম পেল্লাদ?

প্রহ্লাদ। পেল্লাদ নয়—প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ।

দীপক। আই সি—তোর তো বেশ রং চঙে মেজাজ!

প্রহ্লাদ। বুনো হাতি তো তাই পোষ মানাতে সময় লাগবে।

দীপক। শুধু সময়ই লাগবে না—চাবুকও লাগবে।

প্রহ্লাদ। চাবুক নয়—ড্যাঙস। আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

দীপক। আরে শোন শোন—যাবার আগে ওই শিউলী গাছটা থেকে আমাকে কিছু ফুল পেড়ে দে।

প্রহ্লাদ। একটা ফুলও হবে না।

দীপক। হোয়াট! আমার বাবার বাগান বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদেরই পুরনো চাকরের নাতি হয়ে আমার মুখের ওপর এমনি করে জবাব! একটা ফুল নয়—আমি ওই শিউলী গাছটা থেকে সব ফুল ঝরিয়ে নিয়ে যাব।

[দীপক গাছের দিকে এগিয়ে যায়, প্রহ্লাদ টাকনা তুলে বলে]

প্রহ্লাদ। খবর্দ্দার—খবর্দ্দার ওই শিউলী গাছে হাত দেবে না! গা... হাত দিলেই তোমার হাতটাই আমি কেটে ফেলব।

[টাকনা তোলে]

দীপক। তবে রে জানোয়ার— [জুতো মারতে যায়]

[দুই পথে আসে অন্তরা ও সঞ্চারি। সঞ্চারি দীপকের হাত ধরে। অন্তরা প্রহ্লাদের হাত ধরে। সঞ্চারি ও অন্তরা বলে]

সঞ্চারি। দাদা!

অন্তরা। হাত নামাও ভাই—টাকনা ফেলে দাও—এখান থেকে সরে যা... প্রহ্লাদ।

[প্রহ্লাদ মন্ত্র মুগ্ধের মত অন্তরাকে দেখে বলে]

প্রহ্লাদ। কে তুমি?

[হাঁটু অবধি ময়লা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া ময়লা ফতুয়া, প্রায় অর্ধেক পাকা এলোমেলো বাবরি চুল, মুখ ভর্ত্তি দাড়ি গোঁফ, গায়ে কাঁথা জড়িয়ে বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির লাঠি হাতে এসে কাঁপা কাঁপা সুরে বলে]

যুধিষ্ঠির। দিদি—দিদিমণিরে পেল্লাদ—বড়দিদিমণি। পেন্নাম কর, পেন্না... কর রে হতভাগা, এখনি দিদিমণির পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম কর।

[প্রহ্লাদ অন্তরাকে প্রণাম করে।]

অন্তরা। থাক—থাক প্রহ্লাদ। দুম করে অমন রেগে যাও কেন? এত রাগ কি ভালো!

প্রহ্লাদ। আমার ভুল হয়ে গেছে বড়দিমণি।

সঞ্চারি। না—তোমার একটুও ভুল হয়নি প্রহ্লাদ।

দীপক। অন্তরার মত তুইও কি ওকে আস্কারা দিচ্ছিস সঞ্চারি।

অন্তরা। না—না—তুমি রাগ করো না দীপক। প্রহ্লাদ গ্রামের ছেলে, ...দ সরল। দেখছো না—কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে! ওতো আর ...মার মত লেখাপড়া শেখেনি।

যুধিষ্ঠির। শিখেছে দিদিমণি শিখেছে। এই চাকর যুধিষ্ঠির তার একমাত্র ...ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। তবে ছোটবাবুর মত তো এম, এ, বি, এ, পাশ ...বান। গরীব মানুষের নাতি তো। হেঃ—হেঃ—হেঃ—

দীপক। কিন্তু আমি যে আমার বাবা মায়ের মুখে শুনেছি—তোমার নাতি ...ক জন্মের এক বছর পরে মারা গিয়েছিল।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ গিয়েছিলই তো—

সকলে। মারা গিয়েছিল!

প্রহ্লাদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমি ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলাম।

দীপক। মারা গিয়েছিলি তো বেঁচে উঠলি কি করে?

যুধিষ্ঠির। ওই যে—কথায় বলে না—রাখে হরি তো মারে কে।

অন্তরা ও সঞ্চারি। যুধিষ্ঠির দাদু!

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ বড়দিমণি—যেদিন তোমার বাবা মা মারা গেল, সেই দিনই ...মার মরা নাতি ভগবানের দয়ায় আবার বেঁচে উঠলো। হেঃ—হেঃ—হেঃ—

দীপক। যত সব আজগুবি গল্প।

যুধিষ্ঠির। না—না—আজগুবি গল্প নয়। ওই বড়দিমনির মা—আমার ...মালক্ষ্মী ওই মরা পেল্লাদকে বেঁচে উঠতে দেখে গেছে।

অন্তরা। আমার মা প্রহ্লাদকে দেখে গেছে! প্রহ্লাদ! আমার মাকে ...মার মনে পড়ে?

প্রহ্লাদ। কি করে মনে পড়বে বড়দিমণি! দাদুর মুখে শুনেছি আমি তখন ... বছরের বাচ্চা ছেলে। দিদিমণি, আপনার মাকে আপনার মনে পড়ে না?

অন্তরা। একটু একটু আবছা আবছা।

যুধিষ্ঠির। বড়দিমণি।

অন্তরা। আমার মনে পড়ে—মা লাল পাড় গরদের শাড়ী পরতো—ক
পরতো মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ, এলো চুল—সিঁথিতে সিঁদুর—মা আমাকে
নিয়ে ঘুম পাড়ানি গান গাইতো।

দীপক। চুপ কর—চুপ কর অন্তরা—আমি তোমার আষাঢ়ে গল্প
চাই না। চৌধুরী বাড়ীর ঝিয়ের আবার স্বপ্ন বিলাস! সেই তখন থেকে
লোক পেল্লাদের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন ওই গেঁয়ো ভূতটা
নিজের ভাই।

সঙ্কারি। দাদা! এ সব তুই কি বলছিস!

দীপক। ঠিকই বলছি।

অন্তরা। আমি তোমাদের ঝি?

দীপক। শুধু ঝি নয়—তুমি আমার বাবা পিনাকী চৌধুরীর অন্নদাসী—

সঙ্কারি। মালটি মিলিওনার পিনাকী চৌধুরীর আদুরে দুলাল—তুই
জানিস—আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আজকের এই অন্নদাসীর বাবাই
তোর বাবা মায়ের অন্নদাতা?

দীপক। বুঝেছি—ওই অন্তরাই তোকে বাঁকা পথে নামাচ্ছে। অন্তরা,
কিন্তু ভালো হবে না। [চলে

অন্তরা। যুধিষ্ঠির দাদু! আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারো। প্র
বিষ—একটু বিষ। [কান্না]

সঙ্কারি। কাঁদিস না অন্তরাদি। তোকে শক্ত হতে হবে।
কিছুই সহ্য করতে হবে। যখন দিন পাবি, তখন এর প্রতিশোধ নিবি।

অন্তরা। সঙ্কারি!

সঙ্কারি। অন্তরাদি, তুই তোর স্বপ্ন সঙ্গীতের অন্তরা বিস্তার করে যা—
আভোগে গমকে মীড়ে মূর্চ্ছনায় আজকের এই অপমান তুই লুকিয়ে রাখ।
তোর কোন ভয় নেই। অন্তরার পিছনে এই সঙ্কারি আছে। [চলে যায়।

যুধিষ্ঠির। পাপের পাঁকে এমন পদ্ম ফুল ফুটলো কি করে দিদিমণি? আমি
তো জানি—ওই ছোটদিমণির বাবা পিনাকী বাবুই—

অন্তরা। চুপ কর—চুপ কর যুধিষ্ঠির দাদু—

প্রহ্লাদ। বড়দিমণি!

অন্তরা। কেন তুমি অতীতের কথা বার বার আমার সামনে বল। আমি
তো তোমাকে বলেছি—আমার বাবা এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে একথা আমি
বিশ্বাস করি না। আমার মা ভাই যে সাপে কেটে মারা গেছে—তাতেও আমার
সন্দেহ হয়।

প্রহ্লাদ। দিদিমণি! আপনি কাঁদছেন!

অন্তরা। তোমার দাদুর কাছেই তো আমার কাঁদবার জায়গা প্রহ্লাদ।
সুখ দুঃখের সব কথাই তো আমি তোমার দাদুকে বলি। আর তো কারও
কাছে আমি মনের কথা বলতে পারিনা, অন্য কারও কাছে কাঁদতেও পারি না।
পিনাকী কাকা, অরুণা কাকীমা আমাকে ঝিয়ের মত খাটায়। দীপক আমাকে
যখন তখন অপমান করে।

প্রহ্লাদ। দিদিমণি, ওরা আপনাকে কেন কষ্ট দেয়? ওরা আপনাকে
কেন এমন করে কাঁদায়? আমি যদি বাবুদের বাড়ীতে চাকরের কাজটা পাই,
আর তখন যদি ওরা আপনাকে অপমান করে আমি কিন্তু ওদের সহজে ছেড়ে
দেব না।

যুধিষ্ঠির। কি করবি রে হতভাগা পেল্লাদ—বাবুদের তুই কি করবি?

প্রহ্লাদ। যারা আমার বড়দিমণিকে কাঁদায়, যারা আমার বড়দিমণিকে

ঝি খাটায়, যারা আমার বড়দিমণিকে অন্নদাসী বলে গালাগাল দেয়, তাদের আমি গলা টিপে মারব। [চলে যায়

যুধিষ্ঠির। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[পিছনে দাঁড়িয়ে যুধিষ্ঠির নাচতে নাচতে হাততালি দেয়। অন্তরা বলে]

অন্তরা। যুধিষ্ঠির দাদু, প্রহ্লাদ যদি তোমার নাতি না হয়ে আমার ভাই মেঘমল্লার হতো তাহলে আমি বুঝতাম—এই পৃথিবীতে আমার কেউ না থাক—মায়ের পেটের একটা ভাইতো আছে। [কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়]

যুধিষ্ঠির। আছে—তোমার ভাই তোমারই আছে। কিন্তু এখন সে কথা তোমাকে আমি বলতে পারবো না—সময় হোক তখন বলবো—তখন।

[চলে যায়]

[অন্যদিকে লক্ষীকান্ত এসে বলে]

লক্ষীকান্ত। আমি বাগানের এক কোণে ঝোপের মধ্যে বসে সব দেখেছি—কিন্তু ওদের কথা কিছুই শুনতে পাইনি—তবে যুধিষ্ঠিরকে আর বানেশ্বরকে আমি চিনতে পেরেছি—কিন্তু মায়াবতী—মায়াবতীর একি সাজ পোষাক! না না মায়াবতীর তো বয়েস হয়েছে—তবে কি মায়াবতীর মত দেখতে ঐ মেয়েটা আমার মেয়ে অন্তরা—হ্যাঁ-হ্যাঁ অন্তরা—কত বড় হয়ে গেছে অন্তরা, দেখতে ঠিক ওর মায়ের মত হয়েছে। কিন্তু মায়াবতী কোথায়? মায়াবতীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু মায়াবতীর সঙ্গে আমি কি করে দেখা করবো? তাছাড়া আমাকে এ অবস্থায় দেখে মায়াবতী কি চিনতে পারবে? মায়াবতী কেমন আছে কে জানে। আমি এই বাগানে লুকিয়ে থাকি—মায়াবতী বাগানে এলেই আমি চুপি চুপি তার সামনে যাব। মায়াবতী যদি চিনতে না পারে আমি আমার পরিচয় দেব—পুরণো কথা মনে করিয়ে দেবো।

মায়াবতী তুমি এসো—আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। আমি যে তোমার কথা ভুলতে পারছি না—তুমি কি আমার কথা ভুলে গেছো—ভুলে গেছো—ভুলে গেছো—

[কান্নায় ভেঙে পড়ে ছবি হয়। আলো নেভে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুবীর মুখার্জীর বাড়ী

[আবীর ব্যথার কণ্ঠে গাইতে গাইতে আসে]

গান

ভোলা কি যায় ওগো
প্রথম প্রেমের স্মৃতি
ভোলা কি যায়।

[অংশুমান এসে বলে]

অংশুমান। তোমার গানের সুরে আজ এত ব্যথা কেন আবীরদা?

আবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ব্যথা তুমি কি করে বুঝলে? না—না—সে সব কিছু নয়, নতুন গান লিখেছি তো, তাই একটু দরদ দিয়ে গাইছিলাম।

অংশুমান। যতই তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও আবীরদা—আমি কিন্তু অনেক আগেই জানতে পেরেছি—

আবীর। কি জানতে পেরেছো অংশুমান?

অংশুমান। তুমি—

আবীর। আমি ?

অংশুমান। অন্তরাকে ভালবেসেছো।

আবীর। হ্যাঁ বেসেছি, বেসেছি! আজ তোমার কাছে আমি স্বীকার করছি—অন্তরাকে ভালবেসে আমি মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখে ফেলেছি। কিন্তু গতকাল আমি বুঝেছি—অন্তরা যাকে ভাল বেসেছে তার নাম নীলাদ্রি ব্যানার্জী, রেকর্ড এ্যাণ্ড ক্যাসেট কোম্পানীর প্রোপাইটার।

অংশুমান। না—না আবীরদা, তা হতে পারে না। অনেকের মুখে সেই ভদ্রলোকের প্রচণ্ড বদনাম শুনেছি। লোকটা পাকা ব্যবসাদার।

আবীর। সেতো সবাই জানে। কিন্তু—

অংশুমান। কোন কিন্তু নয়। আজ যদি অন্তরা গান শিখতে আসে তুমি তাকে সব কথা বুঝিয়ে বল। লজ্জা নয় সংকোচ নয়, তুমি যাকে ভালবাস তার ভালোর জন্তেই তাকে সাবধান করে দিয়ে বল—গানের পাপিয়া যেন কিছুতেই অসুরের খাঁচায় বন্দি না হয়। [চলে যায়

আবীর। তাই বলব অংশুমান! আজ অন্তরা এলে তাকে আমি বলবই—অন্তরা, তোমাকে আমি নাই বা পেলাম, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি তোমার ভালো চাইছি।

[অন্তরা এসে বলে]

অন্তরা। আবীরদা—

আবীর। তুমি!

অন্তরা। কি ব্যাপার বলুন তো—আপনাকে আজ যেন কেমন লাগছে আপনার কি শরীর খারাপ ?

আবীর। না।

অন্তরা। তাহলে কি হয়েছে আপনার ?

আবীর। কি যেন একটা সুর কেটে গেছে অন্তরা।

অন্তরা। আপনি তো গায়ক সুরকার, আবার নতুন সুর করে নেবেন।

আবীর। কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেক স্বপ্ন নিয়ে যে সুরটা আমি করেছিলাম, সে সুরটা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না অন্তরা।

অন্তরা। আবীরদা!

আবীর। তুমি আমার সঙ্গে গাও, দেখি সেই হারিয়ে যাওয়া সুরটাকে আবার ফিরিয়ে নিতে পারি কিনা।

অন্তরা। ঠিক আছে, দেখা যাক। গানটা দেখি।

[দুজনে মুখোমুখি বসে গান গায়]

গান

আবীর। ভোলা কি যায় ওগো
প্রথম প্রেমের স্মৃতি
ভোলা কি যায়।

দুজনে। নিয়ত সকাল সাঁঝে
সকল কাজের মাঝে
বেদনার সুরে বাজে
কিসের ব্যথায়।

অন্তরা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আবীর। অন্তরা! তুমি হাসছো!

অন্তরা। আপনার এই রাগ মিশ্রিত অনুরাগের গান শুনে আমি না হেসে পারলাম না। সেদিন বাগানে বলেছিলেন গানে গানে আমাকে কিছু কথা বলবেন আজ বুঝি গান গেয়ে সেই কথা আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

আবীর। অন্তরা!

অন্তরা। আপনি ভুল করছেন আবীরদা, ভীষণ ভুল করছেন।

আবীর। আমি ভুল করছি!

[নীলাদ্রি এসে বলে]

নীলাদ্রি। নিশ্চয়ই আপনি ভুল করছেন আবীর বাবু যুগটা তো আধুনিক। এই আধুনিক যুগে ওই সব রাগাশ্রয়ী গান কেউ শুনতে চাই না মশাই। চিক্ চায়, চিক্। আপনি আমার ভাবী স্ত্রীকে চিক্ গান শিখিয়ে দেবেন।

আবীর। আপনি কি আপনার ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে চিক্ গানের রেকর্ড এবং ক্যাসেট করে বাজার মাত করতে চাইছেন?

নীলাদ্রি। আরে মশাই—আমি তো গান নিয়ে বিজনেস করি।

আবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আপনি বিয়ে আর বিজনেস এক চোখে দেখেন।

অন্তরা। না—না—তা কেন। নীল আমাকে ভালবাসে।

আবীর। কিন্তু অন্তরা—তোমার ভাবী স্বামী তোমার চেয়ে তোমার গানকেই বেশি ভালবাসেন।

নীলাদ্রি। আরে মশাই-ছাড়ুন তো ওই সব কথা। এই নিন হাজার টাকা রাখুন। অন্তরাকে আপনি বেশি করে চিক্ গান শিখিয়ে দেবেন। কি হলো—টাকাটা রাখুন। [টাকা দিতে যায়]

আবীর। ওই হাজারটা টাকা আপনি আপনার মানি ব্যাগেই রেখে দিন। আমি টাকার বিনিময়ে অন্তরাকে গান শেখাই না।

নীলাদ্রি। তাহলে কিসের বিনিময়ে শেখান?

আবীর। একটা স্বপ্নের বিনিময়ে।

নীলাদ্রি। স্বপ্ন! আই মিন টাকা ছাড়া এ যুগে আর স্বপ্ন বলতে কি আছে?

আবীর। আছে নীলাদ্রিবাবু। আপনার অনেক টাকা আছে। সেই টাকার বাজনার আওয়াজের ভয়ে স্বপ্নরা ধারে কাছে আসতে পারে না।

নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—তা যা বলেছেন। অন্তরা, আমি তাহলে চলি। আবীরবাবু, তাহলে ওই চিক্ কথাটা মনে রাখবেন। [চলে যায়]

আবীর। অন্তরা, তুমি কি নীলাদ্রি বাবুর ইচ্ছা অনুযায়ী চিক্ গানেই শিখবে?

অন্তরা। না, আমি চিক্ গান শিখব না! আপনি আমাকে রাগাশ্রয়ী সঙ্গীতই শেখাবেন।

আবীর। এখন কি আর তোমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালো লাগবে?

অন্তরা। লাগবে লাগবে আবীরদা। ভালবাসার দায়ে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। আপনি যখন আমাদের বাড়ীতে সঞ্চারিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখান, তখন আমার মনে হয়—আমিও ছুটে গিয়ে গান বাজনার আসরে গিয়ে বসি। কিন্তু পারি না। আমাকে তো ঝিয়ের কাজ করতে হয়। পিনাকি কাকা আর অরুণা কাকীমাকে তো আপনি চেনেন!

আবীর। আমি অনেককেই চিনি, তুমি চেন না।

অন্তরা। তারমানে!

আবীর। তুমি কি নীলাদ্রি বাবুকে ঠিক মত চেনো?

অন্তরা। না চিনলে ভালবাসলাম কি করে।

আবীর। তুমি তাকে ভালবেসেছো ঠিকই কিন্তু তিনি তোমাকে ভালবাসেননি।

অন্তরা। আঃ—আবীরদা। আপনি যা জানেন না—তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আবীর। অন্তরা!

অন্তরা। অন্তরার জীবনের সব ঘটনা আপনি জানেন। তাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ—পিনাকি কাকা আর অরুণা কাকীমার অত্যাচার থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ এবং ভবিষ্যতের একমাত্র আশ্রয় নীলাদ্রির প্রতি ভালবাসা আপনি ভেঙে দেবেন না।

আবীর। কিন্তু আমি যে তোমাকে—

অন্তরা। স্নেহ করেন আমি জানি। আর জানি বলেই জোড় হাত করে আপনার কাছে অনুরোধ করছি—আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সঞ্চারির সাহায্যে আমার সেই ভালবাসার বাসা যত্ন করে বেঁধে দেবেন। [চলে যায়।

আবীর। পারলাম না, পারলাম না, অনেক চেষ্টা করেও আমি স্বার্থপরের মত লোভীর মত আমার মনের কথাটা আমি বলতে পারলাম না।

[মাতাল সুবীর এসে বলে]

সুবীর। ভালোই তো হয়েছে, আপদ চুকে গেছে। ওই সব ছেঁদো ভালবাসার পিছনে পিছনে ছুটে আর একটা শরৎ চাটুজ্যের দেবদাস হয়ে কি লাভ ?

আবীর। কি লাভ, সে তুমি বুঝবে না।

সুবীর। বুঝব না! বুঝব না তো নিজের জীবনটাকে আমি এইভাবে তৈরী করলাম কি করে।

আবীর। তুমি কি দাদা!

সুবীর। আমি তোর মত গাধা নই। আমি বাস্তববাদী মানুষ। ভালো মানুষের যুগে ভালবাসা ছিল। এ যুগে ভালবাসা হলো এক রকম ভালো বিজনেস।

আবীর। ভালোবাসা বিজনেস!

সুবীর। নয় তো কি! দেখতে পাস না—এ যুগের এক একটা ছেলে এক সঙ্গে কতগুলো মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা করছে? তার পর তারা দেখছে যে মেয়ের বাবার ব্যাংক ব্যালেন্স বেশি, কিংবা যে মেয়ে ভালো চাকরি করে সে ফাষ্ট হ্যাণ্ডই হোক আর থার্ড হ্যাণ্ডই হোক, তাকেই বৌ করে ঘরে নিয়ে আসছে। তেমনি তুইও—

আবীর। আঃ—দাদা—তুমি চুপ কর। নিজের মাপকাটি দিয়ে তুমি সবাইকে মাপতে চেও না। পৃথিবীটা টাকা দিয়ে তৈরী নয়, এখানে মাটি আছে আকাশ আছে। অনেক দিনের এই পুরনো পৃথিবীতে অনেক শাশ্বত বোধ আছে। যে বোধ থেকে ভালবাসা আসে নীরবে চুপি চুপি। টাকার রাইফেল ছুড়ে সেই ভালবাসাকে খুন করা যায় না।

সুবীর। তাহলে আমিও যেমন ভুল করেছি, তুইও কি আবার সেই ভুল করতে চাস? গরীবের মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে আমি পথের ভিখিরী হয়ে গিয়েছিলাম—

[অংশুমান এসে বলে]

অংশুমান। সুবীরদা সেইজন্যেই বুঝি তুমি চাইছো তোমার ভাই পিনাকি চৌধুরীর মেয়ে সঞ্চারিকে বিয়ে করে রাজকন্যা সহ অর্দ্ধেক রাজত্ব একসঙ্গে পেয়ে যাক?

সুবীর। হ্যাঁ, আমি তাই চাই। ও সঞ্চারিকে গান শেখাতে যায়। তাই আমি চাই গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চারিকেও প্রেম শেখাব, যাতে করে সঞ্চারি ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

আবীর। টাকায় এত লোভ তোমার! রাতের অন্ধকারে হাজার টাকার মাল পাচার করে দিয়েও তোমার টাকার খিদে মিটছে না?

সুবীর। মুখ সামলে কথা বলবি।

আবীর। তুমিও পা সামলে পথ চলবে দাদা। কারণ—এ অঞ্চলের

সবাই জানতে পেরেছে তুমি দু'নম্বর, ঘুষ খোর লোক। পাবলিক ক্ষেপে গেলে—

সুবীর। আরে যা যা, পাবলিকের ভয় দেখাস না। এ যুগে কোন ব্যাটা দু' নম্বর নয়? কোন অফিসার ঘুষ খায় না? ঘুষ না খেলে সংসার কারও চলবে? বত্রিশ টাকা কিলো সরষের তেল, দশ টাকা কিলো বেগুন, পঞ্চাশ টাকা কম বাজারে ভালো মাছ পাওয়া যায় না। পাবলিক তো বোকা, তাই তারা ট্রেন বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গাড়ীতে আগুন লাগায়, পথ অবরোধ করে। অথচ নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটা কথাও বলে না। তোদের পাবলিকের মস্তিষ্ক গুলো লিক হয়ে গেছে লিক। [প্রস্থান]

আবীর। দাদা!

অংশুমান। সুবীরদায় কথা বাদ দাও। আমি যে কথা অন্তরাকে বলতে বলেছিলাম তুমি সে কথা বলেছো?

আবীর। বলেছি অংশুমান কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

অংশুমান। তাই বলে তুমি এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে। তাকে আরও ভালো করে বোঝাবে না? কি হলো উত্তর দাও।

আবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—অংশুমান! উত্তর শুনে কি লাভ হবে? অন্যের খাঁচার যে পাখি বন্দি হয়ে গেছে তাকে আর অরণ্যের গান শুনিয়ে কি লাভ?

অংশুমান। কিন্তু—

আবীর। কোন কিন্তু নেই। অন্তরা নীলাদ্রি বাবুকে ভালবাসে, তার সঙ্গে বিয়ে হবে। সে হবে বড়লোকের বৌ। বড় মেজাজ নিয়ে বড় খুশি হয়ে সে গাড়ী ছুটিয়ে পার হয়ে যাবে জীবনের অনেক পথ।

অংশুমান। আর তুমি কি করবে?

[আবীর গেয়ে ওঠে]

গান

পথে যেতে যেতে
    যদি দেখা হয় কোনদিন
শুধাব তখন তারে
    ভালো আছো তো—
    ওগো, ভালো আছো তো—
এমনি অবাক চোখে
    তাকিয়ে কেন
কতদিন পরে দেখা
    হলো বলোতো।

[আবীর গাইতে-২ চলে যায় অংশুমান বলে]

অংশুমান। কি হবে—আবীরদা শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়বে নাতো? ...যায় না, আবীরদা দারুণ ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু নীলাদ্রির মত একটা বাজে ...কে অন্তরা ভালবেসেছে আবীরদা তা জানতো না। না—না—আমাকে এ ...পারে—একটু চেষ্টা করতে হবে। দরকার হলে সঙ্কারীর সাহায্য নিতে ...সঙ্কারির—

[বাবার ভঙ্গিতে ছবি হয়]

সপ্তম দৃশ্য

রায়-বাগান

[চোরের মত কালো কাপড়ে গা ঢাকা দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত এদিক ওদিক তাকাতে-২ আসে]

লক্ষ্মীকান্ত। বেশ কয়েকদিন হলো আমি এই বাগানে লুকিয়ে আছি বাগানের গাছের ফল খেয়ে, আর জল খেয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু কেন বেঁ আছি? যাদের জন্যে বেঁচে থাকা, তাদের সঙ্গে যদি দেখা না হয় তাহলে বেঁ থেকে কি লাভ? মায়াবতীর কোন সন্ধানই আমি পাচ্ছি না, সন্ধান পাচ্ছি আমার ছেলে মেঘমল্লারের। তবে কি মেঘমল্লারকে সঙ্গে নিয়ে মায়াবতী কোথাও চলে গেছে? কিন্তু তাই যদি যায় তাহলে অন্তরা একা এই শত্রু পুরী আছে কি করে? না—না আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমি যে কারও স দেখা করে আসল ঘটনা জানবো তাও পিনাকির ভয়ে পারছি না। সন্ধ সন্ধ্যায় পেল্লাদ নামে একটা ছেলে শিউলী গাছের গোড়াটা ঝাট দিয়ে পরিষ্ক করে, আর গাছটাকে প্রণাম করে কি সব বলে। ঐ ছেলেটাকে দেখলে আম খুব কাছের লোক বলে মনে হয়। কিন্তু কেন এমন হয়? কে ঐ ছেলেটা? শিউ গাছটার সঙ্গে ওর কি এত কথা হয়? তবে শিউলী গাছটাকে নিয়ে একটা রহ লুকিয়ে আছে, আর কি সেই রহস্য আমাকে জানতেই হবে।

[নেপথ্যে বানেশ্বর বলে]

বানেশ্বর। ছু'আনি—এই ছু'আনি—

লক্ষ্মীকান্ত। কে যেন এদিকেই আসছে—কি হবে—আমি ঐ দিকে গে যদি লোকটা আমায় দেখে ফেলে। না—না—আমি ওইখানে লুকিয়ে পড়ি—

[মঞ্চের পিছন দিকে লুকিয়ে পড়ে, বানেশ্বর এসে বলে]

বানেশ্বর। কোথায় গেলি ছু'আনি—এই ছু'আনি ছুড়ি—তুই কি আমায় নাকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়বি? কোথায় গেল ছুড়িটা? আমাকে বলল—জল আনতে যাচ্ছি। আমি বললাম—খবরদার সন্ধ্যেবেলায় রায় বাগানে যাবি না। তবু ছুঁড়ি এদিকেই এয়েছে। আসবে না কেনে—ছুঁড়ি দিন রাত যুধিষ্ঠিরের নাতি পেল্লাদের পেচনে পেচনে ঘুরছে। পেল্লাদের রূপ যৌবন দেখে ছুড়ির নেশা লেগে গেছে। ওদিকে নিতাই বস করার মাদুলী নিয়ে ছু'আনির সঙ্গে পিরীত করতে চায়। কোথায় গাঁজাখোর নিতাই আর কোথায় পেল্লাদ। তবে ছু'আনি ছুড়ির নজর আছে—পেল্লাদের সঙ্গে বিয়ে হলে মানাবে ভাল। তাই ওদের বিয়ের ব্যাপারে যুধিষ্ঠিরের কাছে কথাটা একদিন পাড়তে হবে। আহা! পেল্লাদের কি রূপ কি যৌবন। কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারিনা—যুধিষ্ঠিরের ছেলে বৌকেতো দেখতে ভালো ছিল না—তাহলে ওদের ছেলে এত সোন্দর হ'লো কি করে? তবে কি মরে বেঁচে ওঠেছে বলে এমন রূপ হয়েছে। না, বাবা ওসব কথা ভেবে লাভ নেই—ছু'আনি ছুড়ি কোথায় গেল দেখি—ছু'আনি— সাড়াশব্দ কিছুই পাচ্ছি না—মেয়েটা আমায় জালিয়ে মারলে বাপু। কিসের শব্দ হ'লো—ওরে বাবারে কথায় কথায় অন্ধকার হয়ে এসেছে—ওরে বাবারে —শিউলী গাছটা দুলে দুলে উঠছে—না—না বৌমালক্ষ্মী আমায় তুমি মেরো না—আমি তো বলেছি—আমার কোন দোষ ছিল না—পিনাকি বাবু তোমাকে গলাটিপে মেরেছিল, বাবুর কথামত তোমার লাশটা আমি ওই শিউলী গাছের তলায় পুঁতে দিয়েছিলাম—কিন্তু পিনাকি বাবুর ভয়ে আমি সেকথা কাউকে বলতে পারি না—তুমি আমাকে ক্ষমা কর বৌমালক্ষ্মী—

[ভয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে যায়]

[লক্ষীকান্ত বলে]

লক্ষীকান্ত। বানেশ্বর—

বানেশ্বর। [চমকে ওঠে] কে—আমাকে বানেশ্বর বলে ডাকলো—

লক্ষীকান্ত। [ঢাকা খুলে দাঁড়িয়ে বলে] দেখ তো আমায় চিনতে পার কিনা—

বানেশ্বর। [চিৎকার করে] না—ভূত—ভূত—না—না—আমি পালাই—

লক্ষীকান্ত। শোন—শোন—

বানেশ্বর। রাম—রাম—রাম—ওরে বাবা [দৌড়ে চলে যায়]

লক্ষীকান্ত। বানেশ্বর আমাকে চিনতে পারলো না—ভূত দেখার মত চমকে ওঠে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল—কিন্তু ওর কথাগুলো বলে গেল সেগুলো সব সত্যি। শয়তান পিনাকি চৌধুরী মায়াবতীকে গলাটিপে মেরে ফেলেছে। আর মায়াবতী লাশটা বানেশ্বর শিউলী গাছের তলায় পুঁতে দিয়েছে। ওঃ—আমি সহ্য করতে পারছিনা—শয়তান পিনাকি চৌধুরী তোকে আমি ছাড়বো না—আমি তোকে গলা টিপে মেরে মায়াবতীকে মারার প্রতিশোধ নেব—চরম প্রতিশোধ। শয়তান পিনাকি চৌধুরী তোর মৃত্যুর দিন আসতে আর বেশী দেরী নেই—খুব শিগ্রি তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে সেদিন আমি সব হিসাব বুঝে নেব—নেব—নেব।

[দৃশ্য ছবি হয়, আলো নেভে।]

অষ্টম দৃশ্য

পিনাকির ঘর

[কোট প্যাণ্ট পরে পিনাকি ও ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে সেজে গুজে অরুনা আসে]

পিনাকি। অরুণা—শুনেছো—

অরুনা। কি ?

পিনাকি। রেকর্ড কোম্পানীর মালিক নীলাদ্রি ব্যানার্জীর সঙ্গে নাকি অন্তরার প্রেম চলছে প্রেম। ওরা নাকি বিয়ে করবে।

অরুনা। না, অন্তরার সঙ্গে নীলাদ্রির বিয়ে হবে না।

পিনাকী। তবে ?

অরুনা। শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্বর্গগত চন্দ্রশেখর ব্যানার্জীর একমাত্র ছেলের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে সঞ্চারির বিয়ে দেব। কারণ নীলাদ্রি প্রচুর সম্পত্তির মালিক।

পিনাকি। কাজেই নীলাদ্রিকেই আমাদের জামাই করা চাই—তাইতো ?

এ্যাই কে আছিস ? ওই তো নাতিকে নিয়ে যুধিষ্ঠির আসছে।

[যুধিষ্ঠীর ও প্রহ্লাদ আসে। যুধিষ্ঠীর বলে]

যুধিষ্ঠীর। পেন্নাম হই আজ্ঞে। পেন্নাম হই বাবু। এ্যাই এ্যাই হতভাগা-পেল্লাদ। বাবুকে পায়ের কাছে—মেমসাহেবের চরণের কাছে দণ্ডবত হয়ে পেন্নাম কর।

প্রহ্লাদ। বাবু ! মেমসাহেব ! আমি দণ্ডবত হয়ে পেন্নাম করছি।

অরুনা। তুমি যুধিষ্ঠীরের নাতি ?

যুধিষ্ঠীর। তুমি নয়—তুমি নয়—তুই বলুন মেমসাহেব। চাকরের নাতি চাকর তো। হেঃ-হেঃ-হে—

পিনাকি ও অরুনা। তোর নাম কি ?

প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ।

যুধিষ্ঠীর। আঃ—আবার প্রহ্লাদ বলে। পেল্লাদ—পেল্লাদ। ছোটলোক চাকরের নাতি ছোটলোকের মত কথা বলবি। খবর্দার সভ্য কথা বলবি না। অসভ্য চাকরের মুখে আবার সভ্য কথা!

পিনাকী। তা তোমার নাতীর চেহারা টেহারা তো বেশ ভালোই।

যুধিষ্ঠীর। হিঃ-হিঃ-হিঃ—ফ্যানে ভাতে খায় তো।

অরুনা। ফ্যানে ভাতে খাওয়া ছেলেটার গায়ের রঙ অমন সুন্দর হয় কি করে!

প্রহ্লাদ। কেন হবে না মেমসাহেব—দাদুর মুখে শুনেছি আমার মায়ের রঙ ছিল খুব ফরসা। বাবাও নাকি খুব সুন্দর দেখতে ছিল।

পিনাকি। তুই নাকি আমার ছেলে দীপককে কিছুদিন আগে রায় বাগানে অপমান করেছিস ?

যুধিষ্ঠীর। চিনতো না বাবু—চিনতো না। বাঁদর তো, তাই দেবতাকে চিনতে পারেনি।

[দীপক এসে বলে]

দীপক। বেশ ভালো করে চিনিয়ে দেবার জন্যেই তোমার নাতকে আমরা চাকর রাখব যুধিষ্ঠীর।

প্রহ্লাদ। চাকর নয়—বলুন কাজের লোক।

যুধিষ্ঠীর। চুপ কর, চুপ করো হতভাগা।

[যুধিষ্ঠীর প্রহ্লাদের গালে চড় মারে। অরুনা বলে]

অরুনা। একি করলে যুধিষ্ঠীর। গোঁয়ার গোবিন্দ বোকা ছেলেটাকে চড় মারলে কেন ?

দীপক। আমি ওকে চাকরের কাজ দিলাম।

পিনাকি। চাকরি তো দিলি—কিন্তু ও কি কাজ করবে ?

দীপক। কেন—আয়েশখানি করবে।

অরুনা। ফাই ফরমাস খাটবে।

যুধিষ্ঠীর। হেঃ-হেঃ-হেঃ—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। হতভাগা ছোটলোকের ঘরে জন্মে বাবুদের বাড়ীতে ছোট কাজ করবে না তো কি করবে!

দীপক। এ্যাই—এ্যাই পেল্লাদ! তোর ওই গামছাটা দিয়ে আমার বাবার পায়ের জুতো জুটো পরিস্কার করে দে।

প্রহ্লাদ। দাদু!

যুধিষ্ঠীর। দে না দে। লজ্জা কি! জুতা পরিস্কার করা দিয়ে কাজ শুরু কর। একদিন তো তোকেই এ বাড়ীর অনেক কিছু পরিস্কার করতে হবে।

সকলে। তারমানে!

প্রহ্লাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—দাদুর কথা বুঝতে পারলেন না? এ বাড়ীর ঝাড়ুদার যেদিন কাজে আসবে না, সেদিন আমি নিজে ঝাঁটা ধরে এ বাড়ীর ধুলো বালি ময়লা সব পরিস্কার করে দেব। আমি খুব ভালো ঝাঁট দিতে পারি। বাগানের শিউলী তলাটা আমি রোজ সকাল সন্ধ্যে ঝাঁটা দিই!

যুধিষ্ঠীর। কথা বাদ দিয়ে কাজ শুরু কর।

প্রহ্লাদ। দাঁড়াও দাদু—গামছাটা বেশ ভালো করে ঝেরে নিই। বাবুর জুতোয় যদি ধুলো লেগে যায়।

[গামছা ঝেড়ে প্রহ্লাদ পিনাকির পায়ের জুতো পরিষ্কার করতে থাকে। ছুটে এসে অন্তরা বলে]

অন্তরা। না—না প্রহ্লাদ—তুমি তোমার গামছা দিয়ে কারও পায়ের জুতো পরিষ্কার করে দিও না।

সকলে। অন্তরা!

অন্তরা। আপনাদের কি অন্তর্দৃষ্টি নেই! দেখতে পাচ্ছেন না—গ্রাম থেকে আসা বোকা ছেলেটার দুচোখে কি বেদনার দৃষ্টি?

অরুনা। দৃষ্টি ছাড়া কথা বলছিস যে অন্তরা।

পিনাকি। চাকরের দুঃখ দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না?

অন্তরা। হবেই তো কাকাবাবু। চাকরের কষ্ট তো ঝিয়েরাই বোঝে। আমিও তো এ বাড়ীর ঝি।

দীপক। কি—কি আমার সেদিনের কথাগুলো আজ বাবা মায়ের সামনে লাগানো হচ্ছে! যা—বাবার গা থেকে কোটটা খুলে নে। মায়ের হাত থেকে ভ্যানেটি ব্যাগটা তুলে নে। কি হলো আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস না!

যুধিষ্ঠির। পাচ্ছে পাচ্ছে দাদাবাবু—আমাদের সামনে লজ্জা করছে তো।

পিনাকি। চাকরের সামনে ঝিয়ের আবার লজ্জা কিসের!

প্রহ্লাদ। কিসের লজ্জা শুনবেন?

যুধিষ্ঠির। পেল্লাদ! তুই থাম না।

প্রহ্লাদ। থামব তো বটেই দাদু। চাকর যখন হয়েছি তখন থেমে তো থাকতেই হবে। তবে আজ তো আমার চাকরের চাকরীর প্রথম দিন—তাই শেষ বারের মত সত্যি কথাটা বলে যাই। আমি ওকে দিদিমণি বলে ডেকেছি—আরও আমায় আদর করে বলেছে ভাই। [চলে যায়।

সকলে। পেল্লাদ!

যুধিষ্ঠির। ক্ষমা করে দিন আজ্ঞে। এই বুড়ো যুধিষ্ঠির কথা দিয়ে যাচ্ছে—আমি হতভাগা পেল্লাদকে মেরে ধরে অপমান করে একেবারে এ বাড়ীর সকলের জুতোর গোলাম করে দেব—জুতোর গোলাম। হেঃ-হেঃ-হেঃ— [চলে যায়।

সকলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কিরে ঝিটা, কি শুনলি? কাজ কর।

[অন্তরা পিনাকির কোট খোলে। অরুণার হাত থেকে ভ্যানেটি ব্যাগ নেয় তারপর বলে]

অন্তরা। আপনাদের পা থেকে জুতো গুলো খুলে দিন আমি জুতো রাখার আলমারীতে জুতো গুলো রেখে আসি।

পিনাকি। একেবারই তোকে এত নীচে নামাব না অন্তরা, যতই হোক তুই তো আমার বন্ধু লক্ষ্মীকান্তের মেয়ে।

অন্তরা। ইস্—কাঁদছেন কাকাবাবু? দাঁড়ান, আমি আঁচল দিয়ে আপনার চোখ মুছিয়ে দিই।

অরুণা। এ্যাই শয়তানী মেয়ে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে, নীলাদ্রির সঙ্গে প্রেম করছিস?

অন্তরা। হ্যাঁ, তাকে আমি বিয়ে করব।

পিনাকি। না অন্তরা, নীলাদ্রির সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না।

অন্তরা। কেন হবেনা! আমি নীলাদ্রিকে ভালবাসি, নীলাদ্রিও আমাকে ভালবাসে। আমরা দুজনেই মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

সকলে। আবার পিছিয়ে আসবি।

অন্তরা। না—না—আপনারা আমার এমন সর্বনাশ করবেন না।

সকলে। দূর হয়ে যা শয়তানী। [ঠেলে দেয়]

অন্তরা। আঃ—মাগো—[পড়ে যায়]

[সঞ্চারি এসে অন্তরাকে তুলতে-২ বলে]

সঞ্চারি। মা কোথায় পাবি—বাবা কোথায় পাবি রে অন্তরাদি। তাদের যে কাল সাপ দংশন করেছে। ওঠ—আমার কথা শোন। বিয়ে তোর নীলাদ্রি বাবুর সঙ্গেই হবে।

সকলে। কি বললি।

সঞ্চারি। শুধু মুখেই বলিনি। ভেতরে ভেতরে কাজেও অনেকখানি এগিয়ে গেছি। লুক দ্যা এবিডেন্স। প্রমান দেখ।

[নীলাদ্রি এসে বলে]

নীলাদ্রি। আমি বাইরে থেকে সকলের সব কথাই শুনেছি সঞ্চারি। কারণ তোমার বাবা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বলে আমি কিছুক্ষণ আগে এসে তোমাদের ওই দবিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

পিনাকি। তুমি কি জানো নীলাদ্রি—আমি তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিলাম ?

নীলাদ্রি। না।

অরুণা। আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে সঞ্চারির বিয়ে দিতে চাই।

নীলাদ্রি। মিসেস চৌধুরী, চাইলেই কি পৃথিবীর সব জিনিষ পাওয়া যায় ?

দীপক। আমার বোন সঞ্চারিকে তোমায় পছন্দ নয় ?

নীলাদ্রি। ভীষণ পছন্দ—তবে শালিকা হিসাবে, গলার মালিকা হিসাবে নয়।

সঞ্চারি। চিয়ার্স—চিয়ার্স মাই ডিয়ার জামাই বাবু! তাড়াতাড়ি দিন—মিলিয়ে নিই। ভয় নেই—শালিকে ছুঁলে কালি লাগবে না। [হাত মেলায়]

সকলে। হাত ছেড়ে দে সঞ্চারি।

সঞ্চারি। ছেড়ে তো দেবই। আমি না ছেড়ে দিলে অন্তরাদি পাবে কি করে। অন্তরাদি, নীলাদ্রি জামাইবাবুর সঙ্গে হাত মেলা।

নীলাদ্রি। না সঞ্চারি। নাটকের দৃশ্যের মত নায়িকার হাতে আমি হাত মেলাতে চাই না। আমি অন্তরাকে ভালবাসি—তার চেয়েও ভালবাসি তার গানকে। তাই তুমি তোমার বাবা মা দাদাকে জানিয়ে দাও—খুব তাড়াতাড়ি অগ্নি স্বাক্ষী রেখে শুভদিনে শুভ লগ্নে তোমার অন্তরাদির হাত আমার হাতের সঙ্গে মিলিয়ে বলব—য়দিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[চলে যায়]

অন্তরা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি হলো কাকাবাবু—কি হলো গো কাকীমা—কুড়ি বছর ধরে টাকা ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেক কিছুই তো কিনেছেন—আজ ভালবাসা কিনতে পারলেন কি ?

সকলে। কি বললি!

অন্তরা। এর চেয়ে কড়া কথা বলতে পারলাম না বলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ—বাবু বিবিদের লজ্জা না থাকলেও ঝি চাকরের তো লজ্জা আছে। [চলে যায়]

দীপক। ওই শয়তানী মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে— [এগিয়ে যায়]

পিনাকি। [ঘাড় ধরে] এ্যাই! মুখটা একটু সামলে সামলে—জন্তু জানোয়ারদের মত যেখানে সেখানে হামলে পরিস নি।

দীপক। ঠিক আছে—থামিয়ে যখন দিলে তখন যেন লাইন ছেড়ে দিয়ে এই দীপক চৌধুরী কর্ড লাইনটাই ধরবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [চলে যায়।

সঞ্চারি। দাদা রে দাদা—কর্ড লাইনে যাস না—ও লাইনের গাড়ী বড় লেট করে যায়। খরগোসের মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গিয়ে দেখবি—কচ্ছপ ব্যাটা থপ থপ করে আগেই গিয়ে বসে আছে।

অরুণা। এই যে—খুব তো নাকে মুখে চোখে কথা বলছিস—নীলাদ্রি যে তোকে অপছন্দ করলো তাতে তোর লজ্জা করলো না ?

সঞ্চারি। তোমাদের মত বাবা মায়ের মেয়েদের লজ্জা কজ্জা থাকে নাকি।

পিনাকি। সঞ্চারি, নীলাদ্রি বলে গেল অন্তরার চেয়ে সে অন্তরার গানকে বেশি ভালবাসে—তার মানেটা কি ?

অরুণা। সে গান শিখলো কার কাছে ?

সঞ্চারি। তার জন্মের রক্তের কাছে।

সকলে। তারমানে।

সঞ্চারি। বাবা, মা কুড়ি বছরের মধ্যেই তোমরা তোমাদের জীবনের মানে বইটাই হারিয়ে ফেলেছো! নাহলে কি করে ভুলে গেলে যে অন্তরাদির মা মায়া কাকীমার গানের গলা ছিল যত মিষ্টি কত মধুর কত মমতা মাখানো!

[চলে যায়]

পিনাকি। অন্তরা যদি সত্যিই মায়াবতীর মত গানের গলা পায় তাহলে খুব চিন্তার ব্যাপার।

অরুণা। ক্যাসেট কোম্পানীর মালিক নীলাদ্রি নিশ্চয় অন্তরার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে—

পিনাকি। কাজেই আমাদেরও একদিন অন্তরার গান শুনতে হবে—

অরুণা। তার আগে বাড়িতে একটা গানের আসর বসাতে হবে—সেখানে সঞ্চারী অন্তরা দু'জনেই গান গাইবে—

পিনাকি। যদি অন্তরার গানের গলা সঞ্চারীর থেকে ভালো হয়—তবে ওকে আর গান গাইতে দেওয়া হবে না—গলা টিপে ওর গানের গলা চিরতরে বন্ধ করে দেবো।

[গলা টেপার ভঙ্গিতে ছবি হয়, আলো নেভে]

নবম দৃশ্য

যুধিষ্ঠিরের বাড়ি

[বানেশ্বর ও প্রহ্লাদ আসে]

প্রহ্লাদ। কি বলছো বানেশ্বর দাদু।

বানেশ্বর। আমি ডু'আনি কে খুজতে রায় বাগানে গিয়ে যা দেখেছি—তাতে আমার পিলে চমকে গেছে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মদত্তিরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদত্তি—রাম রাম রাম—

প্রহ্লাদ। আমি তো প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় রায় বাগানে যাই, শিউলী গাছের তলাটা ঝাট দিয়ে পরিষ্কার করে দিই। কই আমি কোনদিন কিছু দেখিনি ?

বানেশ্বর। তুই বিশ্বাস কর পেল্লাদ—আমি মিছে কথা বলছি না।

প্রহ্লাদ। আমার কি মনে হয় জানো বানেশ্বর দাদু ?

বানেশ্বর। কি মনে হয় রে পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ। তোমার বয়েস হয়েছে, চোখে কম দেখ তাই তুমি কি দেখতে কি দেখেছো—ঠিক নেই।

[ডু'আনি এসে বলে]

ডু'আনি। তুই বল পেল্লাদ, আমি দাদুকে সেদিন থেকে বুঝিয়ে পারছি না—দাদু ঘুমের ঘোরে ভুত ভুত করে চেঁচিয়ে উঠছে—

প্রহ্লাদ। তাই নাকি—তাহলে তো সত্যিই চিন্তার ব্যাপার। চল বানেশ্বর দাদু, আজ সন্ধ্যেবেলায় রায় বাগানে গেয়ে দেখবো বাগানে ভুত না পেত্নী কি আছে।

বানেশ্বর। না—না—আমি যাব না—এবার আমায় দেখলে ঐ ব্রহ্মদত্তিটা

নির্ঘাত আমাকে গলাটিপে মেরে আমার রক্ত চুষে খাবে—ওরে বাবা সে কি
ভয়ঙ্কর দৃশ্য—রাম রাম রাম— [চলে যায়

ডু'আনি। হাঃ হাঃ হাঃ—বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে—

প্রহ্লাদ। না—না—কিছু একটা নিশ্চয়ই দেখেছে, না হলে এত ভয় পাবে
কেন।

ডু'আনি। পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ। আমি আজ সন্ধ্যেবেলায় রায় বাগানে গিয়ে বসে থাকবো, দেখবো
কি আছে রায় বাগানে— [চলে যায়।

ডু'আনি। পেল্লাদ শোন—তোর সঙ্গে কথা আছে—ছুরে চলে গেল। আমি
কোথায় ডু'টো মনের কথা বলবো বলে এলাম—সেটা বলতে না দিয়ে পেল্লাদ
চলে গেল। যত নষ্টের গোড়া আমার দাদু বাড়ি যাই—বুড়োকে দেখাবো মজা—
ভুত ভুত করে আমার জীবনটা জ্বালিয়ে দিল ঘাটের মরা— [প্রস্থানোদ্যত]

[লাঠি হাতে বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির এসে বলে]

যুধিষ্ঠির। ডু'আনি—তুই আমার বাড়িতে আবার এসেছিস?

ডু'আনি। সে তো দেকতেই পাচ্ছো গো বুড়ো—

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কেন এসেছিস, আমার বাড়িতে তুই কেনে আসিস?

ডু'আনি। তোমার নাতির সঙ্গে ডু'টো মনের কথা বলতে আসি গো
বুড়ো—

যুধিষ্ঠির। কি বললি—পেল্লাদ তোর সঙ্গে কথা বলে।

ডু'আনি। এখন একটা আধটা বলে, আগে আমার দিকে চাইতোই না।
এখন, আড় চোখে চায়।

যুধিষ্ঠির। তাতো চাইবেই রে ছুঁড়ী। তোদের মত ছুঁড়ীদের চোখই
হচ্ছে ছোঁড়া ধরার ফাঁদ। কিন্তু সাবধান—পেল্লাদকে আমি তোর ফাঁদে পড়তে
দেব না।

ডু'আনি। তাহলে কি এই ফাঁদে তুমি পড়বে বুড়ো?

যুধিষ্ঠির। [লাঠি উঁচকে] তবে রে শালী—এই লাঠির বাড়ি মেরে তোর ঠ্যাং
ডুটো আমি না ভাঙি তো আমার নাম যুধিষ্ঠিরই নয়।

ডু'আনি। দাদু!

যুধিষ্ঠির। উঃ—বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়—কুঁজি চায় চিত হয়ে শুতে!
তুই জানিস ডু'আনি—পেল্লাদ কে?

ডু'আনি। কে পেল্লাদ?

যুধিষ্ঠির। কে আবার, আমার নাতী। আমার ভাঙা ঘরের দুয়ারে বাঁধা
রাজ বাড়ীর হাতী। আমার সেই ক্ষেপা হাতীটাই তো বন জঙ্গলের বড় বড়
গাছের ডালপালা গুলো পট পট করে ভাঙবে।

ডু'আনি। দাদু!

যুধিষ্ঠির। এ কথা তুই বুঝবি না। এ কথা শুধু তিনি বোঝেন আর আমি
বুঝি। আর কেউ বোঝে না—আর কেউ না! [চলে যায়।

ডু'আনি। হুঁঃ—নাতীকে নিয়ে বুড়োর কি দেমাক—পেল্লাদকে ভদ্দর
লোকের ছেলের মত তৈরী করতে চায়—বাবুদের বাড়ীর ছেলের মত আদব
কায়দা শেখাতে চায়। কিন্তু বুড়ো তুমি কি জানো আমার মত জোয়ান মেয়েদের
কায়দার কাছে তোমার কায়দা একেবারে চিচিং ফাঁক?

[নিতাই এসে বলে]

নিতাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি সেই চিচিং ফাঁক দিয়েই ঢুকে পড়েছি!

ডু'আনি। তারমানে!

নিতাই। আর তুই আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবি না। এবার তোকে
মাদী হাঁস হতেই হবে।

ডু'আনি। কি—আমি মাদী হাঁস হব!

নিতাই। হ্যাঁ—তাকবি। প্যাঁক প্যাঁক। আমি বলব—দেখ দেখ।

[গলার মাদুলি পরে মাদুলি দেখায়। ছু'আনি হাসতে হাসতে বলে।

ছু'আনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওরে খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক শেয়াল—তাহলে শোন—

নিতাই। পরে শুনব, আগে তুই এদিকে তাকা।

ছু'আনি। তোকে ছাড়া আমি আর একদিনও বাঁচব নারে।

নিতাই। উঁহু বাবা—বশীকরনের মাদুলি।

ছু'আনি। কাছে আয়—আয় না।

নিতাই। যাই যাই—দাঁড়া না—

ছু'আনি। তোর চোখ দুটো কি মিষ্টি—

নিতাই। কত দিন পরে এলো বৃষ্টি—

ছু'আনি। শুধু বৃষ্টি এলো না রে মুখপোড়া, মিষ্টি করে একটা বাজও পড়লো।

[ছু'আনি নিতাইয়ের গালে চর মেরে চলে যায়]

নিতাই। কি—তুই বশ না হয়ে আমার গালে চর মেরে পালিয়ে গেলি! নেতাইকে তুই চিনিস না শালী—তোকে আজ রাতেই আমি—না, তোকে নয়, সেই শালা কামিক্ষে ঠাকুরকে ধরব। [প্রস্থানোদ্যত]

[কামাক্ষা আসে। সঙ্গে বাদল। কামাক্ষা বলে]

কামাক্ষা। ধ্যায়ে নিত্যং মহেশং রজত গিরি নিভং—

নিতাই। পয়সা ফেরত দাও।

কামাক্ষা। নিভং—

নিতাই। তারমানে?

কামাক্ষা। চারু চন্দ্র বতং শং রত্ন কল্পজ্জলাঙ্গং।

নিতাই। রাখো তোমার গং ঘং। তোমার বশীকরণের মাদুলি কিছু কাজ করেনি।

কামাক্ষা। কি করে কাজ করবে—তুই তো মাদুলিটা শুদ্ধ করে নিসনি।

নিতাই। সে কথা তো আমাকে বলনি!

কামাক্ষা। প্রসন্নম পদ্মাশনং—

বাদল। কামিক্ষে ঠাকুর!

কামাক্ষা। বাদলা, বাকি কথাই তুই বলে দে।

বাদল। তাহলে শোন নেতাই। ওস্তাদ বলছেন—

নিতাই। কি বলছেন?

বাদল। মাদুলিটা কালি মন্ত্রে শুদ্ধ করতে হবে।

নিতাই। কালি মন্ত্রে!

কামাক্ষা। কালি তন্ত্রে।

নিতাই। কিন্তু এখানে তো মা কালি নেই!

কামাক্ষা। ছু'আনিই হবে কালি।

নিতাই। এ্যা!

বাদল। আর তুমি হবে শিব।

নিতাই। শিব!

কামাক্ষা। হ্যাঁ—নেতাই শিবের বুকে পা দিয়ে ছু'আনি কালি হয়ে দাঁড়াবে।

নিতাই। কি ভাবে?

কামাক্ষা। বাদলা, তুই শিব হয়ে যা। আমি উলঙ্গিনী নৃত্য করতে করতে কালি হয়ে যাই।

[বাদল শিব হয়ে শুয়ে পড়ে, কামাক্ষা তার বুকে কালি হয়ে দাঁড়ায়, নেতাই বলে।]

নিতাই। মা-মাগো! আমার এই মাদুলিটা শুদ্ধ করে দাও।

কামাক্ষা। ব্যাস, তোর মাদুলি শুদ্ধ হয়ে গেল। এইবার এই শেক[illegible]

রাখ। এটা ঢু'আনিকে দেখালেই ঢু'আনি মা কালি হয়ে তোর বুকে দাঁড়াবে[illegible]

বাদল। তার কিছুক্ষণ পরেই কাজ শুরু হবে।

নিতাই। কাজটা কি রকম হবে?

কামাক্ষা। ঢু'আনি তোর বশ হয়ে যাবে। তুই তার হাত ধরবি, সে তো[illegible]

হাত ধরে গেয়ে উঠবে—

[কামাক্ষা মেয়েদের মত নাচতে-২ গায়]

গান

ওগো আমার প্রাণের বধূ
মধু খেতে আসবে কি—
আমি যে তোমার স্কুল কুমারী
আমায় ভাল বাসবে কি—

বাদল। ধিন তা ধিধি তিনা—তিন তা তিতি তিনা।

[কামাক্ষা নাচতে-২ গাইতে-২ বাদল মুখে বাজাতে-২ চলে যায়। নিতাই বলে]

নিতাই। ঢু'আনি! এবার তোকে দেখে নেব। বশ না হয়ে যাবি কোথ[illegible]

—বশ করে তোকে দুদিন কাছে রেখে তিন দিনের দিন—

[দুই পথে আসে প্রহ্লাদ ও ঢু'আনি। প্রহ্লাদ বলে]

প্রহ্লাদ। জানোয়ার দীপক চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দিবি তাই না?

নিতাই। পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ। আল্লাদ তোর বেরিয়ে যাবে রে গ্যাঞ্জাখোর নেতাই।

[illegible]াই। ঢু'আনি!

[illegible]াদ। ঢু'আনির সঙ্গে তুই খবর্দ্দার কথা বলবি না।

[illegible]াই। একশোবার বলব। ঢু'আনি আমার। ওর থেকে তোকে এক

[illegible] আমি ভাগ দেব না।

[illegible]াদ। তাহলে শোনরে নেতাই—কাল বাবুদের বাড়ীতে যেমন লাঠি

[illegible] লোকটার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি—আজ তোর মাথাটাও তেমনি

[illegible]টাব।

[illegible]াই। তাই নাকি রে শালা গেঁয়ো ভূত! ওই ছুঁড়িটার ছোঁয়া পেয়ে

[illegible]রীলে বড্ড তেল হয়েছে—তোর তেল চুকচুকুনি আমি ঘুচিয়ে দেব।

[illegible]াদ। তাহলে দে—দেরে লেড়ি কুত্তারবাচ্ছা। দীপক চৌধুরীর পায়ে

[illegible]াগানো হাতটা তুই এগিয়ে দে।

[প্রহ্লাদ নিতাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে ফেলে দিয়ে বুকে পা দিয়ে হাসতে থাকে]

[illegible]াদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[illegible]আনি। [প্রহ্লাদের হাত ধরে টেনে বলে] একি করছিস—ও মরে যাবে

[illegible]া নামিয়ে নে বলছি। তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি!

[ঢু'আনি ওকে সরিয়ে নেয় নিতাই পালাতে-২ বলে]

[illegible]াই। ঠিক আছে—আমি এর বদলা নেব পেল্লাদ। আজ যেমন তুই

[illegible] বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলি—তোর বুকেও তেমনি পা দিয়ে দাঁড়াবে

চৌধুরী। কথাটা যেন মনে রাখিস। [চলে যায়

[illegible]াদ। আরে যা যা—তোর দীপক চৌধুরীর নেশা আমি ভাঙব। তার

[illegible]নাকি চৌধুরীর বুকে বসে একখানা একখানা তার পাঁজরা খুলে নেব।

তারপর তোর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে কুত্তার মুখে ফেলে দিয়ে আমি পাগলের মত হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দু'আনি। চুপ কর—চুপ কর বলছি পেল্লাদ। এমন করছিস কেন? করে হাসছিস কেন? তুই বড্ড রেগে গেছিস। কি হয়েছে তোর?

প্রহ্লাদ। আমার—

দু'আনি। তুই আমার পাশে বস, আমি তোকে ভালবাসার গল্প শোনাব।

[দু'আনি ও প্রহ্লাদ পাশাপাশি বসে যুধিষ্ঠির এসে বলে]

যুধিষ্ঠির। উঠে আয়—উঠে আয় হতভাগা—ওই মেয়েটার কাছ থেকে উঠে আয়।

প্রহ্লাদ। দাদু! [উঠে যায়]

যুধিষ্ঠির। কোনদিন তুই ওই দু'আনির সঙ্গে মিশবি না।

দু'আনি। তবু তুমি আটকাতে পারবে না। একটা কথা কান দিয়ে শুনে নেবে—গাই বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেবে। [চলে যায়]

যুধিষ্ঠির। কি বললি দু'আনি ছুঁড়ি—

প্রহ্লাদ। তুমি আমাকে দু'আনির সঙ্গে মেলামেশা করতে দাও না কেন দাদু?

যুধিষ্ঠির। ওরে হতভাগা! ও হলো গিয়ে দু'আনি—আর তুই হচ্ছি টাকা—টাকার সঙ্গে কি দু'আনির মিল হয়!

প্রহ্লাদ। দাদু!

যুধিষ্ঠির। তোর বিয়ে হবে বড় বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে। তুই মটর গাড়ি চেপে বিয়ে করতে যাবি। কত বাজনা বাদ্দি বাজবে। লোকজন হৈচৈ করবে। তুই তখন সুন্দরী নাতবৌকে নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করবি। আর আমি—

প্রহ্লাদ। তুমি!

যুধিষ্ঠির। চাষে আলা বুড়ো গরুর মত জীবনের গোয়াল দুয়ারে শুয়ে সেই পুরনো দিনের জাবর কাটব। তুই তখন একবারও এই বুড়োটার দিকে ফিরেও চাইবি নারে হতভাগা—চাইবি না। [কান্না]

প্রহ্লাদ। দাদু—দাদু—মাঝে মাঝে তোমার কি হয় বলতো! এমন সব উল্টা পাল্টা কথা বল—আমি কিছুই বুঝতে পারি না। মাঝখান থেকে আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। আমি চাকর হয়ে বাবুদের সম্পর্কে আবল তাবল কথা বলে ফেলি।

যুধিষ্ঠির। পেল্লাদ!

প্রহ্লাদ। আমার মনে হয়—আমি চাকরের ছেলে নই, আমি ভুল করে চাকরের ছেলে হয়ে জন্মেছিলাম। চাকরের কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। চাকরের কাজ করতে আমার খুব কষ্ট হয়, কান্না পায় দাদু। তোমার কথা ভেবে আমাকে সব সহ্য করতে হয়! কিন্তু আমি আর পারছি না দাদু, আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। [কাঁদতে-২ চলে যায়।

যুধিষ্ঠির। কি করে সহ্য করতে পারবে খোকাবাবু, সবাই তোমায় চাকর যুধিষ্ঠিরের নাতি বলে জানলেও আমি তো জানি তুমি কে—তোমার গায়ে যে ভদ্দরলোকের রক্ত সেই রক্ত কি কখনও বেইমানী করে—করে না তাই সময় হলেই তোমার আসল পরিচয় আমি জানিয়ে দেবো কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কষ্ট হলেও চাকরের কাজ যে করতেই হবে—[প্রস্থানোদ্যত]

[বানেশ্বর এসে বলে]

বানেশ্বর। পেল্লাদ কাঁদছে কেন গো যুধিষ্ঠির খুড়ো?

যুধিষ্ঠির। কাঁদছে।

বানেশ্বর। হ্যাঁ—কেঁদে কেঁদে মুখটা লাল করে ফেলেছে। দু'আনি তাকে চুপ করাচ্ছে।

যুধিষ্ঠির। আবার ছু'আনি।

বানেশ্বর। তুমি এক কাজ কর যুধিষ্ঠির খুড়ো—ছু'আনির সঙ্গে নাতি পেল্লাদের বিয়ে দিয়ে দাও।

যুধিষ্ঠির। না—তা হয় নারে বানেশ্বর—তা হয় না।

বানেশ্বর। কেন হয় না—ওরা তো দুজনেই দুজনের পার্টি ঘর। দাস আর ছু'আনিও দাস।

যুধিষ্ঠির। চুপ কর—চুপ কর তো বানেশ্বর।

বানেশ্বর। তোমার নাতি ফরসা বলে তোমার খুব অহংকার তাই কিন্তু তুমি আমার একটা কথার উত্তর দেবে যুধিষ্ঠির খুড়ো—তোমার ছেলে ছেলের বৌ তো দুজনেই কালো ছিল। মানুষ হিসেবেও ভালো ছিল। তোমার নাতির এমন ধল হলো কি করে? বাবুদের বাড়ীর ছেলের মত হলো কি করে? তাহলে কি তোমার নাতি পেল্লাদ তোমার আসল নাতি

যুধিষ্ঠির। তবে রে হারামজাদা বানেশ্বর—আজ তোর একদিন কি একদিন। আমার নাতি আসল নাতি নয়? পাগল কোথাকার কোথাকার—তোকে আজ আমি মেরেই ফেলব—মেরে শেষ করে দেব।

বানেশ্বর। খবর্দ্দার—

[দুই বুড়ো হাতা হাতি করে। বানেশ্বর পড়ে যায়। যুধিষ্ঠির ভুল বুঝতে পেরে বলে]

যুধিষ্ঠির। ভুল হয়ে গেছে। বাবুদের বাড়ীর পুরণো চাকর এই যুধি ভুল হয়ে গেছে। ওঠ—ওঠ রে বানেশ্বর। আমি তোর পায়ের ধুলো নিচ্ছি। তুই তোর যুধিষ্ঠির খুড়োকে ক্ষমা করে দে—ক্ষমা করে দে।

[যুধিষ্ঠির বানেশ্বরকে তুলে, ধূলো ঝেড়ে দিয়ে তার হাত ধরে ক্ষমা চায়। আলো নেভে।

দশম দৃশ্য

চৌধুরী কটেজ সংলগ্ন মঞ্চ

[আগে অন্তরা পিছনে সঞ্চারী আসে]

অন্তরা। না—না—সঞ্চারী আজকের ফাংশানে আমি কিছুতেই গান গাইবো না।

সঞ্চারী। আমার বাবা মা না জানলেও তুই তো আবীরদার কাছে গান শিখিস, তাহলে কেন তুই ফাংশানে গান গাইবি না। গান তোকে গাইতেই হবে অন্তরাদি।

অন্তরা। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। আজকের গানের কমপিটিশানে আমাকে হারিয়ে দিয়ে আমার বাবা মায়ের নাকে ঝামা ঘসে দিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে যে আমার চেয়ে তুই অনেক ভালো গাইতে পারিস।

অন্তরা। না—না—আমি জিততে চাইনা। তুই সবাইকে জানিয়েদে—আজকের গানের কমপিটিশানে আমি গান গাইবো না।

[আবীর এসে বলে]

আবীর। কি বলছো অন্তরা। পিনাকি কাকা, অরুনা কাকীমা কত সাধ করে তোমার গান শুনতে চেয়েছেন—তোমার গানের গলা কত সুন্দর তা প্রচার করার জন্যে এত টাকা খরচ করে এই মঞ্চে গানের কমপিটিশানের আয়োজন করেছেন, আর তুমি বলছো গান গাইবো না।

সঞ্চারী। আবীরদা।

আবীর। তুমি প্রথমে রাজী হওনি, কিন্তু পরে তুমি আমাকে গান গাইবে

বলে কথা দিয়েছো—কাজেই আজ যদি ফাংশানে গান না গাও তাহলে সকলে[র] কাছে আমি ছোট হয়ে যাব।

অন্তরা। ছোট হয়ে যাবেন।

সঞ্চারী। তা হবে না। নীলাদ্রিবাবুর অনুরোধে উনি তোকে স্পেশা[ল] কেয়ার নিয়ে গান শেখাচ্ছেন।

অন্তরা। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। তাছাড়া তুই কেন বুঝছিস না অন্তরাদি যে আজকে[র] প্রতিযোগিতায় জেতার ওপর নির্ভর করছে তোর জীবন-যৌবন ভবিষ্যৎ।

অন্তরা। ভবিষ্যৎ—

আবীর। সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ, স্বপ্নময় একটা ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যতের স্ব[প্ন] তুমি মনে মনে অনেক আগেই দেখে ফেলেছো। যে স্বপ্নের সীমানার মধ্যে আ[র] কারও প্রবেশর অধিকার নেই।

সঞ্চারী। আবীরদা, আপনি কি তাহলে—

আবীর। না—না—আজ আর কোন কথা নয়। তুমি জানো না সঞ্চারী অন্তরা নিজে আমাকে বলেছে—নীলাদ্রি বাবুর সঙ্গে ওর ভালবাসার বাসা বেঁধে দিতে তাই অন্তরাকে জিততেই হবে।

অন্তরা। কিন্তু সঞ্চারীর সঙ্গে গানের কমপিটিশানে আমি জিতবো কি করে? সঞ্চারী তো আমার থেকে ভালো গায়!

সঞ্চারী। আরে বাবা—আমি প্রথমে গান গাইতে গিয়ে ভাল গান গাইবো না, গানের বাণী ভুলে গিয়ে উল্টো পাল্টা বাণী বলে দেবো—কাশতে কাশতে বমি করতে করতে উঠে পড়বো, তারপর তুই গান গাইবি। আর তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে তুই আমার থেকে ভালো গাইতে পারিস—

অন্তরা। কি বলছিস সঞ্চারী তুই আমাকে জেতাবার জন্যে এত কাণ্ড করবি! তুই আমাকে ভালবাসিস!

সঞ্চারী। অন্তরাদি, তোকে আমি কতখানি ভালবাসি সেকথা আমি তোকে বোঝাতে পারবো না। অন্তরাদি, আমার বাবা মা আসছে, এবারে একটু অভিনয় করতে হবে।

আবীর। হ্যাঁ, দারুণ অভিনয় করতে হবে, নাও শুরু কর, সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠো—হাঃ হাঃ হাঃ—

অন্তরা। হাঃ হাঃ হাঃ—

[পিনাকি ও অরুণা এসে বলে]

অরুণা। বাঃ বাঃ—ফাংশানে গান শুনবে বলে কত লোক মঞ্চের সামনে তখন থেকে বসে আছে আর তোমরা হাসাহাসি করছো!

পিনাকি। আবীর, গানের কমপিটিশান কখন শুরু হবে—

আবীর। সঞ্চারী কারসঙ্গে গানের কমপিটিশান করবে কাকাবাবু?

অরুণা। কেন, গানের পাপিয়া কুমারী অন্তরার সঙ্গে। ওর নাকি রক্তে সুর আছে, ওর মায়ের মত কণ্ঠ পেয়েছে—

আবীর। একথা আমি কোনদিন বলিনি কাকীমা—

[দীপক এসে বলে]

দীপক। কোন সাহসে বলবে, কণ্ঠ তো কাকের মত কা কা—

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ—

[অংশুমান এসে বলে]

অংশুমান। কি হলো আবীরদা, শ্রোতারা যে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে, এবার ফাংশান শুরু করে দিন—

আবীর। হ্যাঁ—শুরু করবো, এখনও তো নীলাদ্রি বাবু এসে পৌছায়নি।

[প্রহ্লাদ এসে বলে]

প্রহ্লাদ। এসে গেছে, নীলাদ্রি জামাইবাবু গাড়ী থেকে নেমে এদিকেই আসছে।

দীপক। এ্যাই প্রহ্লাদ, চুপ করে বস—

প্রহ্লাদ। বসছি—বসছি— [একপাশে বসে]

[যুধিষ্ঠির ও বানেশ্বর আসে]

যুধিষ্ঠির। আমরা কোথায় বসব, আমরা—

প্রহ্লাদ। ও দাদু, তোমরা আমার পাশে বস।

যুধিষ্ঠির। কইয়ে বানেশ্বর বস, বস— [দুজনে প্রহ্লাদের পাশে বসে]

পিনাকি। [বানেশ্বরকে] কিরে তুই বানেশ্বর না?

বানেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আমি বানেশ্বর, আপনার সেই পুরনো চাকর, মনে আছে—আপনার সব কথা মনে আছে—

পিনাকি। শুনে ছিলাম তুই পাগল হয়ে গিয়েছিলি—তাহলে সে কথা কি মিথ্যে?

যুধিষ্ঠির। না—না বাবু মিথ্যে নয়। ও ব্যাটা পাগলই তো। দিনরাত ভুত দেখে আর আবোল তাবোল বকে। আপনাদের বাড়ির সামনে গানের আসর বসছে শুনে আমি বললাম—চল পাগলা বানেশ্বর বাবুদের বাড়িতে গান শুনে আসি চল।

আবীর। আপনারা সবাই চুপ করে বসুন, আমরা আজকের গানের লড়াই শুরু করছি—

নীলাদ্রি। হ্যাঁ, শুরু করুন আবীরবাবু আমি এসে গেছি—

পিনাকি ও অরুণা। এসো এসো নীলাদ্রি এসো—

[ওরা সকলে মঞ্চের পাশে বসে, আবীর বলে]

আবীর। মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, আমি আজকের ফাংশান শুরু করছি।

আজকের অনুষ্ঠানে গান গাইবে কুমারী অন্তরা ও কুমারী সঞ্চারী—প্রথমে গান গাইবে কুমারী সঞ্চারী—সঞ্চারী শুরু কর—

সঞ্চারী। [গলা ঝেড়ে] নমস্কার। আমি একটি রাগ প্রধান গান গাইছি—যে গানটি আমার মাষ্টারমশাই আমাকে শিখিয়েছেন—

[গানের আগে মালকোষ রাগে একটু আলাপ করে—আ—]

গান

পঞ্চ প্রদীপ জ্বালি
কে করে গো আরতি—
কাঁসর ঘণ্টা বাজে
নেই তার বিরতি—
দ্রিমিকি দ্রিমিকি তালে—

[গানের বাণী ভুলে যায়—এক কথা বার বার বলে]

সকলে। সঞ্চারী—

আবীর। কি হলো—গানের বাণী ভুলে গেছো?

[সঞ্চারী আবার গাইবার চেষ্টা করে গাইতে না পারায় অভিনয় করে উল্টো বাণী বলে—সুর ভুল করে কাশতে থাকে, ওয়াক তোলে]

সকলে। সঞ্চারী—

দর্শক। বন্ধ করুন—ওর গান আমরা শুনতে চাইনা—

আবীর। অন্তরা, তুমি শুরু কর—

[অন্তরা গায়]

গান

অন্তরা।
পঞ্চ প্রদীপ জ্বালি
কে করে গো আরতি
কাঁসর ঘণ্টা বাজে
নেই তার বিরতি

দর্শক। বাঃ—বাঃ—

ড্রিমিকি ড্রিমিকি তালে
বাজিছে মৃদঙ্গ
থর থর কাঁপে তাই
পূজারিণী অঙ্গ
ত্রিভঙ্গ অনঙ্গ, লভি সুখ সঙ্গ
অঙ্গ ভঙ্গি করে
পেয়ে প্রেম জ্যোতি
পঞ্চ প্রদীপ জ্বালি
কে করে গো আরতি

দর্শক। বাঃ—বাঃ—দারুণ, দারুণ, জবাব নেই—

[সকলে হাততালি দেয়]

[পিনাকি অরুণা, দীপক রেগে যায় কিন্তু সবার মাঝে ওদেরও হাততালি দেয়]

সকলে। বাঃ বাঃ—খুব ভাল গেয়েছে—

পিনাকি। অন্তরার গানের গলা সত্যিই ভালো—

সঞ্চারী। নীলাদ্রি বাবু, আপনি কিছু বলবেন না?

নীলাদ্রি। হ্যাঁ, আজ আমি সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করছি—আজকের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিজয়িনী অন্তরাকে আমি আমার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করবো—

[সকলে হাততালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়, দৃশ্য ছবি হয়, আলো নেভে অন্তরা ছাড়া সকলে চলে যায়]

একাদশ দৃশ্য

অন্তরার ঘর

[আলো জ্বললে অন্তরা জোড় হাত করে বলে]

অন্তরা। ভগবান আমাকে রক্ষা করেছে। রক্ষা করেছে আমার মা বাবার আশীর্বাদ আজকের এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে। বাবা মা! তোমরা স্বর্গ থেকে তোমাদের মেয়েকে চিরকাল আশীর্বাদ করো আশীর্বাদ করো সঞ্চারিকেও। কারণ—সে আমাকে সাহায্য না করলে আমি জিততে পারতাম না। সে যেমন কথা রেখেছে, তেমনি কথা রেখেছেন আবীরদা। ওদের দুজনের সাহায্যে নীলাদ্রির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। বিয়ের পরে আমাকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু এই বাড়ী ছেড়ে আমি কি করে যাব—এ বাড়ীর এখানে সেখানেই তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আমার মা বাবা ভাই মেঘমল্লারের হাজারও স্মৃতি—আঃ—কি ক্লান্তি—অনেক রাত হয়েছে—এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

[এক মুঠো শিউলী ফুল নিয়ে প্রহ্লাদ এসে বলে]

প্রহ্লাদ। দিদিমণি—ও দিদিমণি!

অন্তরা। কে—

প্রহ্লাদ। আমি প্রহ্লাদ।

অন্তরা। প্রহ্লাদ! তুমি তাহলে বাড়ী যাওনি?

প্রহ্লাদ। যাচ্ছিলাম আপনার গান শুনে এক বুক আনন্দ নিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় দাদু বললে—পেল্লাদ, কিছু শিউলী ফুল কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তোর দিদিমণির হাতে দিয়ে আয়, আর বলে আয়—দিদি! এটা তোমার মায়ের আশীর্বাদ।

অন্তরা। ওরে প্রহ্লাদ! আমায় মায়ের আশীর্বাদ আমার মাথায় তুলে দে।

[প্রহ্লাদ অন্তরার মাথায় শিউলী ফুল দেয়, তারপর বলে]

প্রহ্লাদ। আমি আর তোমাকে দিদিমণি বলব না।

অন্তরা। তবে কি বলবি ?

প্রহ্লাদ। দিদি বলব। দিদি।

অন্তরা। প্রহ্লাদ !

প্রহ্লাদ। ও দিদি—দিদি গো। তোমার বিয়ের সময় আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে একটা নতুন জামা কাপড় নেব।

অন্তরা। প্রহ্লাদ !

প্রহ্লাদ। সেই নতুন জামা কাপড় পরে তোমার বিয়ের জিনিষ পত্র এই এমনি করে মাথায় নিয়ে তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুর বাড়ী যাব। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে আমাকে দ্বারোয়ান বলে, চাকর বলে তাড়িয়ে দেবে নাতো দিদি ? বল না দিদি—দিদি গো—বল না বল না— [কাঁদতে-২ চলে যায়।

অন্তরা। ওরে প্রহ্লাদ ! তুই শুনে যা—ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল—আমার কথা শুনে গেল না।

[সোনার হার নিয়ে পিনাকি ও অরুনা আসে]

পিনাকি ও অরুনা। অন্তরা !

অন্তরা। কাকা—কাকীমা ! আপনারা এত রাত্রে—

অরুণা। থাকতে পারলাম না মা অন্তরা, তোর বাবা মায়ের মুখ দুটো মনে পড়ে গেল।

পিনাকি। মনে পড়ে গেল মানে—বুকটা কেমন মুজড়ে মুজড়ে উঠলো।

অরুনা। তা উঠবে না কেন গো—সঞ্চারিকে হারিয়ে দিয়ে অন্তরা মা জিতেছে। একি কম আনন্দের কথা !

অন্তরা। কাকীমা !

পিনাকি। তোর কাকীমা তো আহ্লাদে একেবারে আটখানা।

অন্তরা। আর আপনি ?

অরুনা। তোর কাকা ? সেই তখন থেকে শুধু বোকার মত কাঁদছে আর কাঁদছে। তাই আমি বললাম—কাঁদছো কেন গো—চল না, মেয়েটাকে কিছু উপহার দিয়ে আসি।

অন্তরা। উপহার !

পিনাকি। সোনার হার—হীরে পান্না সেটিং করা সোনার হার।

অরুনা। ওই হারটা সঞ্চারির জন্যে কিনেছিলাম।

পিনাকি। কিন্তু তুই জিতেছিস বলে...

অরুনা। তোর গলাতেই পরিয়ে দিতে এলাম।

পিনাকি ও অরুনা। ভাবলাম—অন্তরাও তো আমাদের মেয়ের মত।

অন্তরা। কাকীমা !

অরুনা। আয় তো মা—এই হারটা পরে তোকে কেমন মানায় একবার দেখি।

পিনাকি। জেতার উপহার, হার তো।

[অরুনা অন্তরার গলায় হার পরিয়ে দিয়ে গলাটিপে ধরে। অন্তরা ছাড়াবার চেষ্টা করে বলে]

অন্তরা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি—

অরুনা। ছেড়ে দেব—শয়তানী মেয়ে কোথাকার।

পিনাকি। তোর গলাটিপে একেবারে শেষ করে দেব।

অন্তরা। আঃ—মাগো মা—

[পিনাকি ও অরুনা অন্তরাকে ফেলে দিয়ে তার গলা টিপে ধরে। অন্তরা জ্ঞান হারায়, বিদ্যুৎ চমকায়। সহসা কাপড় ঢাকা দিয়ে লক্ষ্মীকান্ত এসে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বলছি—আমার মেয়েকে তোরা ছেড়ে দে। নাহলে এখনি আমি তোদের গলা টিপে মারবো—তারপর তোদের বুকে বসে হাড় পাঁজরা গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব—চুষে চুষে খাব—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পিনাকি ও অরুনা। কে তুমি!

লক্ষ্মীকান্ত। কে তুই—জিজ্ঞাসা করছিস! আমাকে চিনিস না? তাহলে দেখ—দেখ আমি কে—পিনাকি চৌধুরী! শয়তানী অরুনা—বেশ ভালো করে চেয়ে দেখ আমাকে চিনতে পারিস কিনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [মুখের ঢাকা খোলে]।

পিনাকি ও অরুনা। একি—কে তুমি—

লক্ষ্মীকান্ত। আমি লক্ষ্মীকান্তর প্রেতাত্মা—প্রেতছায়া হয়ে কুড়ি বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রতিশোধ চাই প্রতিশোধ।

পিনাকি ও অরুনা। না।

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যাঁ—আমাকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ—মায়াবতীকে মেরে ফেলার প্রতিশোধ—আমার মেঘমল্লারকে মেরে দেওয়ার প্রতিশোধ—অন্তরাকে মারতে চাওয়ার প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পিনাকি ও অরুনা। না—না— [পালাতে যায়]

লক্ষ্মীকান্ত। কোথায় পালাবি—আমি তোদের ছুঁয়ে দেব।

অরুনা। না—

লক্ষ্মীকান্ত। ছুঁয়ে দেব। তারপর ঘাড় মটকে রক্ত খাব। পেট থেকে তোদের নাড়ি ভুঁড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ে খাব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অরুনা। পালিয়ে এসো—ঐ ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচতে চাও তো পালিয়ে এসো— [চলে যায়।

পিনাকি। দাঁড়া শয়তান—আমার পিস্তলটা নিয়ে আসি—তারপর দেখবো তুই সত্যিই প্রেতাত্মা না প্রেতাত্মারূপী কোন জানোয়ার।

লক্ষ্মীকান্ত। শয়তান পিনাকী আমাকে মারবার জন্যে পিস্তল আনতে গেল। ওরা আসার আগেই আমাকে পালাতে হবে—কিন্তু অন্তরাকে ঐ অবস্থায় রেখে আমি যাই কি করে! অন্তরা—অন্তরা—

[অন্তরার জ্ঞান ফিরে আসে, উঠে বসে লক্ষ্মীকান্তকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে কিন্তু কথা বলতে পারে না]

অন্তরা। [বোবার মত] আঃ—আঃ—[ভয়ে চিৎকার করে]

লক্ষ্মীকান্ত। ভয় পাস না—ভয় পাসনা মা—আমি তোর বাবা।

অন্তরা। [ভয়ে, চিৎকার করে] না— [বোবার মত আঙ্গিক]

লক্ষ্মীকান্ত। অন্তরা আমাকে চিনতে পারছে না—কিন্তু ও কথা বলতে পারছে না কেন। অন্তরা মা, কথা বল—

অন্তরা। [গলায় হাত দিয়ে] আঃ—

লক্ষ্মীকান্ত। [অন্তরার গলায় হাত দিয়ে] তোর গলায় কি হয়েছে মা? তুই কথা বলছিস না কেন?

অন্তরা। [ছট ফট করে] আঃ—

[দীপক এসে বলে]

দীপক। কি হয়েছে—কি হয়েছে অন্তরা—

[লক্ষ্মীকান্ত দীপকের দিকে তাকায়। দীপক লক্ষ্মীকান্তকে দেখে ভয় পায়]

দীপক। ওকি—কে তুমি—

লক্ষ্মীকান্ত। আমি তোর যম [এগিয়ে যায়]

দীপক। [ভয়ে পালাতে পালাতে] ভূ—উ—ত—ভূ—উ—ত ! বাঁচাও—বাঁচাও— [দৌড়ে চলে যায়]

অন্তরা। আঃ—

দীপক। ওরা সবাই আমাকে ভূত মনে করে ভয়ে পালিয়ে গেছে, লোকজন জুটিয়ে নিয়ে আমাকে মারবার জন্যে ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে—না না আমি পালিয়ে যাব—অন্তরা—পরে দেখা হবে। [চলে যায়]

অন্তরা। আঃ—আঃ— [কথা বলার অনেক চেষ্টা করে]

[অন্য পথে বিভলবার হাতে পিনাকি, অরুনা, দীপক, সঞ্চারী সকলে দৌড়ে আসে]

সকলে। অন্তরা—অন্তরা—ওই তো অন্তরা—

পিনাকি। কিন্তু শয়তানটা কোথায় গেল।

দীপক। নিশ্চয়ই পালিয়েছে।

অন্তরা। [বোবার মত] এ্যা—

সঞ্চারী। কিন্তু অন্তরাদি অমন করছে কেন? ওকথা বলতে পারছে না কেন—অন্তরাদি—

[অন্তরার কাছে যেতে যায় পিনাকি সঞ্চারীকে ধরে বলে]

পিনাকি। যাস না—যাস না সঞ্চারী, ওকে ভূতে পেয়েছে।

সঞ্চারী। কি বলছো বাবা!

দীপক। বাবা ঠিক কথাই বলেছে—আমি নিজের চোখে ভূতটাকে গলা টিপতে দেখে ভয়ে পালিয়েছিলাম।

সঞ্চারী। দাদা।

পিনাকি। ওর বাবা লক্ষ্মীকান্তর প্রেতাত্মা শুধু ওর ওপর ভরই করেনি, ওকে গলা টিপে বোবা করে দিয়ে গেছে।

অরুনা। আহারে! কি কপাল মেয়েটার! ছেলেবেলায় বাবা মা ভাইকে হারালো, আমরা ওকে কত কষ্ট করে খাইয়ে পড়িয়ে এতবড় করলাম—নীলাদ্রির মত ভালো ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল আর শেষে কিনা ওর শয়তান বাবার প্রেতাত্মা ওর গলা টিপে বোবা করে দিয়ে গেল। এখন ওই বোবা ভূতে পাওয়া অনাথা মেয়েকে নিয়ে আমি কি করবো—তুমি বলে দাও ভগবান তুমি বলে দাও—[কান্না]

অন্তরা। [অন্তরা রেগে অরুণার দিকে এগিয়ে আসে] এ্যা—

অরুনা। মাগো—[ভয়ে পিছিয়ে যায়]

পিনাকি। খবরদার—আমাদের দিকে এগিয়ে আসবি না—আর এক পা এগিয়ে এলে গুলি করে শেষ করে দেবো।

সঞ্চারী। না—না বাবা—অন্তরাদিকে তুমি মেরো না [পায়ে ধরে]

অন্তরা। [অন্তরা হাহাকার করে কাঁদে] আঃ—আঃ—[চুল খামচায়]

দীপক। ওই দেখ—ও কেমন নিজের চুল ছিঁড়ছে দেখ—

অরুনা। পালিয়ে চল—পালিয়ে চল—

[পিনাকি সহ সবাই প্রস্থানোদ্যত, সঞ্চারী অন্তরার কাছে যেতে যায়]

সঞ্চারী। অন্তরাদি—

অন্তরা। আ—[হাত বাড়ায়]

[সকলে সঞ্চারীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়, অন্তরা বোবার আর্তিকে হাহাকার করে, নেপথ্যে গান ভেসে আসে]

গান

প্রানের পাপিয়া
বোবা হয়ে গেছে
আর কি গাবে না গান
ভালবাসা যার ভালবাসা ছিল
] সেথা] ব্যথা আজ অফুরান।

সঞ্চারী। অন্তরাদি—

অন্তরা। আঃ—

[অন্তরা মাটিতে পড়ে সঞ্চারীর দিকে হাত বাড়িয়ে হাহাকার করে, সঞ্চারী অন্তরার দিকে যেতে যায়, সকলে সঞ্চারীকে টেনে ধরে দৃশ্য ছবি হয়]

দ্বাদশ দৃশ্য

আবীরের বাড়ি

[উত্তেজিত প্রহ্লাদ ও অংশুমান আসে]

অংশুমান। কি বলছো প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। হ্যাঁ অংশুমান দাদা, আমার দিদি শুধু বোবা হয়েই যায়নি দিদিকে ভূতে পেয়েছে—ভূতে।

অংশুমান। পাগলের মত কি উল্টো পাল্টা বকছো প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ। উল্টো পাল্টা কথা আমি বলছি না অংশুমান দাদা। খবরটা পেয়েই আমি সকাল বেলায় দিদির কাছে ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে দিদির কাছে যেতে দিল না—

অংশুমান। প্রহ্লাদ—

প্রহ্লাদ। আমি দূর থেকে দেখলাম—আমার দিদি কেমন পাগলের মত হয়ে গেছে, বোবার মত আকারে ইঙ্গিতে দিদি কি বলতে চাইছে কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

অংশুমান। তারপর—

প্রহ্লাদ। আমি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি যে কাল রাত্রেও আমার দিদির সঙ্গে কত কথা বলেছি—আমার সেই দিদির এই অবস্থা কি করে হলো?

অংশুমান। তার উত্তরে ওরা কি বললো—

প্রহ্লাদ। পিনাকি বাবু বলল—তোর দিদিকে ওর বাবার ভূতে পেয়েছে—ওর বাবার প্রেতাত্মা ওকে গলাটিপে বোবা করে দিয়েছে।

অংশুমান। মিথ্যা কথা বলেছে—ওরা তোমায় মিথ্যা কথা বলেছে।

প্রহ্লাদ। কিন্তু পিনাকি বাবু, গিন্নিমা দীপক বাবু বলল—ওরা নিজের চোখে প্রেতাত্মাটাকে দেখেছে—

অংশুমান। ওদের কথা তুমি বিশ্বাস করছো।

প্রহ্লাদ। আমি বিশ্বাস না করলেও—নিতাই হ'আনি, বানেশ্বর দাদু আমার পাড়ার লোক সবাই পিনাকি বাবুর কথা বিশ্বাস করেছে, ওরা ভূত ছাড়াবার জন্যে কামাক্ষা ওঝার কাছে খবর দিতে গেছে।

অংশুমান। তোমাদের পাড়ার লোকেরা অশিক্ষিত বোকা মানুষ, ওরা ভূত প্রেত বিশ্বাস করে, তাই তাদের অন্ধ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে পিনাকি চৌধুরী একটা মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণ করতে চাইছে—কিন্তু আমরা এটা মেনে নেবো না।

প্রহ্লাদ। অংশুমানদা।

অংশুমান। তুমি নীলাদ্রি বাবুকে একটা খবর দাও কারণ, অন্তরা তার ভাবী স্ত্রী—এ ব্যাপারে তারই সব থেকে আগে প্রতিবাদ করা উচিত।

প্রহ্লাদ। নীলাদ্রি বাবু অনেক আগেই খবরটা পেয়েছে।

অংশুমান। নীলাদ্রি বাবু নিশ্চয়ই পিনাকি চৌধুরীর কাছে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে?

প্রহ্লাদ। প্রতিবাদ করা তো দূরে কথা—বেইমানটা দিদিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে সঞ্চারী দিদিমণিকে বিয়ে করতে চায়।

অংশুমান। কি বলছো প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ। তাইতো আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি অংশুমানদা। দয়া করে দিদির চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন না হলে আমার দিদি পাগল হয়ে যাবে—নয়তো আত্মহত্যা করবে। [কান্না]

অংশুমান। প্রহ্লাদ—

প্রহ্লাদ। বাঁচান ডাক্তার দাদা—আমার দিদিকে আপনারা বাঁচান।

অংশুমান। তুমি যাও প্রহ্লাদ। আমি আবীরদাকে সঙ্গে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচ্ছি।

প্রহ্লাদ। তাড়াতাড়ি আসবেন ডাক্তারদাদা, দেরী হয়ে গেলে আমার দিদিকে আমি বাঁচাতে পারবো না। [কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়]

অংশুমান। ভূত প্রেত আমি বিশ্বাস করি না—কাজেই অন্তরার বাবার প্রেতাত্মা যে অন্তরার গলাটিপে ধরে অন্তরাকে বোবা করে দিয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। আবীরদা আসুক দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসবো। আবীরদা ঘটনাটা শুনেছে কিনা কে জানে। আবীরদা যদি ব্যাপারটা শোনে তাহলে খুব ব্যথা পাবে। কারণ আমি তো জানি—আবীরদা এখনও মনে মনে অন্তরাকে কতখানি ভালবাসে।

[সুবীর এসে বলে]

সুবীর। আবীর যদি অন্তরাকে ভালবেসেই থাকে তাহলে সে অন্তরার সঙ্গে নীলাদ্রি বাবুর বিয়ের যোগাযোগ করেছিল কেন ?

অংশুমান। আবীরদা অন্তরাকে অনেকখানি ভালবাসে বলেই অনেক সহজেই অন্তরাকে দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছিল।

সুবীর। অংশুমান—

অংশুমান। প্রকৃত প্রেম যে শুধু হারাতেই চায় সুবীরদা, লোভে লালসায় উন্মত্ত হয়ে কাছে পেতে চায় না—দূরে দূরে সরে গিয়ে শুধু মুঠো মুঠো কুড়িয়ে নিতে চায় ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি।

সুবীর। বাজে কথা, আজকের দুনিয়ায় ওসব ভালবাসা ফালবাসা কিচ্ছু নেই।

অংশুমান। ভালবাসা নেই ?

সুবীর। কোথায় আছে ভালবাসা ? ভালবাসা যদি থাকতো—অন্তরা বোবা হয়ে গেছে দেখে তার ভালবাসার নায়ক নীলাদ্রিবাবু অন্তরাকে বিয়ে করার কথা দিয়েও কথা ফিরিয়ে নিতে পারতো ?

অংশুমান। লোকটার কি মনুষ্যত্ব নেই !

সুবীর। মনুষ্যত্ব—হাঃ হাঃ হাঃ—এই ইলেকট্রনিকসের যুগে ওই মনুষ্যত্ব শব্দটা এখন আমসত্ত হয়ে গেছে—যে পারছে সে চুষে চুষে খাচ্ছে।

অংশুমান। সুবীরদা !

সুবীর। হাঃ হাঃ হাঃ—শোন অংশুমান, বাঙালী জাতটা কাব্য করেই মরেছে, ভালবাসার দায় দিতে গিয়ে ভিখারী হয়ে গেছে। যতদিন না বাঙালীরা তাদের বাঙালী প্যাটার্ণ ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারবে, ততদিন তারা অবাঙালীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক কমপিটিশনে পেরে উঠবে না। তোমরা দেখতে পাচ্ছো না—কর্তব্য আর ভালবাসার ভাবে বিভোর হয়ে কত বাঙালী ছেলে আজ দেবদাস আর কত বাঙালী মেয়ে আজ পার্ব্বতী হয়ে বসে আছে ?

অংশুমান। তবে কি বাঙালী মেয়েরা চন্দ্রমুখী আর বাঙালী ছেলেরা হবে চুনীলাল ?

সুবীর। হতে হবে। কারণ এটা ১৩৯৭ সাল—সভ্যতার বৈকাল। যদি বাঁচতে চাও তো এখনও চরিত্র বিক্রী কর। আবীরকে বোঝাও—এদেশের অনেক

ছেলের বাপ দাদারা যেমন বেশ কিছু শিক্ষিত ছাগল পুষে রেখে দিয়েছে পণ প্রথার স্বপার মার্কেটে সে ছাগল বেচে দিয়ে টাকা কিনব বলে, আমিও তেমনি অপেক্ষা করে আছি সঙ্কারির সঙ্গে আবীরের বিয়ে দেখার আশায়।

অংশুমান। আপনার ওই আশা—আশা নয় কুয়াশা। তাই কুয়াশার অন্ধকারে নিজের মূর্তি আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন না।

সুবীর। অংশুমান!

অংশুমান। বয়েস তো অনেক হলো, এবার মানুষের চরিত্রে ফিরুন।

সুবীর। তারমানে, তুমি আমার চরিত্র নিয়ে কথা বললে!

অংশুমান। এলিফ্যান্ট দেখেছেন সুবীরদা এলিফ্যান্ট? অর্থাৎ হাতি—যার বড় বড় পা বড় বড় কান, বিরাট একটা শুঁড়, কিন্তু চোখ দুটো তার একেবারেই ছোট্ট। আপনার চরিত্রটাও তেমনি।

সুবীর। অংশুমান!

অংশুমান। নিজের চরিত্রের নোংরা গন্ধ আপনি নিজের নাক দিয়েই শোঁকেন, তাই ভালবাসার বিশাল পৃথিবীকে আপনি হাতির মত ছোট্ট চোখ দিয়েই দেখেন।

[চলে যায়।

সুবীর। এ যুগের এই আমতেল মার্কা ঝাঁতেল গুলো যদি রবি ঠাকুরের যুগে জন্মাতো, তাহলে রবি ঠাকুর আর বিশ্বকবি হতে পারতো না। যেমন আমি পারছি না আমার সংসারটাকে মনের মত করে গড়ে তুলতে। কিন্তু না, হাল ছাড়লে হবে না, যেমন করেই হোক আবীরের ভালবাসার লাইনে সঙ্কারির ভালবাসার মালগাড়ীটাকে নিয়ে আসতেই হবে। ওই গাড়ীটা এলে অনেক মাল আসবে। টাকা সোনা টেপ টিভি ভিসিআর আলমারী গাড়ী বাড়ী—পিনাকি চৌধুরীর টোটাল সম্পত্তির অর্দ্ধেক। অন্তরা বোবা হয়ে গেছে, এই তার স্বর্ণ সুযোগ।

[সঙ্কারি আবীরকে ডাকতে-২ ছুটতে-২ এসে বলে]

সঙ্কারি। আবীরদা—আবীরদা—আবীরদা কোথায় সুবীরবাবু? তাঁর সঙ্গে আমার ভীষণ জরুরি দরকার আছে।

সুবীর। কি ব্যাপার?

সঙ্কারি। আপনি কি শোনেননি অন্তরাদি কাল রাত থেকে বোবা হয়ে গেছে?

সুবীর। ভালোই তো হয়েছে, তোমার লাইন পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি তোমার বাবাকে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দাও—সেই রেকর্ড কোম্পানীর মালিক নীলাদ্রিকে বিয়ে না করে তুমি তোমার গানের মাষ্টার আবীরকেই বিয়ে করবে।

সঙ্কারি। ছিঃ ছিঃ—আপনি কি!

সুবীর। রেফারি—রেফারি। তোমাদের প্রেমের ফুটবল খেলার মাঠের রেফারি। ভালবাসার খেলার মাঠে অন্তরা বার বার ফাউল করছিল। আমি মনে মনে লাল কার্ড দেখাব ভাবছিলাম কিন্তু তার আগেই তোমার সুযোগ এসে গেল।

সঙ্কারি। সুবীর বাবু!

সুবীর। এবার এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও মারাদোনা। গুলিত শুয়ে পড়েছে, এই ফাঁকে আবীরকে বিয়ে করে ভালবাসার বলটাকে কিক করে গোলে ঢুকিয়ে দাও। আমি হুইসিল বাজিয়ে দিয়ে বলি গোল। হাঃ হাঃ হাঃ। [চলে যায়।

সঙ্কারি। পাগল হয়ে গেছে। লোকটা মদ খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গেছে। আমার বাবা যেমন টাকা ছাড়া কিছু চেনে না, ওই র‍্যাশন দপের ডিলার সুবীরবাবুও তেমনি টাকা ছাড়া কিছু চেনে না।

[সঙ্কারি চলে যেতে যায়। আবীর এসে বলে]

আবীর। আজকের পৃথিবীতে যাদের টাকা আছে তারাই তো অনেক মিথ্যেকে সত্যি বলে চালিয়ে দিচ্ছে সঞ্চারি।

সঞ্চারি। আবীর দা!

আবীর। আমি রাস্তাতেই অন্তরার দুর্ঘটনার কথা শুনেছি এবং বুঝতে পেরেছি—এটা পিনাকি বাবুর চক্রান্ত।

[অংশুমান এসে বলে]

অংশুমান। বুঝতে পেরেও তুমি এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছো!

আবীর। দাঁড়িয়ে নেই—বল ঘুমিয়ে আছি।

অংশুমান। একথা বলতে তোমার লজ্জা করলো না আবীরদা।

আবীর। কেন লজ্জা করবে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে ভারতবর্ষের প্রায় নব্বই কোটি মানুষের যদি ঘুমিয়ে থাকতে লজ্জা না করে তাহলে আমার ঘুমিয়ে থাকতে লজ্জা করবে কেন?

সকলে। আবীরদা!

আবীর। প্রতিবাদের কণ্ঠ আজ বোবা হয়ে গেছে। সবাই আপন আপন সুখের সুটকেশ গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। তাছাড়া অন্তরার ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যাবার মত আমার কোন পথই আমার জানা নেই।

সকলে। জানা নেই!

আবীর। কি করে থাকবে! কোন দাবিতে আমি অন্তরার হয়ে লড়াই করতে যাব—তার সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ?

অংশুমান। হৃদয়ের সম্বন্ধ।

সঞ্চারি। তারমানে!

অংশুমান। আবীরদা অন্তরাকে ভালবাসে সঞ্চারি।

সঞ্চারি। আবীরদা! একথা আপনি আমাকে বলেননি কেন? আমি

যদি এ ঘটনা জানতাম তাহলে অন্তরাদিকে কিছুতেই নীলাদ্রি বাবুর সঙ্গে মিশতে দিতাম না।

আবীর। কিন্তু অন্তরা যে নীলাদ্রি বাবুকে ভালবেসেছিল।

সঞ্চারি। কিন্তু আপনি কি শুনেছেন—অন্তরাদির ভালবাসার মানুষ সেই জানোয়ার নীলাদ্রি ব্যানার্জী এখন আমার বাবা মা-র কথা শুনে অন্তরাদিকে বাদ দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

আবীর। না সঞ্চারি, তুমি কিছুতেই তোমার বাবা মায়ের প্রস্তাব মেনে নিও না।

সঞ্চারি। তাহলে আপনি আমাকে কথা দিন—ডাক্তারের সাহায্যে আপনি অন্তরাদিকে সুস্থ করে তুলবেন? আমার বাবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন?

আবীর। আমি—

সঞ্চারী। অভিমান করে দূরে থাকবেন না আবীরদা। আপনারা দয়া করে অন্তরাদির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে বোঝান ওকে সান্ত্বনা দিন—আমি জোড় হাত করে আপনাকে অনুরোধ করছি।

আবীর। আমি যাব—যাব সঞ্চারী অন্তরাকে যেমন করেই হোক সুস্থ করে তুলবো।

অংশুমান। চল আবীরদা—

আবীর। চল—সঞ্চারী—

[তিনজনে যাবার ভঙ্গিতে চলে যায়]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

দাস পাড়ার পঞ্চাননতলা

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে কোলাহল শোনা যায়]

নেপথ্যে। ভূতে পেয়েছে—ভূতে পেয়েছে।

[এলো চুল, চোখের কোণে কালি, পাগলের মত বোবা অন্তরা
অন্তরা বোবার মত চিৎকার করতে-২ দৌড়ে আসে]

অন্তরা। আঃ—আঃ—[যেন কিছু কুড়িয়ে নিয়ে কাউকে ছুঁড়ে মারে তারপর বসে পড়ে] এ্যা—এ্যা—

[জুতো হাতে নিতাই, ঝাঁটা হাতে ছু'আনি, নিমডাল হাতে
বানেশ্বর তাড়া করে এসে দূরে দাঁড়িয়ে যায়]

নিতাই। ঐ দেখ—ভূতে পাওয়া অন্তরা দিদিমণি—কেমন করছে দেখো—

ছু'আনি। দেখি—দেখি—কি করছে দেখি [এগিয়ে যায়]

বানেশ্বর। খবরদার ছু'আনির কাছে যাস না—ও তোকে এক্ষণি ছুঁয়ে দেবে—তাহলে তুইও ভূত হয়ে যাবি।

ছু'আনি। ওরে বাবারে [পিছিয়ে আসে]

[যুধিষ্ঠির এসে বলে]

যুধিষ্ঠির। অন্তরা দিদিমণি—অন্তরা দিদিমণি—

অন্তরা। দাদু—[বোবার মত বলে, কান্নায় ভেঙে পড়ে]

যুধিষ্ঠির। চুপ কর—চুপ কর দিদিমণি—[এগিয়ে যায়]

বানেশ্বর। [হাত ধরে] যুধিষ্ঠির খুড়ো—খবরদার ওর কাছে যেয়ো না।

যুধিষ্ঠির। কেন যাবো না?

ছু'আনি। ও আর তোমার অন্তরা দিদিমণি নেইগো দাদু।

যুধিষ্ঠির। কি বললি—

নিতাই। ওকে ওর বাবার প্রেতাত্মা ভর করেছে—

যুধিষ্ঠির। খবরদার, উল্টো পাল্টা কথা বলবি না।

নিতাই। উল্টো পাল্টা কথা আমরা বলছিনা গো যুধিষ্ঠির দাদু—পিনাকি বাবু, আমার গিন্নিমা নিজের চোখে দেখেছে।

যুধিষ্ঠির। কি দেখেছে—

বানেশ্বর। ঐ দিদিমণির বাবার প্রেতাত্মা কাল রাত্রে দিদিমণির গলা টিপে ধরে ওকে বোবা করে দিয়ে ওর ওপর ভর করেছে—

যুধিষ্ঠির। মিথ্যা কথা—মিথ্যে কথা বলছে—এই পিনাকি বাবু আর পিনাকি বাবুর বৌ—দিদিমনিকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল—কিন্তু ধরা পড়ে গেছে উল্টো পাল্টা কথা বলছে।

নিতাই। পিনাকি বাবু যদি ওকে মেরে ফেলতেই চাইবে—তাহলে এতদিন মারেনি কেন?

যুধিষ্ঠির। নিতাই—

ছু'আনি। বাবু আর গিন্নিমা ওকে মেয়ের মত ভালবাসতো—আমি সকালে গয়ে দেখি—বাবু আর গিন্নিমা কি কান্নাই কাঁদছে—

যুধিষ্ঠির। কুমিরের চোখে জল।

নিতাই। পিনাকি বাবু আর গিন্নিমার নামে মিছে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না দাদু! তুমি জানো—বানেশ্বর দাদুও ঐ প্রেতাত্মাটাকে দেখেছে?

যুধিষ্ঠির। তাই নাকি?

বানেশ্বর। আমি বলছি শোন যুধিষ্ঠির খুড়ো—কদিন আগে আমি বাগ বাগানে ছু'আনিকে খুঁজতে গেলে ঐ দিদিমণির বাবার প্রেতাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বানেশ্বর বলে ডেকেও ছিলেন—আমি কোন রকমে প্রান নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। আমার বিশ্বাস ঐ প্রেতাত্মাই একাজ করেছে।

নিতাই ও দু'আনি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দাদু ঠিক কথাই বলছে—

যুধিষ্ঠির। তোদের কথা যদি সত্যিই হয়—তাহলে আমার একটা কথার জবাব দেতো।

সকলে। কি কথা ?

যুধিষ্ঠির। অন্তরা দিদিমণির বাবার প্রেতাত্মা-এত লোক থাকতে—দিদিমণির গলা টিপতে গেল কেন ?

নিতাই ও দু'আনি। সে আমরা জানবো কি করে।

বানেশ্বর। আমি বলছি যুধিষ্ঠির খুড়ো। দিদিমণির বাবা মা ভাই কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রেতাত্মা এক জায়গায় হয়েছে—বাকি ছিল দিদিমনি, তাই তিনি দিদিমণিকে নিতে এসেছিলেন।

যুধিষ্ঠির। বাঃ বাঃ কি সোন্দর যুক্তি—কি সোন্দর—

নিতাই ও দু'আনি। দাদু ঠিক কথাই বলেছে।

যুধিষ্ঠির। শোন তোরা, সবাই শোন—আমি তোদের কথা মানি না, পিনাকি বাবুর কথাও মানি না—তোরা সবাই ভুল বলছিস ভুল—

নিতাই। ভুল কি নির্ভুল এখুনি তার প্রমান হয়ে যাবে। আমি ওঝা কামিক্ষে ঠাকুরকে ভুত ছাড়াবার কথা বলে এসেছি—সে বসে ভুত ছাড়ালেই তখন বুঝতে পারবে।

যুধিষ্ঠির। কি বললি—কামাক্ষা ওঝা ভুত ছাড়াতে আসবে !

[ঝোলা ঝুলি নিয়ে কামাক্ষ্যা ও বাদল আসে]

কামাক্ষা। ওঁ নমঃ—আং নমঃ—জং নমঃ ঝং নমঃ—বং নমঃ—

অন্তরা। [বোবার আঙ্গিকে] খবরদার—আমার দিকে এগিয়ে আসবে না—

কামাক্ষা। ধর—ধর—বড়দি মণিকে ধর—

যুধিষ্ঠির। দিদিমণি—দিদিমণি—তুমি শান্ত হও—

অন্তরা। দাদু—[কান্না]

যুধিষ্ঠির। আমি যে ওদের বোঝাতে পারছি না দিদিমণি—আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—খারাপ—

বানেশ্বর। যুধিষ্ঠির খুড়ো—ওঝা যখন এসেই গেছে তখন একবার ঝাড়িয়েই নাও না—দেখবে দিদিমণি আবার ভালো হয়ে যাবে

যুধিষ্ঠির। দিদিমণি ভালো হয়ে যাবে ?

কামাক্ষা। হ্যাঁ গো খুড়ো। ওর ঘার থেকে ওর বাবার প্রেতাত্মাটা নেমে গেলেই ও আবার কথা বলতে পারবে।

যুধিষ্ঠির। আমি কিছু ভাবতে পারছি না—তোরা যা পারবি কর—

[চলে যায়]

বাদল। ওস্তাদ ! তুমি কাজ শুরু কর—

অন্তরা। দাদু [কাঁদতে কাঁদতে মাথার চুল খামচায়]

কামাক্ষা। হাঃ হাঃ হাঃ—দিদিমণিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে ভুতটা কেমন মায়া কান্না কাঁদছে দেখ—

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাইতো—

কামাক্ষা। ছেড়ে যেতে হবে—দিদিমণিকে ছেড়ে তোকে চলে যেতেই হবে—দে নিতাই জুতোটা আমার হাতে দে। [জুতো নেয়]

অন্তরা। না—[হাত পা ছোড়ে]

কামাক্ষা। না কিরে—বল তুই কি নিবি ? বল—বল ? ঝাঁটা না জুতো ? [জুতো দিয়ে মারতে থাকে]

অন্তরা। আঃ—[ছটফট করে]

কামাক্ষা। দেখছিস, কেমন নির্লজ্জ বেহায়া ভুত, জুতো পেটা করলাম—তবু যাবে না বলছে !

সকলে। ওকে ঝাঁটা মারো কামাক্ষা ওস্তাদ—ঝাঁটা মারো।

কামাক্ষা। দে, দু'আনি ঝাঁটাটা আমার হাতে দে।

বাদল। এই নাও ওস্তাদ — [দু'আনির হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে দেয়]

কামাক্ষা। [কাছে গিয়ে] বল—যাবি কিনা [ঝাঁটা দিয়ে মারে]

অন্তরা। আঃ—আঃ—

কামাক্ষা। বাদল ঝোলা থেকে সরষে পোড়াটা বার কর তো।

বাদল। [সরষে পোড়া বার করে] এই নাও—সরষে পোড়া—

কামাক্ষা। এই দেখ সরষে পোড়া—বল যাবি কিনা—নাহলে এই সরষে পোড়া তোর গায়ে আমি ছিটিয়ে দেব।

অন্তরা। না—

কামাক্ষা। সবাই সরে যাও—এই দেখ—ভুত আমার পুত পেতনী আমার ঝি—রাম লক্ষ্মণ সাথে আছে করবি আমার কি? [সরষে পোড়া গায়ে ছিটিয়ে দেয়]

অন্তরা। আঃ—[কান্নায় ভেঙে পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়]

কামাক্ষ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—ঐ দেখ সরষে পোড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণির বাবার প্রেতাত্মা দিদিমণিকে ছেড়ে চলে গেল। আর যাবার সময় দিদিমণিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গেছে। এবার আমি নিমডাল দিয়ে ওকে ঝেড়ে দেবো—তার আগে আমার দক্ষিনাটা দিয়ে দাও—

সকলে। দক্ষিণা?

বাদল। হ্যা—ওস্তাদের ভুত ছাড়ানোর দক্ষিণা—দক্ষিণা ছাড়া কোন কাজ সম্পূর্ণ হয় না—দাও একশো এক টাকা দাও—

নিতাই। একশো এক টাকা আমরা এখন কোথায় পাব—

কামাক্ষা। নিয়ে আয় নিতাই, বাড়ি থেকে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ নিমডাল দিয়ে ঝেড়ে দিদিমণির শরীরটা শুদ্ধ করে দিই—[নিমডাল দিয়ে মারে]

[ক্রুদ্ধ প্রহ্লাদ এসে রেগে বলে]

প্রহ্লাদ। খবরদার কামিক্ষে ঠাকুর, আমার দিদিকে নিমডাল দিয়ে আর একবার মারলে এখুনি তোমাকে দু'হাত দিয়ে সাপটে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে রায় দিঘির জলে ঝপাং করে ফেলে দেবো।

সকলে। পেল্লাদ [ভয় পায়]

প্রহ্লাদ। দাঁড়াও—তোমাদের সবাইকে আমি মজা দেখাবো। তার আগে এই ভুত ছাড়ানো ওঝা কামাক্ষা ঠাকুরকে এখান থেকে তাড়াই [কাপড়ে কাছা বাঁধে]

কামাক্ষা। ওরে বাবারে—এযে ভুতের চেয়েও অদ্ভুত—সাক্ষাত পেতনীর পুত—পালিয়ে চল বাদলা—পালিয়ে চল—

বাদল। তোমার দক্ষিণা—

কামাক্ষা। লাগবে না—লাগবে না—[পালাতে পালাতে বলে চলে যায়]

সকলে। চল—চল—আমরাও পালাই—

[প্রহ্লাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে বানেশ্বর নিতাই দু'আনি চলে যায়]

প্রহ্লাদ। যা শালারা—খুব বেঁচে গেলি।

অন্তরা। [অন্তরা ওঠে বোবার মত] ভাই—

প্রহ্লাদ। দিদিগো—দিদি—ওরা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে তাই না?

অন্তরা। ভাই—[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

প্রহ্লাদ। দিদি [জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে] কেঁদো না দিদি, তোমার আর কোন ভয় নেই, তোমার ভাই তোমার পাশে আছে আর কেউ তোমায় কষ্ট দিতে পারবে না।

[যুধিষ্ঠির এসে বলে]

যুধিষ্ঠির। পেল্লাদ,—পেল্লাদ দিদিমণি কেমন আছে?

প্রহ্লাদ। ওরা আমার দিদিকে কত কষ্ট দিয়েছে দাদু, তুমি বাধা দিতে পারনি ?

যুধিষ্ঠির। আমি একা, বুড়ো মানুষ, বাধা দিয়েও কিছু করতে পারিনি। ওরা যে আমার মাথা খারাপ করে দিল, শেষ পর্যন্ত ওদের মতে মত দিয়ে ফেললাম।

প্রহ্লাদ। দাদু ! তুমিও শেষ পর্য্যন্ত পাড়ার লোকের দলে ভিড়ে গিয়েছিলে তুমিও ভেবেছিলে আমার দিদিকে সত্যি সত্যি প্রেতাত্মায় গলাটিপে বোবা করে দিয়ে গেছে, পাগল করে দিয়ে গেছে।

যুধিষ্ঠির। পেল্লাদ, বুঝতেই তো পারছিস—পাড়াতে বাস করতে হয়।

প্রহ্লাদ। তাহলে শোন দাদু—এ পাড়ায় আমরা বাস করব না। তোমার সঙ্গে মিললেও এ পাড়ার কোন কিছুর সঙ্গে আমার মেলে না। আমি ওদের সঙ্গে মিশতে পারি না। ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনা। আমার খালি মনে হয়—আমি যেন ভুল করে এদের মধ্যে জন্মে গেছি। আসলে আমি এ পাড়ার কেউ নয়। তাই মনে হয়—

যুধিষ্ঠির। কি মনে হয় ?

প্রহ্লাদ। আমি আমার ওই হতভাগিনী দিদিকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই, যেখানে পিনাকি চৌধুরী নেই, অরুনা চৌধুরী নেই, নেই বেইমান নিমক হারাম ব্যবসাদার নীলাদ্রি বাবু।

অন্তরা। [বোবার মত অন্তরা বলে] ভাই—তুই ঠিক বলেছিস।

প্রহ্লাদ। দিদি। তুমি তোমার ভাইয়ের মত প্রহ্লাদের হাত ধরে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবে ? বল—যাবে—যাবে তুমি দিদি ?

অন্তরা। ভাই—ভাই—ভাই আমার। [কান্না]

[ভাই বোন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। দূরে গিয়ে যুধিষ্ঠির বলে]

যুধিষ্ঠির। রক্ত—আবার বলছি রক্ত বেইমানি করে না—একই রক্তের হলে ঠিক এমনি করেই একে অপরের রক্তের গন্ধ শুঁখে বেড়ায়। তারপর আপনা আপনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রহ্লাদ। দাদু, আমি দিদিকে নিয়ে এখুনি পিনাকি বাবুর বাড়ি যাব। পিনাকি বাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো—কেন আমার দিদি বোবা হয়ে গেল, কেন নীলাদ্রি বাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে না ? আমার দিদির কি হবে ?

যুধিষ্ঠির। যাস না—তুই একা প্রতিবাদ করে কিছুই করতে পারবি না—

[আবীর ও অংশুমান এসে বলে]

আবীর। প্রহ্লাদ আজ একা যাবেনা যুধিষ্ঠির দাদু—

অংশুমান। আমরাও প্রহ্লাদের সঙ্গে যাব।

যুধিষ্ঠির। আপনারাও যাবেন !

অন্তরা। [বোবার মত] আবীর দা ! [কান্না]

আবীর। চুপ কর—চুপ অন্তরা—তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার পাশে আছি, থাকবো।

যুধিষ্ঠীর। আবীর দাদাবাবু ! আপনি নিজের চোখে দেখুন দিদিমণির কি অবস্থা—

প্রহ্লাদ। ওরা ভুত ছাড়াবার নাম করে আমার দিদির ওপর কত অত্যাচার করেছে—আপনারা দেখুন। [অন্তরার হাত মুখের ক্ষত দেখায়]

আবীর ও অংশুমান। ইস—কি নৃশংস—

আবীর। চল—চল অন্তরা তোমাকে আগে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি—তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে পিনাকি চৌধুরীর কাছে যাব।

অন্তরা। আবীর দা।

অংশুমান। সেই বেইমান নীলাদ্রি বাবুকেও আমরা ছাড়বো না। তা... কৈফিয়ৎ দিতে কেন সে অন্তরার সঙ্গে ভালবাসার খেলা করে শেষ প... সঞ্চারীকে বিয়ে করতে চায়।

আবীর। চলো—চলো—প্রহ্লাদ, অন্তরাকে নিয়ে আমরা ডাক্তার খা... যাই।

প্রহ্লাদ। চলুন—

অন্তরা। দাদু!

যুধিষ্ঠির। যাও দিদিমণি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—ডাক্তার বা... চিকিৎসায় তুমি যেন ভাল হয়ে ওঠো—ভালো হয়ে ওঠো—

[অন্তরাকে নিয়ে ওরা চলে যায় যুধিষ্ঠির বলে]

যুধিষ্ঠির। পিনাকি চৌধুরী—তোমার আর তোমার বৌয়ের শাস্তি তোল... আছে, তাই পাপের সাজা তোমাদের পেতেই হবে। দধিচি যেমন বুকের পাঁজ... দিয়ে বজ্র তৈরী করেছিল অসুর বধ করার জন্যে আমিও তেমনি আমার সর্ব... দিয়ে তৈরী করেছি তোমাকে শাস্তি দেবার বিচারক ঐ পেল্লাদকে—ওই পেল্লাদে... হাত থেকে তোমাদের নিস্তার নেই—

[কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে লক্ষ্মীকান্ত এসে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত। কেউ নিস্তার পাবে না—যারা আমার সর্বনাশ করেছে তাদে... কাউকে আমি ছাড়বো না।

[ঘুরে লক্ষ্মীকান্তকে দেখে]

যুধিষ্ঠির। একি! সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকা—দিয়ে আমার সামনে কে... তুমি? চোর না ডাকাত?

[ত্রয়োদশ ...য়োদশ দৃশ্য]

লক্ষ্মীকান্ত। আমি চোরও নই, ডাকাত নই, আমি ব্যাটপার। চোর ...কাতদের ওপর জুলুম করে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া আমার কারবার।

যুধিষ্ঠির। আমার কাছে তো চুরি করা কোন জিনিস নেই—তাহলে আমার ...ছে কেন এসেছো?

লক্ষ্মীকান্ত। এক মস্তবড় চোরের ওপর, এক মস্ত বড় ডাকাতের ওপর আমি ...টপাত্তি করবো—তাই তোমার সাহায্য আমি চাই।

যুধিষ্ঠির। কি বলছো তুমি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

লক্ষ্মীকান্ত। শয়তান পিনাকি চৌধুরী আর তার বৌ—আমার চির শত্রু। ...মি ওদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী সাজাতে চাই—

যুধিষ্ঠির। কে—কে তুমি—কি তোমার আসল পরিচয়।

লক্ষ্মীকান্ত। কাল বৈশাখীর ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভেঙে পড়া আমি এক ...াল বটগাছ।

যুধিষ্ঠির। ভেঙে পড়া বটগাছ!

লক্ষ্মীকান্ত। বাজ পড়ে পুড়ে যাওয়া আমি এক তাল মাংস পিণ্ড—

যুধিষ্ঠির। মাংস পিণ্ড।

লক্ষ্মীকান্ত। সব থাকতেও আমি আজ সর্বহারা পথের ভিখারী—

[ঢাকা খোলে, যুধিষ্ঠির চমকে ওঠে]

যুধিষ্ঠির। একি—কি বিভৎস—কি ভয়ংকর—আমার সামনে থেকে চলে ...ও—আমি ঐ বিভৎস রূপ সহ্য করতে পারছি না—

লক্ষ্মীকান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ—ভাগ্যের পরিহাসে নিয়তির খেলায় আমি আজ ...ক বিভৎস ভয়ঙ্কর জানোয়ারের রূপ নিয়ে বেঁচে আছি। অথচ—

যুধিষ্ঠির। অথচ—

লক্ষ্মীকান্ত। অথচ একদিন সবাই আমার রূপের প্রশংসা করতো। আজ যারা ...দেখে ভয়ে আতংকে শিউরে উঠছে তারা আমার কত প্রিয় ছিল—

যুধিষ্ঠির। কি বললেন—

লক্ষ্মীকান্ত। ঠিকই বলছি যুধিষ্ঠির !

যুধিষ্ঠির। আশ্চর্য্য ! আপনি আমাকে চেনেন অথচ আমি আপনা[illegible] চেনা তো দূরের কথা কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না—

লক্ষ্মীকান্ত। দেখ তো—আমার পিঠের মাঝখানে কিছু দেখতে পা[illegible] কিনা—[জামা খুলে দেখায়]

যুধিষ্ঠির। [পিঠ দেখে] একি ! পিঠের মাঝখানে মস্ত একটা জড়ুল—[illegible] জড়ুল যে আমার মনিবের পিঠে ছিল—

লক্ষ্মীকান্ত। হাতে দেখো তো—উল্কি দিয়ে আমার নাম লেখা আ[illegible] কিনা—[হাত দেখায়]

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কি [illegible] সম্ভব—আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

লক্ষ্মীকান্ত। স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়—যুধিষ্ঠির—দিনের আলোর মতই পরিষ্কার[illegible]

যুধিষ্ঠির। তারমানে—আপনি—

লক্ষ্মীকান্ত। আমি—তোমার মনিব লক্ষ্মীকান্ত রায়—

যুধিষ্ঠির। বাবু ! আপনি বেঁচে আছেন !

লক্ষ্মীকান্ত। বেঁচে নেই—বেঁচে নেই যুধিষ্ঠির—বল আধমরা হয়ে বেঁ[illegible] আছি—

যুধিষ্ঠির। বাবু ! আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন—আমি আপনাকে চিন[illegible] না পেরে কত আকথা কুকথা বলে ফেলেছি [পায়ে পড়ে কান্না]

লক্ষ্মীকান্ত। ওঠো—ওঠো যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির। বাবু ! আপনার এ অবস্থা কি করে হলো ?

লক্ষ্মীকান্ত। শয়তান পিনাকি চৌধুরী আমাকে গাড়ী চাপা দিয়ে মে[illegible] ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু ভগবানের দয়ায় আমি প্রাণে বেঁচে গেছি—

যুধিষ্ঠির। বাবু !

লক্ষ্মীকান্ত। এ্যাক্সিডেন্টের ফলে আমার চোখ মুখ বিকৃত হয়ে গেছে—একটা [illegible]পা নষ্ট হয়ে গেছে—

যুধিষ্ঠির। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু ?

লক্ষ্মীকান্ত। সে অনেক কথা। আমি কয়েকদিন আগে ফিরেছি। আমি [illegible]বাগানে লুকিয়ে ছিলাম—আমাকে দেখে বানেশ্বর ভুত দেখার মত ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিল—

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বানেশ্বর কদিন আগে রায় বাগানে ভুত দেখার কথা বলেছিল বটে—

লক্ষ্মীকান্ত। কিন্তু বানেশ্বর সেদিন রায় বাগানে দাঁড়িয়ে যে কথা গুলো বলছিল সে কথা গুলো কি সব সত্যি ? সত্যি কি আমার স্ত্রী মায়াবতীকে আর সন্তান মেঘমল্লারকে শয়তান পিনাকি চৌধুরী গলা টিপে মেরে ফেলেছে ?

যুধিষ্ঠির। বৌমা লক্ষ্মীকে ঐ শয়তানটা গলা টিপে মেরে ফেলেছে বাবু, আমি তাকে বাঁচাতে পারিনি—

লক্ষ্মীকান্ত। আঃ মায়াবতী তুমি নেই—[কান্না]

যুধিষ্ঠির। আপনার মেয়ে অন্তরা দিদিমণি ঠিক বৌমা লক্ষ্মীর মত দেখতে হয়েছে বাবু কিন্তু—

লক্ষ্মীকান্ত। কিন্তু—

যুধিষ্ঠির। গতকাল রাত্রে শয়তান পিনাকী চৌধুরী ওকে গলা টিপে বোবা করে দিয়েছে—

লক্ষ্মীকান্ত। মেরে ফেলতো—আমি গিয়ে বাধা না দিলে অন্তরাকে ওরা মেরে ফেলতো—

যুধিষ্ঠির। আপনি বাধা দিয়ে ছিলেন ?

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যাঁ, আমাকে দেখে ওরা ভূত মনে করে ভয়ে পালিয়ে ছিল—

যুধিষ্ঠির। সেই জন্যেই পিনাকি বাবু বলে বেড়াচ্ছে—অন্তরা দিদিমণির বাবার প্রেতাত্মা ওকে গলা টিপে বোবা করে দিয়েছে—

লক্ষ্মীকান্ত। শয়তান পিনাকি চৌধুরী তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে দেবো—তোকে আমি চরম শাস্তি দেবো—চরম শাস্তি।

যুধিষ্ঠির। বাবু!

লক্ষ্মীকান্ত। অন্তরা কোথায়—কেমন আছে মেয়েটা?

যুধিষ্ঠির। বোবা হয়ে যাওয়ার পর পাগলের মত হয়ে গেছে, দিনরাত শুধু কাঁদছে—পেল্লাদ, আবীর বাবু ওকে নিয়ে ডাক্তারখানা গেছে—

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যাঁ পেল্লাদ—পেল্লাদ তো তোমার নাতি, তাহলে ওকে দেখে আমার বুকের ভেতরটা এমন মুচড়ে ওঠে কেন বলতো?

যুধিষ্ঠির। ওঠবেই তো—রক্তের টানয়ে—

লক্ষ্মীকান্ত। রক্তের টান—তার মানে—

যুধিষ্ঠির। ওই পেল্লাদ আমার নাতি নয় বাবু, আমার নাতি পেল্লাদ কুড়ি বছর আগে মারা গেছে—

লক্ষ্মীকান্ত। তাহলে কে পেল্লাদ।

যুধিষ্ঠির। সবাই যাকে যুধিষ্ঠিরের নাতি পেল্লাদ বলে জানে সে আসলে—

লক্ষ্মীকান্ত। আসলে—

যুধিষ্ঠির। আপনার ছেলে মেঘমল্লার—

লক্ষ্মীকান্ত। কি বলছো যুধিষ্ঠির! আমার মেঘমল্লা সত্যি বেঁচে আছে?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ বাবু, শয়তান পিনাকি চৌধুরী বৌমালক্ষ্মীকে মেরে ফেললেও মায়ের কোল শূন্য করতে পারে নি।

লক্ষ্মীকান্ত। আমি করবো—শয়তানী অরুণার মায়ের কোল শূন্য আমি করবো—

যুধিষ্ঠির। বাবু!

লক্ষ্মীকান্ত। তবে পিনাকির ছেলে মেয়েকে আমি প্রানে মারবো না—ওদের কেড়ে নেবো—কেড়ে—

যুধিষ্ঠির। তার আগে আপনার ছেলে মেয়ের দায়িত্ব আপনি বুকে নিন বাবু—

লক্ষ্মীকান্ত। এখন যে সময় হয়নি যুধিষ্ঠির—আগে আমি পিনাকির শাস্তি দেবো তারপর—তাই—

যুধিষ্ঠির। তাই—

লক্ষ্মীকান্ত। এখনও কিছুদিন আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে—

যুধিষ্ঠির। বাবু!

লক্ষ্মীকান্ত। আমি না বলা পর্যন্ত তুমি আমার পরিচয় দেবে না—সবাই জানবে—আমি লক্ষ্মীকান্তর প্রেতাত্মা—

যুধিষ্ঠির। প্রেতাত্মা—

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যাঁ—প্রেতাত্মার ছদ্মবেশেই আমি প্রতিশোধ নেবো—

যুধিষ্ঠির। বাবু!

[লক্ষ্মীকান্ত গলা টেপার ভঙ্গিতে দাঁড়ায় দেখতে বিভৎস লাগে,
যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে দেখে দৃশ্য ছবি হয়]

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

চৌধুরী কটেজ

[আগে ক্রুদ্ধ সঞ্চারী, পিছনে নীলাদ্রি আসে]

নীলাদ্রি। সঞ্চারী, সঞ্চারী তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে আমার কথা শোন—তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমায় ভালবাসি। [হাত ধরে]

সঞ্চারি। হাত ছাড়ুন। আমি আপনার মুখটাকে একবার ভালো করে দেখি জামাই বাবু।

নীলাদ্রি। কি বললে—জামাইবাবু।

সঞ্চারি। কি করব বলুন—অনেক দিনের অভ্যেস তো—

নীলাদ্রি। অভ্যেস চেষ্টা করে নাও।

সঞ্চারি। ওটা আপনি যত সহজে পারেন, তত সহজে আমি পারি না।

নীলাদ্রি। আমি—

সঞ্চারি। হিসেব করে দেখুন তো—যে কাজটা আপনি করলেন সে কাজ কি কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব ?

নীলাদ্রি। কেন সম্ভব নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি।

সঞ্চারি। ঠিক এই কথাটা আপনি কতগুলো মেয়েকে বলেছেন হিসেব করে বলতে পারবেন ? নাকি ক্যালকুলেটার এনে দেব ?

নীলাদ্রি। সঞ্চারি। [আমার হাত ধরতে যায়]

সঞ্চারি। আঃ—আপনাকে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো। কোন ভাষায় কিভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলব, আমি এখনও ঠিক করতে পারছি না।

নীলাদ্রি। কেন, তুমি আমার ভাবী স্ত্রী, ভাবী হিসারে ভাবী স্ত্রী স্বামীকে যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় বলবে।

সঞ্চারী। অন্তরাদ্রিকে আপনি ভালবাসার কত ভালো ভালো কথা বলে ছিলেন, আপনি কি ভুলে গেছেন ?

নীলাদ্রি। কেন ভুলে যাব—অন্তরাকে যে কথা গুলো বলেছিলাম আজ সেই কথা গুলোই তোমাকে বলব।

সঞ্চারি। বাঃ—বাঃ—বারে পুরুষের ভালবাসা। আমি বেহিসাবি চরিত্রহীন পুরুষ অনেক দেখেছি। কিন্তু আপনার মত হিসাব করে চরিত্রহীন হতে চাওয়া কাপুরুষ, আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

[সঞ্চারি যেতে যায়। অরুণা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে]

অরুণা। সঞ্চারি, তুইও কি সেই শয়তানী অন্তরার মত পাগল হয়ে গেলি নাকি।

সঞ্চারি। ওমা—সেকি কথা। তোমার আর বাবার কত আদরের পোষা মুরগী আমি, দুজনে জোর করে ধরে কি সুন্দর ভাবে আমাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জবাই করবে, তার আগে আমি পাগল হয়ে গেলে তোমাদের কাজ মিটবে কি করে।

[সঞ্চারি যেতে যায়, পিনাকি এসে বলে]

পিনাকি। তুই কি বলতে চাস সঞ্চারী ?

সঞ্চারি। লজ্জা সরম নেই তোমাদের—প্রথম জীবনের কথা তোমাদের মনে পড়ে না ? গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ওঠা এক ফালি চাঁদ কোন এক অনাস্বাদিত ভালবাসার ফাঁদ পাতেনি তোমাদের প্রথম যৌবনে ? এই পৃথিবীর মাটিকে কোন দিন কি মনে হয়নি টুকরো টুকরো কুচি কুচি সোনা ? নোনা সমুদ্রের জল খেয়ে কেউ কি কোনদিন মিটিয়েছে তার আকণ্ঠ পিপাসা ?

তাহলে কেন তোমরা বাবা হয়ে মা হয়ে এমনি করে মেয়ের সর্বনাশ করতে চাও। তোমাদের লোভে আমার স্বপ্নের মৃত্যু হবে কেন—কেন—কেন?

[সঞ্চারি কান্নায় ভেঙে পড়ে। পিনাকি অরুণা নীলাদ্রিকে মেয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। নীলাদ্রি বলে।

নীলাদ্রি। তুমি কাঁদছো কেন সঞ্চারি—ওঠ, আমার কথা শোন। তোমার কণ্ঠের অদ্ভুত সুর আমার ভালো লেগেছিল! অনেক আগেই আমি তোমাকে ভালবেসে ছিলাম। সঞ্চারি, আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ—কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে চাঁদ ঐ চাঁদ। তোমার আমার ভালবাসার সাক্ষী।

সঞ্চারী। হাঃ হাঃ হাঃ—চাঁদ, বিজনেস ম্যাগনেট নিলাদ্রিবাবু, আমার জীবনের মধুর চাঁদ কবেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার বাবা মায়ের জীবনে উঠেছে টাকার চাঁদ সম্পদের চাঁদ। আপনারা তিনজনে সেই চাঁদটাকে ভেঙে ভাগকরে চামচ দিয়ে মুখে তুলে চুষে চুষে খান। পারেন তো আমার দাদার জন্যে এক চামচ রেখে দেবেন। [চলে যায়।

নীলাদ্রি। পিনাকি বাবু—অরুনা দেবী, আপনারা দেখলেন তো সঞ্চারী আমাকে কি অপমান করে গেল?

অরুনা। শোন বাবা নীলাদ্রি। সঞ্চারীর মুখটা একটু কঠিন কিন্তু মনটা বেশ নরম।

পিনাকি। তাই বিয়ের আগে এরকম করলেও বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে! তখন দেখবে মুখ মন সবই নরম হয়ে গেছে—হেঃ হেঃ হেঃ—কি বল অরুনা?

অরুনা। তাইতো বলছি—আগে বিয়েটা ভালোভাবে মিটেযাক।

নীলাদ্রি। কিন্তু তারপরও যদি সঞ্চারীর মনোভাব না পাল্টায়?

অরুনা। দেখ বাপু—তুমি আমার হবু জামাই। আমি তোমার হবু শ্বাশুড়ী। যে কথা তোমাকে আমার বলা উচিত নয়, তবু আবার সেকথা বলছি শোন। কিগো বলব?

পিনাকি। কেন বলবে না—আজকাল শ্বশুর-শ্বাশুড়ী জামাই-পুত্র বধূ সবাই সবাইকার বন্ধু। তাছাড়া বাবাজী যখন এ লাইনে কাঁচা তখন লাইনটা একটু ধরিয়ে দাও।

অরুনা। তাহলে শোন নীল—বিয়ের পর দিন রাত ব্যবসা ব্যবসা না করে আমার দীপুর হাতে ব্যবসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে. তুমি তোমার ভাবী বৌকে নিয়ে দিন কতক সমুদ্রের ঢেউ খেয়ে এসো। কেউ যেন সঙ্গে না থাকে। তুমি আর শুদ্ধুনে একা একা। বুঝতে পেরেছো হাঃ হাঃ হাঃ— [চলে যায়।

নীলাদ্রি। কিন্তু—

পিনাকি। না বাবাজী না, কোন কিন্তু নেই। দীপক তোমার বিজনেস দেখবে। তাছাড়া আমি তো আছি। হিসেব নিকেস টাকা পয়সা সব আমি বুঝে নেব। তুমি সঞ্চারিকে নিয়ে প্রথমেই চলে যাও কোনারকের সূর্য্যমন্দির। তাপর তাজমহল—তারপর রাজস্থান। মোটকথা নতুন বৌকে নিয়ে শুধু উড়ে যাও উড়ে যাও। যেমন আমি উড়ে গিয়েছিলাম তোমার শ্বাশুড়ীকে নিয়ে। বুঝতে পেরেছো হেঃ হেঃ হেঃ— [চলে যায়।

নীলাদ্রি। ঠিক আছে তাই হবে। সঞ্চারিকে নিয়ে প্রথমে আমি বোম্বে যাব। সেখানে গিয়ে ওকে দিয়ে আধুনিক গানের রেকর্ড করাব। যদি মার্কেটে সে রেকর্ড ধরে যায় তাহলে দেখবেন—আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার যে প্রেম হবে সে প্রেম হবে একেবারে রেকর্ড করা প্রেম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থানোদ্যত]

[অন্তরাকে নিয়ে প্রহ্লাদ আসে]

প্রহ্লাদ। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] নীলাদ্রি বাবু ?

নীলাদ্রি। কি ব্যাপার—তোমরা !

প্রহ্লাদ। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

নীলাদ্রি। না, তোমাদের সঙ্গে কথা বলার মত সময় আমার নেই। আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

অন্তরা। [সামনে গিয়ে পথ আটকে বোবার ভঙ্গি] এ্যাই নীল ! তুমি আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছ কেন ? তুমি কি আমাকে চেন না ?

নীলাদ্রি। যা বাবা—বোবা মেয়েটা কি যে বলে—

প্রহ্লাদ। ওই বোবা মেয়েটা বলছে—আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন কেন ? ওকে কি আপনি চেনেন না ?

নীলাদ্রি। আগে চিনতাম—এখন চিনি না।

অন্তরা। তা চিনবে কেন—এখন যে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করবে ঠিক করেছো।

নীলাদ্রি। তোমার কথা বুঝতে না পারলেও তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি। তাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি শোন—আমি তোমার গানকে ভালবেসেছিলাম, তোমাকে ভালবাসিনি।

অন্তরা। শুধু আমার গান ভালবেসেছিলে—আমাকে নয় !

নীলাদ্রি। না। আমি রেকর্ড কোম্পানীর মালিক। ভালো ভালো ছেলে মেয়ের গানের রেকর্ড ক্যাসেট তৈরী করে আমি অনেক ব্যাংক ব্যালেন্স করেছি। তাই তোমার মত বোবা মেয়েকে বিয়ে করে আমি আমার লাইফের ব্যালেন্সটি নষ্ট করতে চাই না।

প্রহ্লাদ। এই আপনার শেষ কথা ?

নীলাদ্রি। না আর একটা কথা আছে।

প্রহ্লাদ। কি কথা ?

নীলাদ্রি। খুব শিগ্রি আমার সঙ্গে সঞ্চারীর বিয়ে, তাই শুভ বিবাহের প্রীতি ভোজে তোমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলাম—তোমরা সবাই মিলে গিয়ে চেটে চেটে পুটে ভোজ খেয়ে আসবে।

প্রহ্লাদ। নীলাদ্রি বাবু।

নীলাদ্রি। অন্তরা, তুমিও ভোজ খাবে, আমার আর সঞ্চারীর বাসর ঘরে গান গাইবে এমনি করে [বোবার ভঙ্গিতে গান গেয়ে দেখায়। পা—আ—]

প্রহ্লাদ। নীলাদ্রি বাবু।

অন্তরা। নীলাদ্রি—

[নীলাদ্রি হাসতে হাসতে চলে যায়, অন্তরা কান্নায় ভেঙে পড়ে]

প্রহ্লাদ। কেঁদো—না—কেঁদো না দিদি—বেইমানটাকে আমি ছাড়বো না, আমি ঐ শয়তান নীলাদ্রি ব্যানার্জীর সঙ্গে সঞ্চারীর বিয়ে কিছুতেই হতে দেবো না—যেমন করেই হোক আমি এ বিয়ে বন্ধ করবই—তার আগে নাটের গুরু পিনাকি চৌধুরীর কাছে যাব—তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো—কৈফিয়ৎ—

[অন্তরার হাত ধরে যাবার ভঙ্গিতে ছবি হয়]

পঞ্চদশ দৃশ্য

চৌধুরী কটেজ

[চিন্তাগ্রস্ত পিনাকি বলতে বলতে আসে]

পিনাকি। আমি কাউকে কোন দিন কৈফিয়ৎ কখনও দিইনি—আর ভবিষ্যতেও দেবো না। কিন্তু সেদিন থেকে একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে—সেদিন রাত্রে যাকে দেখে আমরা প্রেতাত্মা বলে মনে করেছিলাম—সে কি সত্যিই লক্ষীকান্তর প্রেতাত্মা—নাকি লক্ষীকান্ত নিজে? কিন্তু লক্ষীকান্ত তো কুড়ি বছর আগে লড়ি চাপা পরে মারা গেছে—তাছাড়া লক্ষীকান্তর চেহারার সঙ্গে চেহারার কোন মিল নেই অথচ ও যে কথাগুলো সেদিন বলছিল—সে কথাগুলো তো আমি অরুনা আর বানেশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না—তাহলে ও জানলো কি করে? আচ্ছা ও যদি মানুষই হবে—তাহলে গেল কোথায়? আমি তন্ন তন্ন করে খুজেছি কোথাও তার দেখা পাইনি। অদ্ভুত ব্যাপার! কোথা থেকে এলো—কোথায় উধাও হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আর অরুণা অন্তুযাকে গলা টিপে বোবা করে দিলেও সবাই জানে অন্তরার বাবার প্রেতাত্মাই ওকে বোবা করে দিয়েছে। ওরা অন্তরার ভুত ছাড়াবার ব্যবস্থাও করেছে কিন্তু। একটা ভয়আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—যদি ঐ শয়তানটা আবার আসে, আবার কোন অঘটন ঘটিয়ে দেয়—তখন কি হবে? দুর—দুর—যখন হবে তখন দেখা যাবে— এখন থেকে শুধু শুধু ভেবে মাথা খারাপ করে কি লাভ! ঐ তো বানেশ্বরকে নিয়ে দীপক এদিকেই আসছে—ওদের কাছে অন্তরার ভুত ছাড়াবার ব্যাপারটা শুনে নিই। আরে আয় আয় বানেশ্বর আয়—

[বানেশ্বর ও দীপক আসে]

দীপক। বাবা, ওই চাকরের বাচ্ছা পেল্লাদকে আমি ছাড়বো না। চাবকে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে আমি ডাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

পিনাকি। আরে বাবা, কি হয়েছে বলবি তো।

দীপক। বানেশ্বর, তুমি বাবাকে বল, জানোয়ারটা কি করেছে।

পিনাকি। কি করেছে, যুধিষ্ঠীরের নাতি পেল্লাদ কি করেছে?

বানেশ্বর। আপনার কথামত আমরা কামাক্ষ্যা ওস্তাদকে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম অন্তরা দিদিমণির ভুত ছাড়াবো বলে, কামাক্ষা ওস্তাদ ভুত ছাড়ানো শুরু করেছিল—কিন্তু হঠাৎ পেল্লাদ এসে ছিল সব মাটি করে—

পিনাকি। তারমানে!

বানেশ্বর। পেল্লাদের এতবড় দুঃসাহস কামাক্ষা ওঝাকে তেড়ে মারতে গেল—

পিনাকি। তারপর—

বানেশ্বর। কামাক্ষা ওঝা তো তল্পি তল্পা গুটিয়ে প্রহ্লাদের ভয়ে পালিয়ে গেল।

পিনাকি। তোরা কি করছিলি—তোরা বাধা দিতে পারিস নি?

বানেশ্বর। আমরা তো কোন ছাড়—পেল্লাদের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যদি আপনি দেখতেন তাহলে আপনিও ভয় খেয়ে যেতেন।

পিনাকি। বানেশ্বর!

বানেশ্বর। কি বলবো বাবু, কামাক্ষা ওস্তাদ চলে যাবার পর—আমাদের দিকে তেড়ে এলো—আমরা ভয়ে পালিয়ে এসেছি বাবু। তবু পেল্লাদ আমাদেরও ছাড়বে না বলে হুমকি দিচ্ছে।

পিনাকি। দেওয়াচ্ছি হুমকি, ছোটলোক চাকরের এত সাহস যে আমার লোককে মারতে যায়! আমি আজই যুধিষ্ঠিরকে ডেকে পাঠাচ্ছি—

দীপক। ওই বুড়ো ভাম যুধিষ্ঠিরই যত নষ্টের গোড়া, ওই তো আস্করা দিয়ে পেল্লাদের মাথাটা খাচ্ছে। নাহলে যুধিষ্ঠির কি করে তোমার নামে কথা বলে—

পিনাকি। কি বলছে—যুধিষ্ঠির আমার বিরুদ্ধে কি কথা বলেছে?

বানেশ্বর। অন্তরা দিদিমণির যাবার প্রেতাত্মা যে অন্তরা দিদিমণিকে গলা টিপে বোবা করে দিয়ে ওর ওপর ভর করেছে—সেটা মিথ্যা রটনা।

পিনাকি। তাই নাকি?

দীপক। শুধু তাই নয় বাবা। যুধিষ্ঠির বলে বেড়াচ্ছে—তুমিই অন্তরাকে গলাটিপে বোবা করে দিয়েছো।

পিনাকি। যে মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠির আমার নামে এতবড় মিথ্যা কথা বলেছে ওর সেই মুখ আমি চিরতরে বন্ধ করে দেবো—ওর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে নেবো—

দীপক। আমি এখুনি সেই বুড়ো শয়তানটাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসছি। ওকে আজ বুঝিয়ে দেবো পিনাকি চৌধুরীর মত ভালো মানুষের নামে মিথ্যে বদনাম ছড়ানোর কি ভয়ংকর পরিণাম।

বানেশ্বর। বুঝিয়ে দেবেন—ওকে ভালো করে বঝিয়ে দেবেন। তবে ওকে ধরে আনতে আপনাকে দাস পাড়ায় যেতে হবে না—

দুজনে। কেন?

বানেশ্বর। ও নিজেই আপনাদের কাছে ধরা দিতে আসবে—

দুজনে। আসবে!

বানেশ্বর। আ[illegible]বাবু, শংশুমান বাবু, পেল্লাদ, যুধিষ্ঠির সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

দীপক। ষড় যন্ত্র করে ওরা কিছুই করতে পারবে না।

বানেশ্বর। ওরা অন্তরা দিদিমণিকে নিয়ে ডাক্তারখানা গেয়েছিল—এবার হয়তো আপনার কাছে আসবে ঝামেলা করতে।

পিনাকি। আমার কাছে আসবে ঝামেলা করতে!

দীপক। আমাদের বাড়ির সামনে কোন ঝামেলা করতে গেলে আমি পিটিয়ে ওদের লাশ ফেলে দেবো —

পিনাকি। তুই থাম দীপক, দুম দাম কথা বলে আমার মাথা গরম করিস না। তুই এখন যা, আমায় ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে দে।

দীপক। ঠিক আছে, তুমি ভেবে দেখো কি ব্যবস্থা করতে পারো। তবে আমি ঠিক করেই রেখেছি—তুমি একবার হ্যাঁ বললেই আমি অপারেশন শুরু করে দেবো— [চলে যায়।

বানেশ্বর। ছোটবাবুর বড্ড মাথা গরম। হবে না কেন—উঠতি বয়স, কোন কথা ভেবে বলে না। তবে আপনি ভাবুন বাবু—ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়—

[পিনাকি মনে মনে বলে]

পিনাকি। অন্তরার বোবা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে জল যে এতদূর গড়াবে বুঝতে পারিনি। ভুল হয়ে গেছে, অন্তরার গলা টিপে ওকে বোবা করে দেওয়াটা আমার ভুল হয়ে গেছে।

[বানেশ্বর মনে মনে বলে]

বানেশ্বর। বাবু মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে। কিন্তু ভয় পাবার কি কারণ? তবে কি অন্তরা দিদিমণিকে পিনাকি বাবুই গলা টিপে বোবা করে দিয়েছে—

[সঞ্চারী চুপি চুপি মঞ্চের পিছনে এসে দাঁড়ায় ওরা দেখতে পায় না, সঞ্চারী মনে মনে বলে]

সঞ্চারী। বাবা আর বানেশ্বর কাকা এখানে কি নিয়ে এত ভাবছে, আমি আড়াল থেকে শুনি তো ওরা কি কথা বলে।

[এবার বানেশ্বর পিনাকিকে বলে]

বানেশ্বর। বাবু, আপনি তখন থেকে কি এত ভাবছেন ?

পিনাকি। আমি খুব বিপদে পড়েছি বানেশ্বর, ঝোঁকের মাথায় আমি সাংঘাতিক ভুল করে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছি।

বানেশ্বর। বাবু!

পিনাকি। তুই আমার বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী। তুই তো জানিস—সম্পত্তির লোভে আমি লক্ষ্মীকান্তকে গাড়ী চাপা দিয়ে মেরেছি—

সঞ্চারী। [মনে মনে] ও—লক্ষ্মীকান্ত কাকাকে তুমি মেরে দিয়েছো—

বানেশ্বর। আমি জানি বাবু—আমি জানি—

পিনাকি। তুই তো নিজের চোখে দেখেছিস—লক্ষ্মীকান্তর বৌ মায়াবতীকে আর ছেলে মেঘমল্লারকে আমি নিজে গলা টিপে মেরেছি—

সঞ্চারী। [মনে মনে] এ আমি কি শুনলাম—

বানেশ্বর। কিন্তু বাবু, আমি তো আপনার সব অপরাধের কথা জানি। আমিই আপনার পাপের সাক্ষী। তবু আমি কি কখনও কাউকে আপনার পাপের কথা বলেছি ?

পিনাকি। সেই জন্যেই তো তোকে আমি ভালবাসি বানেশ্বর, সেই জন্যেই তো তোকে আমি যথা সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করি।

বানেশ্বর। আপনি যেমন আমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তেমনি আমিও আপনার বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করি। বলুন বাবু, আপনার নতুন করে কি বিপদ হয়েছে ?

পিনাকি। কাছে আয়, বেশী জোরে বলা যাবে না—সেকথা আমার ছেলে মেয়ে কেউ জানে না সেকথা আমি তোকে বলবো—

বানেশ্বর। কি এমন কথা বাবু ?

পিনাকি। আমি আর অরুনা—অন্তরাকে গলা টিপে বোবা করে দিয়েছি।

বানেশ্বর। বাবু।

[সঞ্চারী বলে]

সঞ্চারী। না—আমার বাবা মা এত বড় নৃসংস! এতবড় অমানুষ। ক্ষমা করবো না—ওদের আমি কিছুতেই কিছুতেই না। [চলে যায়।

বানেশ্বর। আমি ঠিক ধরেছি। বাবু, আপনি ভুল করে ফেলেছেন। কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। একেবারে শেষ করে দিতে পারেন নি ?

পিনাকি। শেষ করে দেবো বলেই গলা টিপে ধরে ছিলাম কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভয়ঙ্কর অশরীরী আত্মা এসে অন্তরাকে বাঁচিয়ে দিল—শয়তানী মেয়েটা মরল না কিন্তু বোবা হয়ে বেঁচে থেকে আমার পথের কাঁটা হয়ে গেল। এখন অন্তরা যদি সত্যি কথাটা সবাইকে ফাঁস করে দেয় তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বানেশ্বর। কি করে বলবে বাবু, দিদিমনি তো বোবা হয়ে গেছে—উনিতো কথাই বলতে পারেন না।

পিনাকি। কথা ও না বললেও—লোকে বলবে। লোকে অসহায় অন্তরার ওপর দরদ দেখাতে গিয়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন তুলবে—তখন আমি তাদের কি জবাব দেবো ?

বানেশ্বর। আপনি একটা কাজ করুন বাবু ?

পিনাকি। কি কাজ—

বানেশ্বর। যে কাজ করলে সাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না।

পিনাকি। তামানে !

বানেশ্বর। আপনার ছেলে দীপকবাবুর সঙ্গে অন্তরা দিদিমণির বিয়ে দেবার ইচ্ছা তো আপনার অনেক দিনের।

পিনাকি। বানেশ্বর!

বানেশ্বর। তা আপনার সেই ইচ্ছাটা এবার কাজে পরিণত করুন—দীপক দাদাবাবুর সঙ্গে অন্তরার দিদিমণির বিয়েটা দিয়ে দিন।

পিনাকি। কি বলছিস বানেশ্বর।

বানেশ্বর। ঠিকই বলছি বাবু—আপনি দেখবেন এতে আপনার ভালই হবে। কেউ আর আপনার বিরুদ্ধে আঙুল তুলে কথা বলতে পারবে না। সবাই বরং আপনার নামে ধন্যি ধন্যি করবে। সবাই বলবে—পিনাকি বাবু কত ধার্মিক, কত ভালো লোক—বন্ধুর প্রতি ভালবাসার মূল্য দিতে বন্ধুর বোবা মেয়ের নিজের একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছে।

পিনাকি। ঠিক বলেছিস বানেশ্বর—

বানেশ্বর। আমি তো সব সময় ঠিক কথা বলি বাবু। আর সেই জন্যই আপনি আমাকে ভালবাসেন। হেঃ—হেঃ—হেঃ—আমার বুদ্ধির মূল্য দিয়ে দেন।

পিনাকি। তুই আমার যে উপকার করলি—সামান্য টাকা দিয়ে তার মূল্যায়ন করা যায় না—তবু তুই এই টাকা গুলো গুনে রাখ—

বানেশ্বর। [টাকা নিয়ে] হেঃ হেঃ হেঃ—আপনি মানুষ নন বাবু, দেবতা—তাই আপনার মত দেবতার পায়ে শতকোটি প্রনাম—হেঃ—হেঃ—হেঃ—বাবু, বিপদে পড়লেই আপনি কোন চিন্তা না করে আমাকে ডেকে পাঠাবেন—হেঃ—হেঃ—হেঃ— [চলে যায়]

পিনাকি। কথায় বলে—হাতি বিপদে পড়লে চামচিকিতেও লাথি মারে। আমার বিপদের সুযোগ নিয়ে ঐ বানেশ্বর দিনের পর দিন গোছা গোছা টাকা নিয়ে গেছে। এক এক সময় মনে হয় গলা টিপে শেষ করে দিই শুয়োরের বাচ্ছাকে। কিন্তু না—ওকে চটালে চলবে না—ওই আমার সব কুকর্মের সাক্ষী। তাই ওকে আমায় হাতে রাখতেই হবে। তাছাড়া ও যে যুক্তিটা দিয়ে গেল সেটা শুনে আমি অনেকটা নিশ্চিত হতে পারলাম—

[অরুণা এসে বলে]

অরুনা। কিগো—তুমি এখানে নিশ্চন্ত হয়ে বসে আছো! —এদিকে তোমার বন্ধুর বোবা মেয়ে অন্তরাকে নিয়ে কত কাণ্ড ঘটছে—সে খবর রাখো?

পিনাকি। রাখি, রাখি, আমি এখানে বসেই অন্তরার সব খবর পেয়েছি। সে কোথায় গেছে—কি করছে সব আমি জানি—

অরুণা। জেনেও তুমি চুপ করে বসে আছো!

পিনাকি। শুধু বসে নেই—বসে বসে আমি সব প্লান ছকে ফেলেছি।

অরুণা। কি প্লান ছকে ফেলেছো?

পিনাকি। শোন অরুণা, আমি ঠিক করেছি—অন্তরার সঙ্গে—

অরুণা। অন্তরার সঙ্গে—

পিনাকি। আমি দীপকের বিয়ে দেবো।

অরুণা। কি বললে—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমার একমাত্র ছেলের সঙ্গে তুমি বোবা মেয়েটার বিয়ে দেবে।

পিনাকি। মেয়েটা বোবা হলেও—ওর যৌবন তো বোবা নয়।

অরুণা। কিন্তু নীলাদ্রির সঙ্গে অন্তরার প্রেম ছিল তুমি সেটা জান না!

পিনাকি। জানি, জানি। তোমার ছেলের চরিত্র যে কত ভালো সেটা তুমিও জানো আর আমিও জানি। তাছাড়া—

অরুণা। তাছাড়া—

পিনাকি। তোমার ছেলে দীপকের কি যোগ্যতা আছে? বাপের পয়সায় ফুটানি করে আর মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়। তোমার এমন সুপুত্রকে কোন দিন কোন ভাল ঘরের মেয়ে বিয়ে করবে?

অরুনা। তবু আমার মনে হয়, দীপক কিছুতেই বুবী অন্তরাকে বিয়ে করবে না।

পিনাকি। বিয়ে না করলে মরবে। কারণ একটা কথা মনে রাখবে—লক্ষ্মীকান্তর যে বিষয় সম্পত্তি আমরা জোর করে দখল করে রেখেছি, যে সম্পত্তির জোড়ে আমাদের এত ফুটানি, অন্তরাকে বিয়ে না করলে সেই সম্পত্তি সব আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে—আমাদের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে—

[সঞ্চারী এসে বলে]

সঞ্চারী। বাবা তো ঠিক কথাই বলেছে মা।

দুজনে। সঞ্চারী!

সঞ্চারী। আমি তোমার সব কথা শুনেছি বাবা—

পিনাকি। সব কথা শুনেছিস মানে?

সঞ্চারী। ওই যে —বাগেশ্বর কাকার সঙ্গে দাদার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করছিলে—সেই কথা।

পিনাকি। তাই বল, আমি ভাবছিলাম—

সঞ্চারী। তুমি ঠিকই ভেবেছো বাবা, তবে আমি একটা কথা বলছিলাম—

দুজনে। কি কথা—

সঞ্চারী। বলছিলাম—অন্তরাদির সঙ্গে দাদার বিয়ে হলে সম্পত্তি তো আমরা পবই—সেই সঙ্গে বিনা পয়সায় ঝিও একটা পেয়ে যাবো, নাকি বল মা!

পিনাকি। দেখেছো, সঞ্চারী কত সহজে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আর তুমি—তখন থেকে ধানাই পানাই করছো।

সঞ্চারী। তবে একটা কথা বাবা—

পিনাকি। বল—বল সঞ্চারী—

সঞ্চারী। দাদার সঙ্গে যে তুমি অন্তরাদির বিয়ে দিতে চাও—একথাটা যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে।

পিনাকি। কেন—কেন জানতে পারলে কি হবে?

সঞ্চারী। লোকে বলবে—পিনাকি চৌধুরী এতই পয়সা পিশাচ, এত বড় চামাড় যে একমাত্র ছেলের সঙ্গে পয়সার লোভে একটা বোবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে—

পিনাকি। সঞ্চারী!

সঞ্চারী। রাগ করো না বাবা, মাথা ঠাণ্ডা করে তুমি আমার আর একটা কথা শোন—

পিনাকি। না—না—আমি তোর কথা শুনতে পারছি না।

সঞ্চারী। বাবা, আমি তো তোমার কথামত নীলাদ্রিকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছি, তাহলে তুমি কেন আমার কথা শুনবে না? তুমি বিয়ের আগেই আমাকে পর করে দিতে চাও [কান্না]

অরুনা। কাঁদিস না মা সঞ্চারী—কাঁদিস না—

পিনাকি। এই পাগলী, কান্না বন্ধ করে বল—আমি তোর সব কথা শুনবো—

সঞ্চারী। প্রমিশ?

পিনাকি। প্রমিশ। [দুজনে হাত মেলায়]

সঞ্চারী। তাহলে শোন বাবা। আমি জানতে পেরেছি—আবীরদা লোকজন জুটিয়ে নিয়ে অন্তরাদিকে নিয়ে তোমার কাছে হামলা করতে আসছে—

পিনাকি। আমার কাছে হামলা করতে এলে আমি ওদের সহজে ছেড়ে দেবো না। আমি পিনাকি চৌধুরী—প্রয়োজন হলে আমি ওদের কুকুরের মত গুলি করে মারবো—

সঞ্চারী। এত কাণ্ড করার কোন দরকার নেই বাবা, ওরা এলে তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে ওদের কথা শুনবে—তারপর বলবে—

পিনাকি। কি বলবো ?

সঞ্চারী। তোমরা তো খুব বড় বড় কথা বলছো, ঐ অন্তরার জন্য তোমাদের বড্ড দরদ। কিন্তু তোমরা কি পারবে—ঐ বোবা মেয়েটিকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে ?

দুজনে। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। ব্যাস, এই কথাতেই ওদের সব প্রতিবাদের ফণা গুটিয়ে যাবে। কারণ বোবা মেয়েকে কোন সুস্থ ছেলে বিয়ে করতে রাজী হবে না। সবাই অন্তরাদিকে ফেলে রেখে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে। অন্তরাদি কাঁদতে কাঁদতে তোমার পায়ে এসে পড়বে।

পিনাকি। সঞ্চারী, তোর মাথায় এত বুদ্ধি।

সঞ্চারী। হবে না কেন—আমি যে তোমাদেরই মেয়ে, আমার যত শয়তানী বুদ্ধি তো তোমাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। [দুজনকে প্রণাম করে]

অরুনা [আশীর্বাদ করে] বেঁচে থাক মা—বেঁচে থাক।

পিনাকি। ভগবান তোর আরও বুদ্ধি দিক।

সঞ্চারী। [মনে মনে] আমার যে কত বুদ্ধি বুঝবে একটু পরে—

অরুনা। কিছু বললি ?

[সহসা বহুকণ্ঠে কোলাহল শোনা যায়, নেপথ্যে বলে]

নেপথ্যে। পিনাকি চৌধুরীর কালো হাত ভেঙ্গে দাও—গুঁড়িয়ে দাও। অন্তরা রায় বোবা হয়ে গেল কেন—জবাব চাই জবাব দাও—

অরুনা। কি হলো—বাইরে এত কোলাহল কিসের—

পিনাকি। তবে কি আবীর লোক জন নিয়ে ঝামেলা করতে এসেছে ?

[দীপক এসে বলে]

দীপক। বাবা, একদল লোক আমাদের গেটের সামনে জড়ো হচ্ছে হয়েছে—ওদের সঙ্গে আবীর অন্তরা পেল্লাদও রয়েছে—

পিনাকি। পাজের গোদা নিশ্চয়ই গানের মাষ্টার সেই আবীর। ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর—

দীপক। আমি কি থানায় ফোন করে পুলিশকে আসতে বলবো ?

পিনাকি। না, না থানায় ফোন করার কোন দরকার নেই—ওদের দলের পাণ্ডাকে ভেতরে আসতে বল—

দীপক। ভেতরে আসতে বলবো ? তুমি কি বলছো ?

সঞ্চারী। বাবা যা বলছে তাই কর না দাদা।

দীপক। যাচ্ছি—যাচ্ছি— [চলে যায়]

অরুনা। দেখো—যেন মাথা গরম করে ফেলো না—

সঞ্চারী। হ্যাঁ বাবা, মাথা গরম করলে সব ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

পিনাকি। না—না—তোমাদের কোন চিন্তা নেই—তোমরা দেখে নিও আমি কি ভাবে ম্যানেজ করে নেবো।

[অন্তরাকে নিয়ে আবীর ও প্রহ্লাদ আসে পিছনে দীপক আসে]

আবীর। এই যে মিষ্টার চৌধুরী, আপনারা সবাই আছেন দেখছি।

পিনাকি। এসো—এসো—আবীর এসো—

অরুণা। আয় মা অন্তরা। আহা! দুদিনে মেয়েটার কি চেহারা হয়েছে।

[কাছে টানতে যায়, অন্তরা সরে যায়]

পিনাকি। প্রহ্লাদ আবীরকে বসার জায়গা করে দে—

আবীর। বসতে আমি আসিনি মিষ্টার চৌধুরী। প্রথমেই বলে রাখি আপনাদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোক, তাদের সকলের হয়ে আমি এসেছি—আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ নিয়ে।

অরুণা। কেন বাবা আবীর, তোমার কাকাবাবু কি কোন অন্যায়ই করেছে ?

পিনাকি। কি বলবো ?

সঞ্চারী। তোমরা তো খুব বড় বড় কথা বলছো, ঐ অন্তরার জন্য তোমাদের বড্ড দরদ। কিন্তু তোমরা কি পারবে—ঐ বোবা মেয়েটিকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে ?

দুজনে। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। ব্যাস, এই কথাতেই ওদের সব প্রতিবাদের ফণা গুটিয়ে যাবে। কারণ বোবা মেয়েকে কোন সুস্থ ছেলে বিয়ে করতে রাজী হবে না। সবাই অন্তরাদিকে ফেলে রেখে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে। অন্তরাদি কাঁদতে কাঁদতে তোমার পায়ে এসে পড়বে।

পিনাকি। সঞ্চারী, তোর মাথায় এত বুদ্ধি।

সঞ্চারী। হবে না কেন—আমি যে তোমাদেরই মেয়ে, আমার যত শয়তানী বুদ্ধি তো তোমাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। [দুজনকে প্রণাম করে]

অরুনা। [আশীর্বাদ করে] বেঁচে থাক মা—বেঁচে থাক।

পিনাকি। ভগবান তোর আরও বুদ্ধি দিক।

সঞ্চারী। [মনে মনে] আমার যে কত বুদ্ধি বুঝবে একটু পরে—

অরুনা। কিছু বললি ?

[সহসা বহুকণ্ঠে কোলাহল শোনা যায়, নেপথ্যে বলে]

নেপথ্যে। পিনাকি চৌধুরীর কালো হাত ভেঙে দাও—গুঁড়িয়ে দাও। অন্তরা বায় বোবা হয়ে গেল কেন—জবাব চাই জবাব দাও—

অরুনা। কি হলো—বাইরে এত কোলাহল কিসের—

পিনাকি। তবে কি আবীর লোক জন নিয়ে ঝামেলা করতে এসেছে?

[দীপক এসে বলে]

দীপক। বাবা, একদল লোক আমাদের গেটের সামনে জড়ো হয়ে হয়েছে—ওদের সঙ্গে আবীর অন্তরা পেল্লাদও রয়েছে—

পিনাকি। পালের গোদা নিশ্চয়ই গানের মাষ্টার সেই আবীর। ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর—

দীপক। আমি কি থানায় ফোন করে পুলিশকে আসতে বলবো ?

পিনাকি। না, না থানায় ফোন করার কোন দরকার নেই—ওদের দলের পাণ্ডাকে ভেতরে আসতে বল—

দীপক। ভেতরে আসতে বলবো ? তুমি কি বলছো ?

সঞ্চারী। বাবা যা বলছে তাই কর না দাদা।

দীপক। যাচ্ছি—যাচ্ছি— [চলে যায়]

অরুনা। দেখো—যেন মাথা গরম করে ফেলো না—

সঞ্চারী। হ্যাঁ বাবা, মাথা গরম করলে সব ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

পিনাকি। না—না—তোমাদের কোন চিন্তা নেই—তোমরা দেখে নিও আমি কি ভাবে ম্যানেজ করে নেবো।

[অন্তরাকে নিয়ে আবীর ও প্রহ্লাদ আসে পিছনে দীপক আসে]

আবীর। এই যে মিষ্টার চৌধুরী, আপনারা সবাই আছেন দেখছি।

পিনাকি। এসো—এসো—আবীর এসো—

অরুণা। আয় মা অন্তরা। আহা! দুদিনে মেয়েটার কি চেহারা হয়েছে।

[কাছে টানতে যায়, অন্তরা সরে যায়]

পিনাকি। প্রহ্লাদ আবীরকে বসার জায়গা করে দে—

আবীর। বসতে আমি আসিনি মিষ্টার চৌধুরী। প্রথমেই বলে রাখি আপনাদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোক, তাদের সকলের হয়ে আমি এসেছি—আপনার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ নিয়ে।

অরুণা। কেন বাবা আবীর, তোমার কাকাবাবু কি কোন অন্যায় করেছে ?

আবীর। উনি কি অন্যায় করেছেন সেটা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু কেন করেছেন আমরা তার কৈফিয়ৎ চাই।

দীপক। আবীরবাবু! [তেড়ে যায়]

আবীর। এ্যাই—লাল চোখ দেখাবেন না, মনে রাখবেন আমার নাম আবীর, আবীরের রঙ লাল, তাই সে কারও লাল চোখ সহ্য করে না।

পিনাকি। দীপক, তুই আর একটা কথা বলবি না। বল আবীর, তুমি কি জানতে চাও।

আবীর। আপনি বলুন—অন্তরা বোবা হয়ে গেল কি করে?

পিনাকি। ওর বাবার প্রেতাত্মা ওকে গলাটিপে বোবা করে দিয়ে গেছে।

আবীর। থামুন—থামুন—ওসব ভূত প্রেতের দোহাই দিয়ে আপনি সাধারণ মানুষকে উল্টো পাল্টা বোঝাতে পারলেও আমাকে বোঝাতে পারবেন না—আমি ঐ সব ভূত প্রেত বিশ্বাস করিনা।

পিনাকি। নিজের চোখে না দেখলে আমিও করতাম না।

আবীর। আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

পিনাকি। হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি—ওর বাবার প্রেতাত্মা ওকে মেরে ফেলার জন্যে গলা টিপে ধরেছিল—আমি বাধা দিয়েছিলাম বলে অন্তরা মা আমার প্রাণে বেঁচে গেছে—কিন্তু—

আবীর। কিন্তু—

পিনাকি। ওর বাবার প্রেতাত্মা ওকে বোবা করে দিয়ে গেছে বোবা। এখন ঐ হতভাগিনী বোবা মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করবো তুমি বলে দাও ঈশ্বর। [কান্না]

আবীর। মিষ্টার চৌধুরী—

পিনাকি। যাহার হোক, ও আমার বন্ধুর মেয়ে, মেয়ের মত, ছোটবেলা থেকে ওকে মানুষ করেছি—

প্রহ্লাদ। মেয়ের মত মানুষ করেছেন বলেই ভালবাসার পুরুষের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

পিনাকি। না পেল্লাদ, আমাকে তোরা এত ছোট ভাবিস না। আমি সঞ্চারীর সঙ্গে নীলাদ্রির বিয়ে ঠিক করিনি, ঐ নীলাদ্রিই অন্তরাকে বাদ দিয়ে সঞ্চারীকে বিয়ে করতে চায়।

প্রহ্লাদ। তা কেন হবে! নীলাদ্রিবাবু তো বড়দিমণিকে ভালবাসতো—তাহলে কেন সে বিয়ে করবে না?

পিনাকি। কোন সুস্থ মানুষ কি ওই রকম একটা বোবা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়—

আবীর। মিষ্টার চৌধুরী—

পিনাকি। কি ছেলে, কি মেয়ে, প্রত্যেকের জীবনে একটা স্বপ্ন থাকে। কেউ কি চায় সেই স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হতে?

আবীর। কিন্তু আপনি কি জানেন—ভালবাসা লাভ লোকসানের হিসাব করে আসে না। ভালবাসা আসে ভালবাসা নিয়েই। কি পেলাম কি দিলাম যেখানে এই হিসাব আছে সেখানে ভালবাসা থাকে না।

পিনাকি। তুমি তো অনেক বড় কথা বললে, ভালবাসার ব্যাখ্যাও দিলে—কিন্তু তুমি পারবে—ঐ বোবা মেয়েটাকে বিয়ে করে তোমার জীবন সঙ্গীনী হিসাবে মেনে নিতে?

আবীর। আমি—

পিনাকি। পারবে না—তোমাদের মত ছেলেদের চরিত্র আমার জানা হয়ে গেছে। তোমারা সস্তায় রাজনীতি করে জনগণকে খেপিয়ে তুলতে পারো—কিন্তু কাজের কাজ করতে পারো না—

আবীর। শুনুন—শুনুন মিষ্টার চৌধুরী, আমি সস্তার রাজনীতি করিনা। আমি মুখে যা বলি কাজে তাই করি—

[সঞ্চারী এসে বলে]

সঞ্চারী। আবীরদা!

আবীর। আমি এ বাড়ীতে গান শেখাতে এসে অন্তরাকে প্রথম দেখেই ভালবেসে ফেলেছিলাম, কিন্তু যখন জানতে পারলাম অন্তরা নীলাদ্রি বাবুকে ভালবাসে, তখন আমার ভালবাসা লজ্জায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্যেই আমি অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ যখন দেখলাম আমার ভালবাসা বোবা হয়ে গেছে, তখন আমি অভিমান করে দূরে থাকতে পারিনি— ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি—শুধু তাই নয়, আমি ওকে বিয়ে করে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দেবো—

পিনাকি। কি বললে—

আবীর। আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে আমার নিজের রক্ত দিয়ে অন্তরার সিঁথি রাঙিয়ে দিলাম—

[কথা বলতে বলতে নিজের আঙুল কামড়ে রক্ত বার করে সেই রক্তে অন্তরার সিঁথি রাঙিয়ে দেয়]

পিনাকি ও অরুণা। না—

সঞ্চারী। উলু দাও—উলু দাও—উলু—লু।

[প্রহ্লাদ নাচতে থাকে, সঞ্চারী উলু দেয়, পিনাকি হতবাক হয়ে যায়। দৃশ্য ছবি হয়, আলো নেভে]

ষোড়শ দৃশ্য

রায় বাগান

[অন্তরার বিয়ের খবর শুনে আনন্দে যুধিষ্ঠির নাচতে নাচতে গাইতে আসে]

গান

একটুখানি খাব কেন
ভোজ খাব আজ পেট ভরে
বড়দিমণির বিয়ে হলো
যাচ্ছে যে স্বামীর ঘরে

যুধিষ্ঠির। আঃ—কি আনন্দ—আনন্দ আমার বুকটা ভরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব সুখ আজ এই যুধিষ্ঠিরের বুকেও মাঝে জমা হয়েছে। তাই খুশী আর ফুরচ্ছে না, হাসি আর শেষ হচ্ছে না—হাঃ—হাঃ—হাঃ—শয়তান পিনাকি চৌধুরী এবার তোমার শেষ দিন এগিয়ে আসছে—

[ঝুঁআনি এসে বলে]

ঝুঁআনি। এ্যাই—এ্যাই বুড়ো রায় বাগানে দাঁড়িয়ে ষাড়ের মত চেঁচাচ্ছো কেনে।

যুধিষ্ঠির। তা চেঁচাবোই তো রে শালী, তোর মত বকনা গরুর দেখা পেয়েছি যে।

ঝুঁআনি। বুড়ো ষাড় কোথাকার, এই বয়সে বকনার দিকে নজর!

যুধিষ্ঠির। হবে না কেনে গো নাতনী, আবীর দাদাবাবুর সঙ্গে বড়দিমণির বিয়ে হয়ে গেছে এই আনন্দে আমার দিক বিদিক জ্ঞান নেই।

ফু'আনি। থালে সেই আনন্দে পেল্লাদের সঙ্গে আমার বিয়েটা দিয়ে দাও না বুড়ো।

যুধিষ্ঠির। না—না—পেল্লাদের সঙ্গে তোর বিয়ে আমি কোন দিনই দেবো না।

ফু'আনি। কেনে দেবে না দাদু!

যুধিষ্ঠির। কেন যে দেবে না—দুদিন পরে বুঝবি, এখন যা আমার কানের কাছে ট্যাকর ট্যার করিস না—

ফু'আনি। যতই তুমি না বল দাদু—ঐ পেল্লাদের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, আর তখন তোমার নাতবৌ হয়ে এসে বুঝিয়ে দেবো—কত ধানে কত চাল।

[চলে যায়।

যুধিষ্ঠির। তিন কাল গেয়ে যায় এক কালে ঠেকেছে তাকে তুই কি বোঝাবি রে ফু'আনি! তুই তো আসল ঘটনা জানিস না। যেদিন জানতে পারবি সেদিন আকাশ থেকে পড়বি আকাশ থেকে। কিন্তু তার আগে যে আমার অনেক কাজ বাকী, বড়দিমণির বিয়ের খবরটা আমাকে যেমন করেই হোক কর্তাবাবুকে জানাতে হবে। কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি যে কোথায় লুকিয়ে আছেন কে জানে? শিউলী গাছের তলায় চির ঘুমে ঘুমিয়ে আছে আমার বৌমালক্ষ্মী। বৌমালক্ষ্মী, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো—তোমার মেয়ে বোবা হয়ে গেলেও কত ভাল ঘরে, ভাল বরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে—তুমি আশীর্বাদ কর—ওরা যেন সুখী হয়—

[যুধিষ্ঠির কাঁদতে কাঁদতে জোড় হাত করে প্রণাম করে, লক্ষ্মীকান্ত এসে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত। যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির। বাবু, আপনি এসেছেন, আমি আনন্দের খবরটা দেবো বলে আপনাকেই খুঁজছিলাম।

লক্ষ্মীকান্ত। আনন্দের খবর?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ বাবু। আপনার মেয়ে অন্তরা দিদিমণির সঙ্গে আবীর দাদাবাবুর বিয়ে হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীকান্ত। কি বললে! আমার অন্তরা মায়ের বিয়ে হয়ে গেছে! অন্তরা মা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী গেছে! আঃ—কি—আনন্দ কি শান্তি! কিন্তু—

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কেন বাবু—

লক্ষ্মীকান্ত। আমি এমনই হতভাগ্য যে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ের বিয়েটা পর্যন্ত দিতে পারলাম না। এতবড় আনন্দের খবরটা আজ আমাকে চোরের মত চুপি চুপি শুনতে হলো।

যুধিষ্ঠির। আর আপনাকে চোরের মত লুকিয়ে থাকতে হবে না বাবু। আপনি সবার কাছে সব সত্যি ফাঁস করে দিয়ে শয়তান পিনাকি চৌধুরীর মুখোশটা খুলে দিন।

লক্ষ্মীকান্ত। অন্তরা যখন ওই শয়তানের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে আর আমার কোন চিন্তা নেই। এবার আমি পিনাকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো—আর সেই জন্যে আমার ছেলেকে আমার পাশে পেতে চাই

যুধিষ্ঠির। ফিরিয়ে দেবো বাবু, সব সত্যি কথা বলে আপনার ছেলেকে আমি আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবো।

লক্ষ্মীকান্ত। আমার ছেলেকে ফিরে পাবার আগে পিনাকির ছেলে মেয়েকে আমি কেড়ে নেবো,

যুধিষ্ঠির। কেড়ে নেবেন!

লক্ষ্মীকান্ত। সন্তান হারিয়ে ওরা যখন হাহাকার করে কাঁদবে আমি তখন আমার সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হাসবো—হাঃ হাঃ হাঃ—

[লক্ষ্মীকান্ত বিভৎস ভাবে হাসতে থাকে যুধিষ্ঠির ভয় পায়, দৃশ্য ছবি হয়]

সপ্তদশ দৃশ্য

পিনাকির বাড়ি

[অরুণা হাসতে হাসতে এসে বলে]

অরুণা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—বাবারে বাবা—কথাটা শোনার পর থেকে হাসতে হাসতে আমার পেটে ব্যথা হয়ে গেল। শুনলাম, পেল্লাদ নাকি সবাইকে ফুলশয্যার প্রীতিভোজে নিমন্ত্রন করে বেড়াচ্ছে। ভিখারী গানের মাষ্টারের সঙ্গে বোবা মেয়ের বিয়ে—তার আবার ফুলশয্যা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচি না—

[পিনাকি এসে বলে]

পিনাকি। অত হেসোনা অরুণা—সব ব্যাপারটা তুমি হেসে উড়িয়ে দিও না—

অরুণা। থামো তো তুমি। তুমি দেখে নিও—একমাসের মধ্যেই আবীর অন্তরাকে মেরে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

পিনাকি। তাড়িয়ে দেবে!

অরুণা। দিতে বাধ্য, কারণ অন্তরার যতই রূপ থাক সে তো বোবা, কথা বলতে পারে না।

পিনাকি। তাতে কি হয়েছে, আবীর তো সব জেনেশুনেই অন্তরাকে বিয়ে করেছে।

অরুণা। যতই বিয়ে করুক। বোবা মেয়েকে নিয়ে ঘর অত সহজ নয়। প্রথমে প্রেম হয় চোখে চোখে, তারপর মুখে মুখে—অন্তরার তো সেই মুখটাই বন্ধ—সে কোন মুখ নিয়ে কি ভাষায় স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে?

পিনাকি। তা অবশ্য বটে।

অরুণা। আবীর কিছুতেই বুবী অন্তরাকে ভালবাসতে পারবে না।

পিনাকি। তোমার ধারণা ভুল অরুণা।

অরুণা। ভুল—

পিনাকি। আমি সেদিন আবীরের চোখে মুখে যে আগুন দেখেছি—তাতে আমার মনে হয়েছে—

অরুণা। কি মনে হয়েছে?

পিনাকি। ও অন্তরাকে কোনদিন তাড়িয়ে দেবে না। বরং অন্তরার বোবা হয়ে থাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও অনেক অঘটন ঘটাবে।

অরুণা। তাই যদি বুঝেছিলে তাহলে সেদিন অন্তরার সঙ্গে আবীরের বিয়েটা মেনে নিলে কেন?

পিনাকি। আমি মানতে চাইনি, আমি ভেবেছিলাম বোবা অন্তরাকে বিয়ে করার কথা বললে আবীর পিছিয়ে যাবে—কিন্তু আমার ভাবনা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে আবীর অন্তরাকে বিয়ে করল—আমি চোখের সামনে নিজের সর্বনাশ হচ্ছে দেখেও মান সম্মানের ভয়ে বাধা দিতে পারলাম না। আর সঞ্চারী—

অরুণা। সঞ্চারী।

পিনাকি। আমার এই সর্বনাশের জন্য দায়ী তোমার মেয়ে সঞ্চারী—সেই আমাকে এই বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করেছিল।

অরুনা। না—না—তুমি সঞ্চারীকে ভুল বুঝছো। সঞ্চারী বুঝতে পারে নি শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটবে।

পিনাকি। তুমি থামো। সঞ্চারী সব জানে। তুমি সঞ্চারীকে একদম আস্কারা দেবে না।

অরুণা। আমি সঞ্চারীকে আস্কারা দিচ্ছি?

পিনাকি। হ্যা—হ্যা—তোমাকে বলতে হবে কেন তুমি সঞ্চারীকে শাসন

করবে না। কার সাহসে সাহসী হয়ে অন্তরার সঙ্গে অন্তরার শ্বশুর বাড়ীতে যায়? কেন সে নীলাদ্রিকে এড়িয়ে যায়? এর পর নীলাদ্রিকে আমি কি জবাব দেব বলতে পারো?

অরুণা। চিৎকার কোরো না। যা বলবার আস্তে আস্তে বল।

পিনাকি। কেন আস্তে বলব, কার ভয়ে, তোমার?

অরুণা। আমার ভয়ে নয়, পাশের ঘরে নীলাদ্রি বসে আছে, হাজার হোক সে আমাদের ভাবী জামাই—

পিনাকি। তা ভাবী জামাইয়ের জন্যে যখন এতই দরদ তখন যাও না—মেয়ের বদলে তুমিই প্রক্সি দিয়ে এসো—

অরুণা। মুখ সামলে কথা বলবে।

পিনাকি। তুমিও একটু বুঝে সুঝে বাতচিত করবে অরুণা। সব সময় মনে রাখবে—আমারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। আমার সংসারটাকে নিয়ে তোমরা যা মন তাই করবে—আমি সেটা মেনে নেবো না।

অরুণা। কি বললে!

পিনাকি। ঠিকই বলেছি। বিষয় আশয়, ধনদৌলত খাওয়া পড়া কোন কিছুর আমি অভাব রাখিনি। তোমরা আজ সুখের স্বর্গে বাস করছো—অথচ—

অরুণা। অথচ—

পিনাকি। সংসারটাকে এই জায়গায় আনতে গেয়ে আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক অন্যায়, পাপ আমাকে করতে হয়েছে।

অরুণা। কেন করেছিলে?

পিনাকি। তুমি আমাকে অন্যায়, পাপ করতে বাধ্য করিয়েছো।

অরুণা। নিজে পাপ করে তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছো?

পিনাকি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি। তুমি তোমার আগ্রাসী মনবৃত্তি দিয়ে আমার বিবেকটাকে কেটে কুচি কুচি করে দিয়েছো। তাই এখন তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আমার নিজের ইচ্ছা মৃত্যু হয়েছে।

অরুণা। তাতো আজ বলবেই। আজ তো আমার নামে নিন্দা করবেই। এখন যে তুমি টাকার পাহাড়ে বসে আছো।

পিনাকি। তোমার দিকটা ফাঁকা বলেই টাকাটাকেই আঁকড়ে ধরেছিলাম।

অরুণা। তোমার টাকার খিদে ছিল না?

পিনাকি। ছিল, কিন্তু তোমার মত রাক্ষসে খিদে ছিল না।

অরুণা। বাঃ বাঃ—তোমার কথা শুনে হাততালি দিতে ইচ্ছা করছে।

পিনাকি। তোমার ওই দু'টো হাতে হাততালি জমবে না তোমার স্বপ্নে দেখা রাজ পুত্তুর নীলাদ্রিকে ডাকো, শাশুড়ী জামাইয়ের চারটে হাততালি জমবে ভালো।

অরুণা। কি—এতবড় কথা তুমি বলতে পারলে! তুমি যদি তোমার মুখের ভাষা সংযত না কর তাহলে আমি বলে দিচ্ছি—ভবিষ্যতে তোমার কপালে অনেক কষ্ট আছে।

পিনাকি। শুধু আমার কপালেই নয় অরুণা—যে স্বামীরা তোমার মত স্ত্রীর কথা শুনে ওঠে আর বসে তাদের প্রত্যেকের জীবনের কষ্ট রোধ করবার ক্ষমতা স্বয়ং কেষ্ট ঠাকুরেরও নেই।

অরুণা। কি—

[নীলাদ্রি এসে বলে]

নীলাদ্রি। এ্যাই যে মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী। আমি অনেকক্ষণ ধরে পাশের ঘরে সন্ধ্যারীর জন্য ওয়েট করেছি। আজ সন্ধ্যারীকে আমার বাড়ীতে

নিয়ে গিয়ে আমার বাবা মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা ছিল—আমি সেই জন্যেই সঞ্চারীকে নিতে এসেছিলাম—

অরুণা। হ্যাঁ বাবা নীলাদ্রি, সঞ্চারীকে তুমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।

নীলাদ্রি। কিন্তু কখন নিয়ে যাব? কাকে নিয়ে যাব। আপনার মেয়ের তো কোন পাত্তাই নেই—

অরুণা। এখুনি এসে পড়বে, তুমি আর একটু অপেক্ষা কর বাবা—

নীলাদ্রি। না—না—আমার পক্ষে আর সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়, আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

[সঞ্চারী এসে বলে]

সঞ্চারী। আরে দাঁড়ান—দাঁড়ান নীলাদ্রি বাবু, আমার জন্যে একটু কষ্টও হয় করলেন। আর কষ্ট না করলে তো কেষ্ট পাওয়া যায় না।

নীলাদ্রি। তার মানে!

সঞ্চারী। মানেটা তো অতি সহজ।

দুজনে। সঞ্চারী!

সঞ্চারী। তোমাদের সঙ্গে পরে কথা বলচি বাবা, আগে নীলাদ্রিবাবুকে সহজ কথাটা বুঝিয়ে দিই।

নীলাদ্রি। আমাকে তুমি কি বোঝাবে সঞ্চারী?

সঞ্চারী। শুনুন নীলাদ্রি বাবু—আপনি অন্তরাদিকে বাদ দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন—সে তো আমার বাবার সম্পত্তির লোভে?

নীলাদ্রি। কি বললে!

দু'জনে। তোর এত সাহস!

সঞ্চারী। সাহস করে তোমাদের আমি শেষ কথা বলছি—আমি কিছুতেই ওই বেইমান চরিত্রহীন নীলাদ্রি ব্যানার্জীকে বিয়ে করবো না।

দু'জনে। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। আমি প্রহ্লাদকে বিয়ে করে কুঁড়ে ঘরে বাস করবো—তবু ঐ বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হতে পারবো না।

অরুণা ও পিনাকি। কি বললি শয়তানী—

নীলাদ্রি। মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী, আপনাদের আর কোন চিন্তা নেই, ওই চাকরের বাচ্চা পেন্টারের সঙ্গে আপনাদের আদরের মেয়ের বিয়েটা আজই দিয়ে দিন—চৌধুরী বাড়ীর জামাই হিসাবে ঐ চাকরটাকে আপনার মেয়ের পাশে মানাবে ভালো—হাঃ হাঃ হাঃ— [চলে যায়

অরুণা। [চুলের মুঠিধরে] শয়তানী মেয়ে, তোর এত সাহস—তুই আমাদের মুখে চুন কালী মাখাতে চাস—মেরে ফেলবো—তোকে আমি আজ শেষ করে ফেলবো— [মারতে থাকে]

সঞ্চারী। আঃ—মা—ছাড় ছেড়ে দাও—

পিনাকি। বল, বল শয়তানী, তুই কেন নীলাদ্রিকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলি—কেন তুই আমাদের না বলে অন্তরার শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলি—বল শয়তানী—[মারে]

[সঞ্চারী রুখে দাঁড়ায়]

সঞ্চারী। খবরদার বাবা, আমার গায়ে হাত দেবে না—আর একবার গায়ে হাত দিলে তোমাদের সম্মান রাখতে পারবো না—

পিনাকি। কি করবি—তুই কি করবি?

সঞ্চারী। আমি কি করবো—আর কি করতে পারি—খুব শিগ্গির সেটা বুঝতে পারবে।

দুজনে। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। খবরদার—তোমরা আমার নাম ধরে ডাকবে না, তোমরা আমার

কেউ নও—আমি জানবো আমার বাবা মা কেউ নেই—তোমার আমার কাছে মৃত॥

দুজনে। কি বললি—

সঞ্চারী। তোমাদের মত অমানুষদের বাবা মা বলে পরিচয় দিতে আমার ঘেন্না লাগে—ঘেন্না—থুঃ— [সঞ্চারী চলে যায়]

অরুণা। সঞ্চারী—সঞ্চারী—শুনে যা— [চলে যায়

পিনাকি। সঞ্চারী—হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল কেন—তবে কি ও আমার অতীতের কুকীর্তির কথা জানতে পেরেছে? কিন্তু কি করে জানবে—সে ঘটনা—আমি অরুণা আর বানেশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না—তবে কি বানেশ্বর—না না বানেশ্বর কোনদিন আমার সঙ্গে বেইমানী করবে না। তবে সঞ্চারী আজ আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করলো কেন,। তবে কি যুধিষ্ঠিরের নাতি পেল্লাদ ওকে উত্তেজিত করেছে? তাই যদি হয় তাহলে পেল্লাদকে আমি ছাড়বো না—ঐ চাকরের বাচ্চা পেল্লাদকে এমন শাস্তি দেবো—যা দেখে সারা অঞ্চলের লোকেরা ভয়ে চমকে উঠবে,। [চলে যায়।]

[অন্যপথে মদের বোতল হাতে চুপি চুপি দীপক এসে বলে]

দীপক। শালা বাবার চোখ থেকে খুব বেঁচে গেছে, আর একটু হলেই ধরা পড়ে যেতাম। কিন্তু বাবাকে যেন আজ কি রকম লাগলো—খুব রেগে গেছে মনে হলো। বাবা কোথায় যেন বেরিয়ে গেল মনে হচ্ছে—কোথায় গেল কে জানে? যেখানে যায় যাক। বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না—সঞ্চারী, মা—সব কোথায় গেল? হা—মনে পড়েছে, আজ অন্তরার ফুলশয্যা—তাই সঞ্চারী আর আমার মা ফুলশয্যার প্রীতিভোজে যোগদান করতে গেছে—আর সেই জন্যেই বাবা খুব রেগে গেছে। যাক, বাবা যা পারবে করুক। আমার আজ মনটা বড্ড খারাপ [মদ খায়] কেন খারাপ হবে না। ঐ অন্তরাকে যে আমি ভুলতে

পারছি না। অন্তরা বোবা হলেও দেখতে তো মন্দ নয়। অন্তরাকে দেখে আমার মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন করতো— কিন্তু বাবার ভয়ে আমি আমার মনের কথা অন্তরাকে বলতে পারিনি। আহারে। অন্তরার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হতো তাহলে আজ আমারও ফুলশয্যা হতো—ফুলে ফুলে সাজানো থাকতো এই ঘর—ঘরে শুধু আমি আর অন্তরা। [বোতল পাশে রেখে শুয়ে পড়ে বলে] প্রিয়তমা অন্তরা— [ঘুমিয়ে পড়ে]

[লক্ষ্মীকান্ত চুপি চুপি এসে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত। ওইতো—পিনাকির ছেলে দীপক মদের নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সদর দরজা খোলা, বাড়িতে কেউ কোথায় নেই দেখছি। ওইতো মদের বোতলে কিছুটা মদ রয়েছে—আমি ঐ বোতলে এই কবিরাজী ওষুধটা মিশিয়ে দিই—[বোতলে ওষুধ মিশিয়ে দেয়] এ্যাই তো—কাজ শেষ, এবার ওকে ঘুম থেকে জাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে ও ঘুম থেকে ওঠেই আমার মদ খাবে—আর তখনই মদের সঙ্গে ওর শরীরে পৌঁছে যাবে আমার মেশানো পাগল করা ওষুধ—যার এ্যকশানে ও প্রাণে মরবে না কিন্তু পাগল হয়ে যাবে পাগল—কাউকে চিনতে পারবে না—এমনকি ওর নিজের বাবা মা কেও চিনতে পারবে না—আর এ দৃশ্য দেখে পিনাকি আর অরুণা হাহাকার করে কাঁদবে আর আমি হাঃ হাঃ হাঃ—করে হাসবো—হাঃ হাঃ হাঃ—

[হাসির শব্দে দীপকের ঘুম ভেঙ্গে যায়, লক্ষ্মীকান্ত লুকিয়ে পড়ে চমকে ওঠে বলে]

দীপক। কে—কে যেন হাসলো? কেউ তো এখানে নেই। বুঝতে পেরেছি—এ আমার মনের ভুল—হবেই তো—অন্তরাকে না পেয়ে আমার যে মাথার ঠিক নেই—আঃ—বুকটা আমার মুচড়ে উঠছে মদ আরও মদ চাই ওই তো মদের

বোতলে মদ রয়েছে—ঐ মদ খেয়ে আমার মনের জ্বালা আমি ভুলতে চাই—[মদ খায়] আঃ—কি শান্তি—অন্তরা তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে অন্তরা—একি আমার মাথাটা এ রকম করছে কেন—চারদিক এত ঘুরছে কেন?

লক্ষ্মীকান্ত। শুরু হয়ে গেছে—বিষের এ্যাকশনে শুরু হয়ে গেছে।

দীপক। না—না—আমি কোথায়? চারদিক এত ঝাপসা কেন—আঃ—আমার সারা গায়ে এত জ্বালা কেন—আঃ—আমার আমি পড়ে যাচ্ছি—আমি অতল জলে তলিয়ে যাচ্ছি। আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—[পড়ে যায়।

লক্ষ্মীকান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ—পিনাকির একমাত্র ছেলে দীপক পাগল হয়ে গেছে পাগল—মায়াবতী—তুমি স্বর্গ থেকে দেখো আমি কেমন বদলা নিয়েছি বদলা—হাঃ হাঃ হাঃ—

দীপক। একি—আমার চারপাশে কত সাপ—কত পোকা বিল বিল করছে ওরা আমার দিকে এগিয়ে আসছে—না—না আমি পালাবো—আমি সাঁতার কেটে পালিয়ে যাব—আর ওরা আমাকে ধরতে পারবে না—ধরতে—

লক্ষ্মীকান্ত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[দীপক পাগলের মত প্রলাপ বকে, লক্ষ্মীকান্ত হাসতে থাকে
দৃশ্য ছবি হয়]

অষ্টাদশ দৃশ্য

আবীরের বাড়ি

[আজ আবীর ও অন্তরার ফুলশয্যা, তাই নহবতে সানাই বাজে।
দু'আনি সেজে গুজে ব্যস্ত হয়ে বলতে বলতে আসে]

দু'আনি। ফুলশয্যা—ফুলশয্যা—আজ আবীর দাদাবাবুর সঙ্গে অন্তরা দিদিমণির ফুলশয্যা। আর সেই জন্যেই বাড়িতে লোকে লোকারণ্য—আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভর্তি। কোথায় খাওয়া হচ্ছে, কোথায় কে চান করবে, কোথায় কে জামা কাপড় শুকোতে দেবে—সব আমাকে দেখতে হচ্ছে। সকাল থেকে চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। এইবার একটু ফুরসৎ পেয়ে নতুন শাড়ীটা পড়ে সেজে গুজে এলাম। কিন্তু সাজলে কি হবে—যার জন্যে সাজা সেই পেল্লাদ একবারও আমার দিকে ফিরেও চায়নি। দূর—দূর আমার ভালো লাগছে না। প্রহ্লাদ এমন ভাব করছে যেন ওর নিজের দিদির ফুলশয্যা হচ্ছে—আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়—

[অংশুমান এসে বলে]

অংশুমান। দু'আনি—এই দু'আনি—তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিস—আর ওদিকে প্রহ্লাদ তোকে চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

দু'আনি। সত্যি বলছেন অংশুমান দাদা!

অংশুমান। হ্যাঁরে যা—যা তোকে খুঁজে না পেলে প্রহ্লাদ চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে।

দু'আনি। যাচ্ছি অংশুমান দাদা যাচ্ছি। পেল্লাদ যে কখন কি করে, কখন কি বলে আমি কিছুই বুঝতে পারিনা—

[চলে যায়]

অংশুমান। যেমন প্রহ্লাদ, তেমন হু'জানি, সব সময় ফুটোতে ঝটাপটি লেগেই আছে। যাকগে ওরা যা পারে করুক, আমি যাই—অতিথীরা আসতে শুরু করেছে ওদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

[ধুতি পাঞ্জাবী পরে আবীর এসে বলে]

আবীর। অংশুমান, অংশুমান—আমার দাদা যে আজও বাড়ী ফিরে এলো না।

অংশুমান। কি করে বাড়ী আসবে, তুমি যেদিন অন্তরাদিকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলে—সেদিন থেকেই সুবীরদা ক্ষেপে গেছে।

আবীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দাদা সেদিন বাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে যা মন তাই বলে অপমান করেছিল। আমি দাদাকে কত বুঝিয়েছি—হাতে ধরেছি—পায়ে পড়েছি—তবু সে অন্তরাকে মেনে নিতে পারেনি—

অংশুমান। সুবীরদা অন্তরাদিকে তোমার বৌ হিসাবে মেনে নেবে না—এটা তো আমরা জানতাম। কারণ সুবীরদার ইচ্ছা ছিল বড়লোক পিনাকি চৌধুরীর মেয়ে সঞ্চারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক তাহলে তোমরা বিয়েতে অনেক কিছু পন যৌতুক পাওয়া যাবে।

আবীর। কিন্তু দাদা চাইলেই তো আর আমি সেটা করতে পারি না। কারণ আমি পিনাকি চৌধুরীর টাকা পয়সাকে ভালবাসতাম না—ভালবাসতাম গানের পাপিয়া অন্তরাকে। তাই সেই বোবা অসহায় অন্তরাকে বিয়ে আমি আমার ভালবাসার মূল্য দিয়েছি।

অংশুমান। তুমি মূল্য দিলে কি হবে, সুবীরদার কাছে ভালবাসার কোন মূল্য নেই—তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে টাকা।

আবীর। বুঝেছি, অন্তরাকে বিয়ে করে দাদার হাতে টাকার বস্তা তুলে দিতে পারেনি—সেই টাকা না পাওয়ার জন্যেই দাদা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে চলে গেছে।

অংশুমান। কিন্তু তুমি কি জানো—সুবীরদা কোথায় আছে ?

আবীর। কোথায় আছে ?

অংশুমান। আমি খবর পেয়েছি—সুবীরদা মদের দোকানে বসে মদ খাচ্ছে।

আবীর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—আমি ভাবতে পারছি না—আজকে আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন—আমার সবচেয়ে প্রিয়জন আমার বড় ভাই আমার কাছে থেকে দূরে সরে গেছে— [কান্না]

অংশুমান। আবীরদা। তুমি সুবীরদার জন্যে কাঁদছো—

আবীর। দাদাকে বাদ দিয়ে এই আনন্দ উৎসব আমার একটুও ভাল লাগছে না অংশুমান।

অংশুমান। কান্না বন্ধ কর আবীরদা, চোখের জল মোছ, ওই দেখ বৌদিকে নিয়ে সঞ্চারী এখানে আসছে তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে ওরা কি ভাবকে বলতো ?

[ফুলসজ্জার সাজে সজ্জিতা অন্তরাকে নিয়ে সঞ্চারী এসে বলে]

সঞ্চারী। ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে আনন্দ করুন জামাইবাবু আনন্দ—

দুজনে। সঞ্চারী !

সঞ্চারী। খুব অবাক হচ্ছেন তাই না। আরে বাবা আমি শুধু অবাক করতেই জন্মেছি—তাই আমার কথা পরে ভাববেন। এই দিদিকে নিয়ে এসেছি—দিদির সঙ্গে আজকের রাতে কি ভাবে প্রেমালাপ করবেন এখন শুধু সেই সিচুয়েশানটা ভাবুন—

অন্তরা। সঞ্চারী [বোবা ভাষায় বলে, সঞ্চারীর সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে]

সঞ্চারী। কিরে দিদি—খুব লজ্জা—কাল সকালে দেখবো লজ্জা কোথায় থাকে—

অন্তরা। তুমি বিশ্বাস কর সঞ্চারী, তুমি না এলে আজকের এই অনুষ্ঠানটা একেবারে মাটি হয়ে যেতো—

অংশুমান। সে তো বটেই—শালী না থাকলে কি বিয়ে বাড়ি মানায়—এই সঞ্চারী শুধু কথা বলে ঠিক ব্যাপারটা জমছে না—সুর চাই সুর—

সঞ্চারী। ঠিক বলছেন আমি রেডি। আজকের এই মিলন মধুর অনুষ্ঠানে আমি গাইবো—

[সঞ্চারী গেয়ে ওঠে]

গান

এ শুধু গানের দিন
এ লগন গান শোনাবার
এ যেন শুধুই ওগো
নিজেকে দেওয়া—

সকলে। বাঃ—বাঃ—অপূর্ব !

অংশুমান। আবীরদা, এবার তোমার পালা।

সঞ্চারী। হ্যাঁ জামাইবাবু, এবার আপনাকে গাইতেই হবে।

আবীর। না—না—আমি গাইতে পারবো না।

অন্তরা। [বোবার ভঙ্গিতে] কেন গাইবে না—গাও—

আবীর। না—না—আমি কিছুতেই গান গাইবো না।

সঞ্চারী। কেন গাইবেন না জামাই বাবু—কেন ?

আবীর। আমার জীবনের অর্দ্ধেকটা যখন বোবা হয়ে গেছে তখন বাকী অর্দ্ধেকটা জীবন কোনদিন গান গাইতে পারে না।

অন্তরা। [বোবার ভঙ্গিতে] না—না তুমি একথা বলো না—

[কাঁদকে কাঁদতে পায়ে পড়ে]

অংশুমান। আবীরদা, অন্তরাবৌদি গান গাইতে পারবে। না বলে তুমিও গান গাইবে না। কিন্তু ওর যে গানই ছিল প্রাণ, তুমি যদি গান গাওয়া ছেড়ে দাও—তাহলে যে ও কষ্ট পাবে। তুমি গাও আবীরদা গাও—

সঞ্চারী। আমি গাইছি জামাইবাবু, আপনি আমার সঙ্গে গান—

আবীর। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। আমি জানি—আপনি চটুল হিন্দি গান পছন্দ করেন না—তবু—শুধু আজকের দিনের জন্যে আমি গাইবো—দিদির মনের কথা আমি গানের সুরে বলে দিচ্ছি—

[সঞ্চারী নাচতে নাচতে গেয়ে ওঠে]

[আবীর গাইতে পারলে গাইবে]

গান

বোলে চুড়িয়া—
বোলে কঙ্গনা
হ্যায় ম্যায় হো গাঁই
তেরে সজনা—
তেরে বিন্দিয়া—নেইয়া লাগয়া
ম্যায় তো মরজাইয়া—
লঙ্গা—লঙ্গা—
সাঁইরে লঙ্গা—
দিল লঙ্গা লঙ্গা—হো—

[ওরা নাচ গানের মধ্যে আনন্দ করছিল সহসা মদের বোতল হাতে মাতাল সুধীর এসে চিৎকার করে বলে]

সুধীর। আবীর—

[সকলে গান বড় করে চমকে ওঠে]

সকলে। একি।

আবীর। দাদা! তুমি মদ খেয়ে মদের বোতল হাতে এই অবস্থায় এখানে এসেছো।

সুবীর। বেশ করেছি—আমি আমার বাড়ীতে এসেছি—

আবীর। এখনও ভাল চাও তো তুমি তোমার ঘরে চলে যাও—

সুবীর। আমি যাব না—তুই যদি ভাল চাস ঐ বোবা অলক্ষী বৌটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দে।

সকলে। কি বললে—

[অন্তরা ভয় পায়, সঞ্চারী তাকে ধরে, আবীর বলে]

আবীর। কেন তাড়িয়ে দেব—অন্তরা আমার স্ত্রী।

সুবীর। স্ত্রী—ঐ বোবা মেয়েটাকে আমি তোর বৌ বলে মেনে নেবো না।

আবীর। তোমার মানা না মানায় আমার কিছু যায় আসে না।

সুবীর। কিন্তু আমার আমার আসে যায়।

আবীর। তুমি কি মনে করেছো—তুমি মাতাল বলে আমিও মাতাল।

সুবীর। মুখ সামলে কথা বলবি। মনে রাখবি আমি তোর দাদা।

আবীর। যে দাদা ভাইয়ের স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় তাকে দাদা বলে মানলে যে লোকে আমাকে গাধা বলে গালা গাল দেবে।

সুবীর। তুই গাধার চেয়েও বোকা—তাই ঐ সঞ্চারীর বদলে ঐ বুবী মেয়েটাকে বিয়ে করেছিস।

আবীর। বিয়েটা আমি করেছি, তুমি করনি—

সুবীর। আবীর!

আবীর। ধীর স্থির ভাবে আমার কথা শোন—যে কথা তোমাকে সেদিন বলেছি সেকথা আজ আবার বলছি; আমি অসহায় বোবা মেয়েটাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছি—আমি আমার ভালবাসার দাম দিয়েছি। তোমার লোভের ঝুলি ভরিয়ে দেবার জন্যে আমি সঞ্চারীর দিকে কোন দিন ফিরেও চাইনি। তাই তোমাকে জানিয়ে রাখছি—

সুবীর। কি জানিয়ে রাখছিস?

আবীর। অন্তরা আমার স্ত্রী, যদি কোনদিন তুমি ওকে অসম্মান কর—তাহলে দাদা বলে তোমাকে আর আমি ক্ষমা করবো না—তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো—

সুবীর। কি—শিক্ষা দিবি আমাকে! তাহলে দেখ রে জানোয়ার—তোর বৌটাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি কি না— [এগিয়ে যায়]

অংশুমান। সুবীরদা— [বাধা দেয়]

সুবীর। ফোট রে শালা—[মাথায় বোতল মারে]

অংশুমান। আঃ—[পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়]

সঞ্চারী। একি! না—আমি লোক ডাকি। [চলে যায়।

অংশুমান। দাদা, তুমি বোতল দিয়ে অংশুমানকে মারলে—

সুবীর। আমার সামনে থেকে সরে না গেলে আমি তোর মাথাও ফাটিয়ে দেবো—

আবীর। না—তা তুমি পারবে না—

[আবীর বোতল সহ হাত ধরে সুবীরকে বাধা দিতে যায়। দুজনে ধস্তা ধস্তা হয়, বোতল পড়ে যায় সুবীর আবীরের বুকে বসে গলা টিপে ধরে]

আবীর। আঃ—[আবীর ছটফট করে জ্ঞান হারায়]

[অন্তরা এদৃশ্য দেখে চিৎকার করে লোক ডাকার চেষ্টা করে কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোতে চায় না, অন্তরা বার বার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ বাচাও—বলে চিৎকার করে ওঠে]

অন্তরা। বাঁচাও—বাঁচাও—

[সুবীর একথা শুনে চমকে ওঠে আবীরকে ছেড়ে উঠে বলে]

সুবীর। একি—অন্তরা কথা বলছে—

অন্তরা। হ্যাঁ, আমি কথা বলতে পারছি—

নেপথ্যে। আমরা যাচ্ছি—

সুবীর। ওরা আসছে—ওরা আসার আগেই আমাকে পালাতে হবে—

[সঞ্চারী, প্রহ্লাদ এক সঙ্গে এসে বলে]

দুজনে। কোথায় পালাবে? পালাবার পথ বন্ধ।

সুবীর। [ভয়ে] না—

অন্তরা। সঞ্চারী—প্রহ্লাদ—

দুজনে। একি, তুমি কথা বলতে পারছো!

অন্তরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি কথা বলতে পারছি—

আবীর। [আবীর জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলে] কে কে কথা বলছে?

অন্তরা। [অন্তরা ছুটেগিয়ে বলে] আমি—আমি তোমার অন্তরা—আমি কথা বলছি—হাঃ—হাঃ হাঃ—

প্রহ্লাদ। অংশুমানদা, উঠুন—দেখুন দিদি কথা বলতে পারছে—

অংশুমান। উঠে বসে] এ্যা—কি বললে—অন্তরা বৌদি কথা বলছে।

সঞ্চারী। অন্তরাদি—অন্তরাদি— [জড়িয়ে ধরে]

প্রহ্লাদ। দিদি— [জড়িয়ে ধরে]

সুবীর। অন্তরা—অন্তরা আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি—তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

অন্তরা। আপনার ভুলই আমার জীবনে আশীর্বাদের ফুল হয়ে ঝরে পড়েছে দাদা। আপনিই তো আমার বোবা কণ্ঠে ভাষা এনে দিয়েছেন। তাই আমার কাছে আপনি মানুষ নন—দেবতা। [পায়ে পড়ে]

সুবীর। ওঠো—ওঠো বোন তোমাকে দেখে আমার জীবনের সব ভুল আমি সংশোধন করে নিলাম।

আবীর। দাদা।

সুবীর। ওরে গাধা। দূরে দাঁড়িয়ে কেন—আয় আমার কাছে আয়—তোরা পাশাপাশি দাঁড়া—আমি তোদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি—

[অন্তরা ও আবীর সুবীরকে প্রনাম করে সুবীর দুজনের মাথায় হাতদিয়ে আশীর্বাদ করে]

সুবীর। আশীর্বাদ করি—তোরা সুখী হ—তোদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক! কি হলো তোমরা চুপ চাপ কেন! আনন্দ কর—আনন্দ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[যুধিষ্ঠির ডাকতে ডাকতে আসে]

যুধিষ্ঠির। আবীর দাদাবাবু—অন্তরা দিদিমণি—আমি এসে গেছি—

সকলে। যুধিষ্ঠির দাদু!

যুধিষ্ঠি। আহা! কি দুটিকে কি সুন্দর মানিয়েছে—যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারায়ণ।

অন্তরা। দাদু!

যুধিষ্ঠির। একি, তুমি কথা বলতে পারছো। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো?

অন্তরা। ওই দেবতার আশীর্বাদে আমি কণ্ঠস্বর ফিরে পেয়েছি দাদু।

যুধিষ্ঠির। সুবীরদাদাবাবু!

সুবীর। না—ওকথা বলোনা—সবই উপর ওয়ালার খেলা—আমি কিছুই করিনি।

অন্তরা। কিন্তু তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে দাদু?

যুধিষ্ঠির। আমি যে তেনাকে নিয়ে আসবো বলে অপেক্ষা করে বসে ছিলাম, তেনাকে নিয়ে আসতে গিয়েই তো দেরী হয়ে গেল।

সকলে। কাকে নিয়ে এসেছেন দাদু?

যুধিষ্ঠির। ঐ দিদিমণির বাবাকে।

অন্তরা। আমার বাবা বেঁচে আছে! সত্যিই আমার বাবা বেঁচে আছে?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ—হ্যাঁ দিদিমণি, ওই দেখুন উনি এদিকেই আসছেন।

[লক্ষ্মীকান্তকে আসতে দেখে সকলে বিস্ময়ে চমকে ওঠে]

সকলে। ওকি!

যুধিষ্ঠির। আপনারা ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

অন্তরা। পিনাকি কাকা যেদিন রাত্রে আমার গলা টিপে বোবা করে দিয়েছিল সেদিন রাত্রে আমি যেন ওকে দেখেছিলাম।

[লক্ষ্মীকান্ত এসে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত। হ্যাঁ, আমিই সেদিন রাত্রে পিনাকির হাত থেকে ওকে রক্ষা করেছিলাম। আমাকে দেখেই ওরা ভূত মনে করে ভয় পেয়েছিল—

সকলে। আপনি—

লক্ষ্মীকান্ত। আমিই লক্ষ্মীকান্ত রায়, ঐ অন্তরার বাবা।

অন্তরা। বাবা!

লক্ষ্মীকান্ত। আয় মা—আমার বুকে আয়—

যুধিষ্ঠির। যাও দিদিমণি, বাবার কাছে যাও—

অন্তরা। বাবা— [বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে]

লক্ষ্মীকান্ত। শয়তান পিনাকি আমাকে গাড়ী চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল—কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছে—

সকলে। আপনার—

লক্ষ্মীকান্ত। এ্যাকসিডেন্টের ফলে আমার মুখ যেমন বিকৃত হয়ে যায়, তেমনি আমি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যাই। কিছুদিন আগে আমি আমার স্মৃতি ফিরে পেয়েছি। তখন আমি ফিরে এসে দেখি—আমার সোনার সংসার শ্মশান হয়ে গেছে, আমার বলতে আর কিছুই নেই। আমি তাই সব ফিরে পাবার জন্য—পিনাকিকে তার অপরাধের সাজা দেবার জন্যে অপেক্ষা করে বসে বসে ছিলাম। এবার সময় হয়েছে তাই পিনাকির সঙ্গে আমি বোঝাপারা করতে চাই। আমি আমার মেয়েকে ফিরে পেয়েছি—আমার ছেলে মেঘমল্লারকে কাছে পেতে চাই—

সকলে। মেঘমল্লার—কে মেঘমল্লার?

লক্ষ্মীকান্ত। যাকে তোমরা যুধিষ্ঠীরের নাতি পেল্লাদ বলে জেনে এসেছো সেই পেল্লাদই আমার ছেলে মেঘমল্লার।

প্রহ্লাদ। দাদু! একথা সত্যি—সত্যিই আমি তোমার নাতি পেল্লাদ নই?

যুধিষ্ঠির। না দাদু ভাই, তুমি ঐ বাবুর ছেলে মেঘমল্লার বাবু!

প্রহ্লাদ। দাদু!

যুধিষ্ঠির। সেদিন তোমার বাবার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল সেদিন রাত্রেই পিনাকি চৌধুরী তোমাকে মেরে তোমার মায়ের কোল শূন্য করে দিতে চেয়েছিল।

সকলে। তারপর—

যুধিষ্ঠির। বৌমালক্ষ্মী সেটা জানতে পেরে তোমাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে আমার মরা নাতি পেল্লাদকে, কোলে তুলে নিয়েছিল। পিনাকি চৌধুরী নেশার ঘোরে বুঝতে না পেরে মরা পেল্লাদকে গলা টিপে ধরেছিল—ভেবেছিল লক্ষ্মীকান্ত রায়ের বংশের বাতি নিভে গেছে। তারপর সেই মরা পেল্লাদের দেহটা নদীর জলে ফেলে দিয়েছিল—

অন্তরা ও পেহ্লাদ। আর—আমার মায়ের কি হলো?

যুধিষ্ঠির। শয়তান পিনাকী চৌধুরী বৌমালক্ষ্মীকে গলা টিপে মেরে, তার মৃতদেহটাকে বাঁয় বাগানে শিউলী গাছের নীচে পুঁতে দিয়েছিল—

প্রহ্লাদ। মা—মাগো—[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

যুধিষ্ঠির। কেঁদোনা খোকাবাবু, তোমাকে শক্ত হতে হবে—তোমাকে প্রতেশোধ নিতে হবে।

প্রহ্লাদ। দাদু!

যুধিষ্ঠির। যারা তোমাদের সোনার সংসারটাকে শ্মশান করে দিয়েছে তাদের শ্মশানের চিতা জ্বালতে হবে। যাও—যাও খোকাবাবু, বাবার পাশে, গিয়ে দাঁড়াও— [কান্না]

লক্ষ্মীকান্ত। আয়—আয় মেঘমল্লার—আমায় বাবা বলে ডেকে আমার বুবুক্ষ পিতৃহৃদয় ভরিয়ে দে বাবা ভরিয়ে দে—

প্রহ্লাদ। বাবা—

লক্ষ্মীকান্ত। মেঘমল্লার—

[বাবা ছেলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, অন্তরা বলে]

অন্তরা। ভাই—আমার ভাই।

প্রহ্লাদ। দিদি—[দিদিকে জড়িয়ে ধরে]

যুধিষ্ঠির। বৌমালক্ষ্মী! তুমি স্বর্গ থেকে একবার নেমে এসো—নেমে এসো—

লক্ষ্মীকান্ত। তুমি কাঁদছো কেন যুধিষ্ঠির? আনন্দে—আনন্দে বাবু—

প্রহ্লাদ। দাদু! তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা। মানুষ কি এতদিন ধরে এত ঘটনা লুকিয়ে রাখতে পারে!

যুধিষ্ঠির। আমি যে বৌমালক্ষ্মীকে কথা দিয়েছিলাম—তার সন্তান ঐ খোকাবাবু আমি মানুষের মত মানুষ করে তার সংসারে প্রতিষ্ঠা করবো। আজ আমার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। এবার আমাকে ছুটি দাও খোকাবাবু।

প্রহ্লাদ। তুমি আমাকে খোকাবাবু বলে দূরে সরিয়ে দিয়ো না দাদু, আমি তোমার নাতি পেল্লাদ হয়েই থাকতে চাই।

যুধিষ্ঠির। তাই কখনও হয় খোকাবাবু! তোমাকে যে এখন বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ঐ পিনাকির চৌধুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে—

প্রহ্লাদ। যুদ্ধ—

সঞ্চারী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার শয়তান বাবা আর শয়তানীর মাকে সাজা দেবার জন্যে আমি ও আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই।

সকলে। সঞ্চারী!

সঞ্চারী। আমি আমার বাবা মায়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আপনি কি আমায় আশ্রয় দেবেন না?

লক্ষ্মীকান্ত। দেবো—দেবো—তোর জন্যেই তো আমি অন্তরাকে ফিরে পেয়েছি। তাই তোকে শুধু আশ্রয়ই দেবো না—তুই হবি লক্ষ্মীকান্ত রায়ের পুত্রবধু।

সকলে। কি বললেন—

যুধিষ্ঠির। বাবু, আপনি আমার মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন। কিরে পেল্লাদ না, না খোকাবাবু—খোকাবাবু, তোমাকে বলিনি তোমার বিয়ে হবে বড়বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে? সেই কথাটা সত্যি হলো কি না?

আবীর। কি হলো সঞ্চারী, দূরে কেন মেঘমল্লায়ের পাশে দাঁড়াও—

অন্তরা। বাবা, তুমি ওদের চারহাত এক করে দাও—

[লক্ষীকান্ত দুজনের হাত মিলিয়ে দেয়, ওরা প্রনাম করে লক্ষীকান্ত মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে অন্তরা উলু দেয়]

[নিতাই এসে বলে]

নিতাই। সঞ্চারী দিদিমণি—সঞ্চারী দিদিমণি—

সকলে। নিতাই—

সঞ্চারী। কি—হয়েছে—কি হয়েছে নিতাই।

নিতাই। সর্বনাশ হয়ে গেছে—

নিতাই। আপনার দাদা দীপক বাবু পাগল হয়ে গেছে।

সকলে। পাগল হয়ে গেছে—

নিতাই। হ্যাঁ—কাউকে চিনতে পারছে না—আপনার বাবা-মা খুব কাঁদছেন—আপনি দয়া করে বাড়ী ফিরে চলুন—

সঞ্চারী। আমি—

আবীর। না, সঞ্চারী একা যাবে না—

সকলে। আমরা সবাই যাব—দীপক।

[সবাই যাবার ভঙ্গিতে দাঁড়ায় লক্ষীকান্ত হেসে ওঠে বলে]

লক্ষীকান্ত। এবার কোথায় যাবি পিনাকি। এবার তুই সব হারিয়ে কাঁদবি—আমি সব ফিরে পেয়ে হাসবো। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[দৃশ্য ছবি হয়, আলো নেভে]

ঊনবিংশ দৃশ্য

পিনাকির বাড়ী

[পাগল দীপক হাসতে হাসতে আসে]

দীপক। হাঃ হাঃ হাঃ—ওরা আমাকে দীপক দীপক বলে ডাকছে—কে দীপক ? কোথায় দীপক ? আমি তাকে দেখিই নি—হাঃ হাঃ হাঃ—

[বিধ্বস্ত অরুণা এসে বলে]

অরুণা। ওরে তুই অমন করে হাসিস না দীপক, আমি সহ্য করতে পারছি না। [কান্না]

দীপক। এ্যাই কে তুমি—আমাকে দীপক বলে ডাকছো কেন ?

অরুণা। আমায় তুই চিনতে পারছিস না—আমি তোর মা—

দীপক। না—তুমি ডাইনী—তুমি রাক্ষসী—তুমি আমার কাছে এসো না—তোমার নিশ্বাসে বিষ আছে তোমার নিশ্বাস আমার গায়ে লাগলে আমার সারাগা জ্বলে যাবে—

অরুণা। ভগবান এ তুমি কি করলে—আমার একমাত্র ছেলে দীপককে তুমি শেষ পর্যন্ত পাগল করে দিলে—

[পিনাকি এসে বলে]

পিনাকি। তুমি কেঁদো না—কেঁদো না অরুণা—আমি ডাক্তার আনতে পাঠিয়েছি—ডাক্তার এসে ভাল করে পরীক্ষা করে ওষুধ দেবে—সেই ওষুধ খাওয়ালেই দেখবে—ও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে—

অরুণা। ঠিক হয়ে যাবে ? দীপক আবার আমাকে মা বলে ডেকে আমার মাতৃহৃদয় কানায় কানায় ভরিয়ে দেবে ?

পিনাকি। হ্যাঁ অরুণা—দীপক আবার সুস্থ হয়ে যাবে। দীপক দীপক তোর কোথায় কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

দীপক। কে—তুমি—

পিনাকি। দীপক ?

দীপক। সরে যাও—সরে যাও—তোমার গা থেকে জানোয়ারের গন্ধ বেরুচ্ছে।

পিনাকি। কি বললি—

দীপক। তুমি একটা হায়না—তোমার চোখে লোভের আগুন। তুমি এখুনি আমাকে গিলে খেয়ে ফেলবে তাইনা ?

পিনাকি। ওরে না—না—[কান্না]

দীপক। তুমি আমাকে ধরে ফেলবার আগেই আমি এক লাফে ওপরে ওঠে যাব—তুমি আমায় ধরতে পারবে না—এসো—আমায় ধরতে এসো—আমি মেঘের ভেলায় চেপে আকাশে উড়ে যাব—আমাকে ছুঁতেই পাবে না—হাঃ—হাঃ হাঃ—ছুঁতেই পাবে না—হাঃ হাঃ হাঃ [চলে যায়।

পিনাকি। দীপক—দীপক—ফিরে আয় বাবা ফিরে আয়—

অরুণা। ওগো, দীপক যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—ওকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো—[কান্না]

পিনাকি। আমার এক মাত্র মেয়ে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে—একমাত্র ছেলে দীপক পাগল হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। আজ আমার সংসারে শুধু বিপদ আর বিপদ। আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, আমি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না—

[বানেশ্বর হন্ত দন্ত হয়ে এসে বলে]

বানেশ্বর। পালিয়ে যান বাবু, বাঁচতে হলে গিন্নিমাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান—

দুজনে। কেন—কি হয়েছে বানেশ্বর ?

বানেশ্বর। লক্ষীকান্ত বাবু বেঁচে আছেন—

দুজনে। বেঁচে আছেন—

বানেশ্বর। শুধু লক্ষীকান্ত বাবু নয়, ওদের ছেলে মেঘমল্লারও বেঁচে আছে—

দুজনে। কি বলছিস বানেশ্বর ! কোথায় মেঘমল্লার ?

বানেশ্বর। ঐ যুধিষ্ঠিরের নাতি পেল্লাদই আসলে মেঘমল্লার।

দুজনে। পেল্লাদই মেঘমল্লার—

বানেশ্বর। শুধু তাই নয়, সে তার আপনার জামাই—

দুজনে। কি বললি—

বানেশ্বর। আরও শুনুন—অন্তরা দিদিমণি তার কণ্ঠ ফিরে পেয়েছে সে আবার কথা বলতে পারছে—

পিনাকি। আঃ—আমার মাথাটা কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—পৃথিবীটা মনে হচ্ছে ঘুরছে—পায়ের তলায় মনে হচ্ছে মাটি সরে যাচ্ছে—

অরুণা। কি হবে বানেশ্বর—

বানেশ্বর। ওরা এখুনি এসে পড়বে—চলুন আমরা পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাই—

[লক্ষীকান্ত এসে বলে]

লক্ষীকান্ত। পালাবার পথ বন্ধ—

তিনজনে। কে—

লক্ষ্মীকান্ত। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি লক্ষ্মীকান্ত তোর যম—আমি তোর মৃত্যু নিয়ে এসেছি—

তিনজনে। না—আমরা ঐ দিক দিয়ে পালাবো—

[চাবুক হাতে প্রহ্লাদ এসে বলে]

প্রহ্লাদ। কোথায় পালাবে—

তিনজনে। পেল্লাদ, তুই—

প্রহ্লাদ। পেল্লাদ নয়—পেল্লাদ নয়—বল—মেঘমল্লার বাবু!

তিনজনে। মেঘমল্লার—

লক্ষ্মীকান্ত। ভেবেছিলি মেঘমল্লারকে মেরে মায়াবতীর কোল শূন্য করে দিয়েছিস—কিন্তু তা তুই পারিস নি—তুই মায়ের কোল শূন্য করতে পারিস নি—

পিনাকি। লক্ষ্মীকান্ত—

লক্ষ্মীকান্ত। আমি ঐ দীপককে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে পাগল করে দিয়ে তোদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি।

অরুণা। কি বললে—

লক্ষ্মীকান্ত। শুধু দীপক নয়—সঞ্চারীও তোদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে—সন্তান হারিয়ে তোরা কাঁদবি আমি হাসবো হাঃ হাঃ হাঃ—

পিনাকি। তোর হাসি বন্ধ করে দেবো এই রিভলবারের একটা গুলিতে—

[রিভলবার বার করে গুলি করতে যায়। প্রহ্লাদ পিনাকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে]

প্রহ্লাদ। পিনাকি চৌধুরী— [পিনাকির হাত থেকে রিভলবার পড়ে যায়, প্রহ্লাদ পিনাকিকে মারতে থাকে]

লক্ষ্মীকান্ত। [লক্ষ্মীকান্ত অরুণার গলা টিপে ধরে] শয়তানী অরুণা—তোকে গলা টিপে মেরে আমি মায়াবতীকে মারার বদলা নেবো—

বানেশ্বর। আমি এই সুযোগে পালিয়ে যাই—

[অন্তরা এসে রিভলবার কুড়িয়ে বাধা দিয়ে বলে]

অন্তরা। কোথায় পালাবে শয়তানের বাচ্ছা—

বানেশ্বর। দিদিমনি—

[সহসা কামাক্ষা ওস্তাদ রূপী পুলিশ অফিসার, ও বাদল আসে]

কামাক্ষা। আপনারা কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না—

সকলে। কামাক্ষা ওস্তাদ!

কামাক্ষা। মাপ করবেন, আমি গোয়েন্দা পুলিশ অফিস কামাক্ষ সেন, আর ওই বাদল মুখার্জী আমার সহকারী। আমরা ওই পিনাকি চৌধুরীকে ধরবো বলেই ছদ্মবেশ নিয়েছিলাম।

[কামাক্ষার কথার মধ্যে আবীর অংশুমান যুধিষ্ঠির, দু'আনি নিতাই আসে।]

কামাক্ষা। মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী – ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট—

পিনাকি। আমাদের অপরাধ—

কামাক্ষা। এত অপরাধ করেও জিজ্ঞাসা করছেন—আমাদের কি অপরাধ—চলুন আদালতে গেলেই জানতে পারবেন

বানেশ্বর। আমি—

কামাক্ষা। বানেশ্বর, তুমি এই পিনাকি চৌধুরীর সব অপরাধের সাক্ষী, তাই তোমাকেও আমরা এ্যারেষ্ট করছি।

লক্ষ্মীকান্ত। স্যার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ—

কামাক্ষা। ধন্যবাদ—লক্ষীকান্তবাবু, আমাকে তদন্তে সাহায্য করার জন্যে আপনাকে ও অনেক ধন্যবাদ। চলুন—

যুধিষ্ঠির। পিনাকি বাবু—যাবার সময় একটা কথা শুনে যান—ভগবান সহায় থাকলে কেও কোনদিন করতে পারে না—মায়ের কোল শূন্য—

[পিনাকি, অরুণা, বানেশ্বরকে নিয়ে কামাক্ষা ও বাদল একদিকে যাবার ভঙ্গিতে দাঁড়ায়—লক্ষীকান্ত অন্তরা, প্রহ্লাদ, সঙ্করী, আবীর অংশুমান একদিকে দাঁড়ায় তু'আনি নিতাই যুধিষ্ঠির একসঙ্গে দাঁড়ায়, দৃশ্য ছবি হয়]

সমাপ্ত

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১৩৪১ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ রবিবার (২৫, ১১, ১৯৩৪) বর্ধমান জেলার 'মুলগ্রাম' নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—৺অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় মাতা—৺ ইন্দুমতি গঙ্গোপাধ্যায়। মেধাবী ছাত্র হলেও অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারেন নি। তিনি রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ, শৈশবেই পড়েছিলেন। ভাল কবিতা, ছোট গল্প লিখতে পারতেন। ছবি আঁকতে পারতেন। গান বাজনাও শিখেছিলেন। কৈশোরে 'বাবাই' গান লিখে সুনাম পেয়েছিলেন। কারাগার ও ফাঁসী নামে দুটি



একাঙ্ক নাটক লিখে গ্রামে মঞ্চস্থ করেছিলেন। তারপরেই তিনি পালা লিখতে শুরু করেন। পরিবারের অনেকে তাকে পালা লেখার জন্য বিদ্রূপ করেছেন, কটূক্তি করেছেন। তবু তিনি পালা লেখা বন্ধ করেননি। সংসার চালাবার প্রয়োজনে তিনি বিড়ি বেঁধেছেন, সব্জি বিক্রি করেছেন, চা পান বিড়ির দোকান করেছেন, মিষ্টির দোকান করেছেন, গানের মাষ্টারী করেছেন। ১৩৬৫ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বাবা মা তাঁর বিবাহ দেন। সংসারের তখন খুব অভাব, সারাদিন খাওয়া জুটতো না। স্ত্রী শ্রীমতি ছায়া গঙ্গোপাধ্যায় সংসার চালাবার জন্যে অর্ধাহারে অনাহারে থেকে খুবই কষ্ট পেয়েছেন তবু স্বামীর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাননি। তিনি প্রথম লিখলেন 'নাচমহল'। মুলগ্রাম দুরন্ত সংঘের ছেলেরা নাচমহল অভিনয় করে ঐ অঞ্চলের মানুষকে চমকে দিলেন। অনেক চেষ্টার পর নবরূপ যাত্রাসংস্থা, নবযুগ নাট্য সংসদ ও শ্রীমা অপেরা কর্তৃক নাচমহল মঞ্চস্থ হলো। তিনি ১৩৭০ সালে ভদ্রেশ্বর রেথওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপে চাকরী করতে এলেন। সেখানে বসেই

তিনি লিখলেন—একটি পয়সা, অরুণ বরুণ কিরণমালা, চুয়া চন্দন অশ্রু দিয়ে লেখা প্রভৃতি পালা। ঐ বছরই তিনি পিতৃহারা হলেন। ১৩৭৩ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখায় মনোনিবেশ করলেন। তারপর থেকে তিনি অনেক পালা লিখেছেন। পালা রচনার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশনার আবহসংগীত পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৯ টি পালা লিখেছেন। তার মধ্যে ৮৭টি পালা বই আকারে প্রকাশিত। তার পালাগুলির মধ্যে অন্যতম—নাচমহল, একটি পয়সা, পদধ্বনি, অরুণ বরুণ কিরণমালা, পরশ পাথর, মা মাটি মানুষ, অচল পয়সা, দেবী সুলতানা, গান্ধারী জননী, সাত টাকার সন্তান, মা যশোদা কাঁদে, স্বর্গের পরের ষ্টেশন, ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, বৌ হয়েছে রঙের বিবি, পালকি ভাঙা বৌ, সেলাই করা সংসার, জীবন এক জংশন, শান্তি তুমি কোথায়। পালা রচনা ও নির্দেশনার জন্য তিনি একাধিকবার রাজ্যসরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী ইন্টিগ্রেশান এ্যাওয়ার্ড তাঁর হাতে তুলে দেন। তিনি ভৈরব অপেরা, যুগান্তর অপেরা ও আনন্দ বাজার অপেরা প্রতিষ্ঠা করেন। বাবা মার নাম অনুসারে 'অমৃত বিন্দু' প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পালাগুলি ছাপার অনুমতি দেন। 'গাঁয়ের মাটি মায়ের আঁচল' ও 'জীবন গাড়ীর ফেরিওয়ালা' পালা দুটি রচনা ও নির্দেশনার পর তিনি আর লিখতে পারেন নি। মাদ্রাজের এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বরানগর অমৃতবিন্দু, বাসভবনে ফিরে আসেন ১২ই পৌষ সোমবার ১৪০৫ সাল (ইং ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ খৃঃ) বিকাল ৫-২০ মিনিটে ৬৪ বছর বয়সে তিনি 'অমৃতলোকে' চলে গেলেন। মৃত্যুর আগে তিনি জানতেন না সে তাঁর 'ক্যান্সার' হয়েছিল। তার মরদেহ মুলগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, কালনায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ও মুলগ্রামের জন্মভিটায় পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন। পরিশেষে লিখি—মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর তার অভাব যেমন কেউ পূরণ করতে পারেন নি—তেমনি ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে যাত্রা জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো সেই শূন্যস্থান কি কোনদিন পূর্ণ হবে? তিনি যাত্রা জগৎকে অনেক দিয়ে গেলেন—যাত্রা জগৎ তাঁকে কি দিল? সরকার তাঁকে কি দিল? তার প্রকৃত মূল্যায়ন কি হয়েছিল? ভবিষ্যতে কি মূল্যায়ন হবে?

—